তারাবাই।

(নাটক)

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৩২১ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট্,

"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে

শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

মহোদয় করকমলেষু—

ভূমিকা।

এই নাটকের উপাদান টড্‌প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত হইল। পৃথ্বীরাজ ও তারার কাহিনী এখনও রাজস্থানে চারণ কবিদ্বারা রাজপুত-দিগের মনোরঞ্জনার্থে গীত হইয়া থাকে। "When they assemble at the feast after a day's sport, or in a sultry evening spread the carpet on the terrace to inhale the leaf or take a cup of kusumba, a tale of Prithwi recited by the bards in the highest treat they can enjoy."

আশ্চর্য্যের কথা এই যে এ মহিমাময়ী কাহিনী অদ্যাবধি কোন বঙ্গীয় নাটকের বিষয়ীভূত হয় নাই।

আমি যদিও এ নাটকের মূল বৃত্তান্ত "রাজস্থান" হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধান ঘটনা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাট-কের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না! কারণ নাটক ইতিহাস নহে! কোন কোন সমালোচক এইরূপ অনৈক্য লইয়া অনেক কালী ও কাগজ খরচ করেন দেখিয়া এ কথাটি বলা দরকার হইল।

গ্রন্থখানি ছাপাইতে ছাপাইতে দেখিলাম যে লিখিত নাটকের কলেবর উচিত সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তজ্জন্য মুদ্রিত পুস্তক হইতে সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্য বাদ দিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ করায় বর্ত্তমান নাটকে তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে! পাঠক-বর্গের নিকট অনুরোধ যে তাঁহারা যেন উক্ত দৃশ্যটি (এবং চতুর্থ দৃশ্যে "তা বটেইত" গীতটি) পুস্তক হইতে বাদ দেন।

কুশীলবগণ।

(পুরুষ)

রায়মল	...	মেবারের রাণা।
সূর্য্যমল	...	রায়মলের ভ্রাতা ও সেনাপতি।
সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল	...	রায়মলের পুত্রগণ।
প্রভুরাও	...	সিরোহীর রাজা।
শূরতান	...	পলায়িত তোড়া অধিপতি।
সারঙ্গ দেব	...	রায়মলের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ।

বণিক, মালব, চন্দ্ররাও, কৃষক, ফকির ইত্যাদি—

(স্ত্রী)

শূরতানের রাণী।		
তারা	...	শূরতানের কন্যা।
তমসা	...	সূর্য্যমলের স্ত্রী।
যমুনা	...	বায়মলের কন্যা ও প্রভুরাওর স্ত্রী।

চারণী, পরিচারিকা, কৃষকরমণী ইত্যাদি—

তারাবাই

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সূর্য্যমলের বাটী। কাল—প্রভাত।

রাজভ্রাতা সূর্য্যমল ও তাঁহার স্ত্রী তমসা।

সূর্য্যমল। পলায়িত শূরতান তোড়াঅধিপতি
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে!—হায়! ক্ষত্রিয়, চৌহান
হেন কাপুরুষ?

তমসা। কোথা তিনি?

সূর্য্য। বনবাসী—
দূরে আরাবলিগিরিসানুপদতলে।

তমসা। হ'য়েছিলে অতিথি কি তুমি তাঁর তবে?

সূর্য্য। হইয়াছিলাম আমি তাঁহার আশ্রমে
অতিথি দ্বাদশ দিন।

তমসা। তাঁহার দাম্ভিকা
রাজ্ঞী—তাঁর সঙ্গে ?

সূর্য্য। রাজ্ঞী তাঁর সঙ্গে, আর
অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী কন্যা—নাম "তারা"।
—আশ্চর্য্য বালিকা! মহাভারত বৃহৎ,
রামায়ণ,—কণ্ঠস্থ! পড়িছে এইক্ষণে
উত্তরচরিত।

তমসা। জানি তাঁহার রাজ্ঞীরে।
গর্ব্ব তাঁর অমানুষী ; চূর্ণ অহঙ্কার
আজি তাঁর।

সূর্য্য। হইওনা হেন উল্লসিত
পতিতের দুর্ভাগ্যে, তমসা!—একদিন
সবারই ঘটিতে পাবে তাহা।

তমসা। কি ঘটিবে ?
মন্দভাগ্য ?—উন্নতের পতন সম্ভবে ;
আমি রাজ্ঞী নহি।

সূর্য্য। সেনাপতিপত্নী তুমি।
ইহার অপেক্ষা মন্দভাগ্য আছে প্রিয়ে।
—বলিতেছিলাম—সঙ্গ, পৃথ্বী, জয়মল,
যে হইবে রাণা চিতোরের ভবিষ্যতে,
তার উপযুক্ত পাত্রী শূরতানবালা।

তমসা। কেন? নাহি স্থির তবে কে হইবে পরে

মেবারের রাণা ?

সূর্য্য। কিছু বুঝিতে না পারি ;
জটিলসমস্যা তাহা ; অতীব জটিল।
যে কনিষ্ঠপুত্র জয়মল, অর্ব্বাচীন ;—
সে রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যে দ্বিতীয়
পুত্র, পৃথ্বী—নির্ভীক উদারচিত্ত বটে,
কিন্তু অসংযত, পরিচালিত সর্ব্বদা
পরকীয় মন্ত্রণায়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠপুত্র,
সর্ব্বগুণান্বিত সঙ্গ—প্রিয়পাত্র নহে
ভূপতির। কেহ নাহি জানে ভবিষ্যতে
কে হইবে মেবারের রাণা।

তমসা। চিরপ্রথা
নহে রাজ্য পায় জ্যেষ্ঠ পুত্র ?

সূর্য্য। চিরপ্রথা
কে মানিবে, রায়মল স্বহস্তে যদ্যপি
মুকুট পরায়ে দেন জয়মলশিরে।
সর্ব্বৈব রাজার ইচ্ছা। প্রজাবর্গ জানে
জয়মল মেবারের ভাবী অধিপতি।
কিন্তু ছাড়িবে কি সঙ্গ জন্মস্বত্ব তা'র
সহজে ? পৃথ্বীই—নাকি ছাড়িবে ?

তমসা। কি স্বত্ব
পৃথ্বীর ?

সূর্য্য। শক্তির স্বত্ব। সৈন্যদের প্রিয়
পৃথ্বী, ক্ষাত্রগুণে।

তমসা। তবে রাজ্য অরাজক ?

সূর্য্য। অরাজক একরূপ।

তমসা। তবে নাহি জানি,
তুমি বা একাকী কেন রাজ্যস্বত্ব হ'তে
হইবে বঞ্চিত, যবে রাজভ্রাতা তুমি ?

সূর্য্য। আমি রাণা মেবারের ?—কি বলিছ রাণী ?
স্তব্ধ হও ;—বলি, কহিও না পুনর্ব্বার
ওই কথা, আজ্ঞা করিতেছি।—যাও—যাও।

[তমসার প্রস্থান]

সূর্য্য। আশ্চর্য্য !—আশ্চর্য্য ইহা !—জানিল কিরূপে
তমসা আমার পাপ অন্তরের কথা ?
সে দিন গিয়াছিলাম চারণীমন্দিরে,
কহিল চারণী, হস্ত দেখিয়া আমার,
"মেবারের রাজ্যভাগ তোমার"—সহসা
কে যেন অমনি বেগে করিল আঘাত
উচ্চাশার রুদ্ধদ্বারে। হইল চঞ্চল,
উদ্বেল, হৃদয় এই নব সমস্যায়।
আহারে বিহারে এই—কয়দিন ধরি',
কে কর্ণে নিয়ত যেন করিছে ঝঙ্কার—
"আমিই বা কেন এই রাজ্যস্বত্ব হ'তে

হইব বঞ্চিত, যবে রাজভ্রাতা আমি ?”
তারই প্রতিধ্বনি শুনি’ তমসার মুখে
উঠিয়াছি শিহরিয়া ;—তস্কর যেমতি
আপনার ছায়া দেখি, চমকিয়া উঠে।
রূঢ় হইয়াছি অকারণ,—এই ভয়ে
পাছে এ জিজ্ঞাসামাত্র হয় পরিণত
প্রকৃত প্রস্তাবে।—না না, করিব না আমি
হেন হীন হেয় কার্য্য !—বীভৎস প্রস্তাব !
যার অন্ন খাই, তার বিপক্ষে তুলিব
খড়্গ ? তবে কে কাহারে করিবে বিশ্বাস ?
—কি বীভৎস! আপনার মনে উঠে যাহা,
ধ্বনিত যখন তাহা অপরের মুখে,
কি ভীষণ শুনায় সে কথা !—দেখিয়াছি
সমস্ত প্রস্তাব প্রতিবিম্বিত দর্পণে,
সাক্ষাৎ সহসা যেন !—বীভৎস ! ভীষণ !
করিব না হেন কার্য্য আমি—অসম্ভব !
—অসম্ভব !

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। পিতৃব্য !

সূর্য্য। [চমকিয়া] কে ? পৃথ্বী ?

সত্য, আমি।—

চমকিলে কেন ?

সূর্য্য ।　　　　না—

পৃথ্বী ।　　　　হাঁ বলিতে হইবে ।

সূর্য্য ।　　ভাবিতেছিলাম—না না—বলিব কি আর,
বিশেষ কিছুই নয় ।

পৃথ্বী ।　　　　যাহাই হউক,
বলিতে হইবে তাহা পিতৃব্য আমারে ;
নহিলে করিব অভিমান । প্রতিদিন
আসি যাই । কই, কভু উঠ নাই তুমি
হেন চমকিয়া ;—বল ।

সূর্য্য ।　　　　বলিব কি তবে ?—
ভাবিতেছিলাম বৎস ! কে হইবে রাজা
ভ্রাতার মৃত্যুর পরে ।—

পৃথ্বী ।　　　　কেন ? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
সঙ্গ !—

সূর্য্য ।　　বৎস ! নহে অত সমস্যা সরল ।

পৃথ্বী ।　　এত কি জটিল প্রশ্ন ? চিরকাল জানি,
জ্যেষ্ঠপুত্র পায় রাজ্য ।

সূর্য্য ।　　　　চিরকাল নহে ।
ইতিহাসে দেখিয়াছি পাইয়াছে কভু
রাজত্ব—কনিষ্ঠ পুত্র ।

পৃথ্বী ।　　　　জয়মল ? ধিক্ !—

সূর্য্য ।　　লক্ষ্য কর নাই বৎস, তোমার পিতার

স্নেহ সমধিক জয়মলে ?

পৃথ্বী। [চিন্তিত ভাবে] করিয়াছি ;
যদি তাই হয়, হোক্।

সূর্য্য। সরল, উদার,
একান্ত স্বভাব তোর। অসম্ভব নহে
রাজ্যেশ্বর হ'বি তুই।

পৃথ্বী। [সাশ্চর্য্যে] আমি !

সূর্য্য। কেন নহে ?
অসিবলে বলী তুই, সৈন্যদের প্রিয় ;
রাজপুত্র তুই।

পৃথ্বী। [সাশ্চর্য্যে] আমি !

সূর্য্য। শোন্ বৎস ! তোরে
এত দিন লালন করেছি যত্নে। কত
ক্রোড়ে করিয়াছি ; কত সস্নেহে চুম্বন
করিয়াছি ; ধরিয়াছি বক্ষে। পূর্ণ হয়
আমার সকল বাঞ্ছা, পাবি যদি তোরে
বসাইতে সিংহাসনে।

[সঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। পিতৃব্য এখানে ?

সূর্য্য। হাঁ এখানে। কি সংবাদ সঙ্গ ?

সঙ্গ। জয়মল—

সূর্য্য। কি করেছে জয়মল ?

সঙ্গ। আনিয়াছে ধরি',
সুন্দরী বালিকা এক। পিতা বালিকার
আসিয়াছে অভিযোগ করিতে এক্ষণে
রাজার সমীপে। তাত! জান ত পিতার
কঠোরকর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মনীতি।
রক্ষা কর জয়মলে।

সূর্য্য। কি করিব আমি?
উপযুক্ত শাস্তি হোক্। আমি কি করিব?

সঙ্গ। বুঝাও তারে!—সে মূঢ় অবোধ বালক।

পৃথ্বী। অবোধ বালক জয়মল? চল, আমি
বিধান করিব যথাযোগ্য ব্যবহার,
দোষীর।

সূর্য্য। এই যে জয়মল—

[জয়মলের প্রবেশ]

পৃথ্বী। জয়মল!
আনিয়াছ ধরিয়া কি বালিকায়? কহ
সত্য।

জয়মল। আনিয়াছি সত্য।

পৃথ্বী। উত্তম! এক্ষণে
তাহারে ফিরায়ে দাও।

জয়। কেন দিব? তুমি
কে আদেশ করিবার?

পৃথ্বী । আমি পৃথ্বীরাও,
অগ্রজ তোমার।

জয় । হোক্, মানিনা তোমার
প্রভুত্ব।

পৃথ্বী । —উত্তর দাও, দিবে কি দিবে না।

জয় । [সঙ্গকে] দাদা—

পৃথ্বী । দিবে কি দিবে না ? [গলদেশ ধারণ]

সঙ্গ । পৃথ্বী, ছেড়ে দাও
জয়মলে।

পৃথ্বী । তুমি যাও। [জয়মলকে] দিবে কি দিবে না ?

জয় । দিব।

পৃথ্বী । চল সঙ্গে। দিতে হইবে এক্ষণে,
আমার সাক্ষাতে। সঙ্গে চল এইক্ষণে।

[পৃথ্বী ও জয়মলের প্রস্থান]

সঙ্গ । কেন রূঢ় হও পৃথ্বী ? জয়মল—মূঢ়,
অবোধ, নির্ব্বোধ। [প্রস্থানোদ্যত]

সূর্য্য । সঙ্গ !

সঙ্গ । পিতৃব্য।

সূর্য্য । জানো কি,
হিংসা করে জয়মল তোমারে ?

সঙ্গ । হাঁ জানি।

সূর্য্য । ঘৃণা করে—

সঙ্গ। এতদূর ? কেন ?

সূর্য্য। হেতু—তুমি
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সঙ্গ। হায় মূঢ় অবোধ বালক ! [প্রস্থান]

সূর্য্য। মহৎ চরিত্র সঙ্গ তোমার !—তথাপি—

[যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। পিতৃব্য ! কোথায় মেজদাদা ? জানো ?

সূর্য্য। কেন
যমুনা ?

যমুনা। দেখিব শুদ্ধ।

সূর্য্য। কি হেতু ?

যমুনা। জানিনা।

সূর্য্য। অদ্ভুত বালিকা বটে ! চল সঙ্গে চল।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—পথ। কাল—প্রাহ্ণ।

গাইতে গাইতে বালকদিগের প্রবেশ।

বালকদিগের গীত।

এখনও তপন উঠেনি গগনপূরবভাগে ;
এখনও ধরণী চেয়ে আছে পথ তাহার লাগি'।
এখনও নীরব তিমির জড়িত নিবিড় কুঞ্জ,
এখনও ঘুমায় শাখায় শাখায় মধুপ পুঞ্জ,
শুধু আছে চাহি' মেঘকুল, সাজি'
ভূষিত অরুণকিরণরাগে।
ধীরে ধীরে ওই উঠিল গগনে দিবসরাজ ;
ছড়ায়ে পড়িল মহিমার ছটা ভুবন মাঝ ;
অমনি উঠিল কাননে কাননে বিহগ ছন্দ,
অমনি ছুটিল কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম গন্ধ,
ঢুলিল চামর, শীতল সমীর পরশে
ভুবন উঠিল জাগি'।

[প্রস্থান]

[কলসকক্ষে পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ]

১ পরিচারিকা। রাণা কাল ভারী ক্ষাপা হয়েছিলেন, শুনলাম।

২ পরিচারিকা। তা ত হবেনই, তা ত হবেনই ;—তবে কার উপর গা ?

১ পরিচারিকা। তাঁর মেজো ছেলে পৃথ্বীর উপর। আবার কার উপর।

২ পরিচারিকা। তা ত হতেই পারেন বটে। তবে কেন ক্ষ্যাপা হলেন ?

১ পরিচারিকা। শুনি, পৃথ্বী ছোট রাণীর ছেলে জয়মলকে তরোয়াল দিয়ে কাট্‌তে গিইছিল।

২ পরিচারিকা। ওমা সত্যি নাকি ? তা ত কাট্‌তে যেতেই পারে। তা ত কাট্‌তে যেতেই পারে।—তবে কেন গা ?

১ পরিচারিকা। এই ভায়ে ভায়ে বিবাদ। তার উপর, রাণার ছোট ছেলের উপর টান বেশী কিনা !

২ পরিচারিকা। হাঁ তা হবেই ত। তা হবেই ত। সুয়োরাণীর ছেলে কিনা। তা আর হবে না ? সত্য যুগ থেকে এই রকমই ত হ'য়ে আস্‌ছে। এই যে, রাজা যুধিষ্ঠির মলে' তা'র সুয়ো রাণীর ছেলে ভরতের জন্যে তার দুয়ো রাণীর ছেলে বলরামকে বনে পাঠিইছিল না ? তা আর হবে না ?—তবে তাই বলে' কি বিবাদ কর্ত্তে আছে গা ?

১ পরিচারিকা। মেজো ছেলে তা সইবে কেন ?

২ পরিচারিকা। তা ত সত্যিই ভাই। সে সইবে কেন ? সেও ত ছেলে বটে, সে তা সইবে কেন ভাই ?—তবে কিন্তু এখন কি হবে ?

১ পরিচারিকা। রাণার যেমন মর্জ্জি সেই রকমই কাজ হবে।

২ পরিচারিকা। তা বৈ কি! তা বৈ কি। নৈলে কি আর আমার মর্জ্জি মোতাবেক কাজ হবে! তবে কি না, বল্‌ছিলাম যে—

১ পরিচারিকা। হয় ত বা রাণা মলে' ছোট ছেলেই রাণা হয়।

২ পরিচারিকা। এত দূর! তার আর আশ্চর্য্যি কি গা। তা ত হতেই পারে। তা ত হতেই পারে। এই যে রামচন্দ্র মলে' তার ছোট ছেলে দুর্য্যোধনই ত রাজা হয়েছিল। বিধাতা মনে কল্লে কি না হয়?

১ পরিচারিকা। বিধাতা নয়রে। বরং বল্‌ ছোটরাণী মনে কল্লে কি না হয়?

২ পরিচারিকা। ঐ একই কথা। পুরুষের ঐ সুয়োরাণীও যে আর ঐ বিধাতাও সেই।

১ পরিচারিকা। তা বৈকি! দেখ রাজা বড় রাণীর মেয়েটাকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে গা! এক অপগণ্ড জানোয়ারের হাতে সঁপে' দিয়েছে। তা'কে দেখ্‌লে গায়ে জ্বর আসে।

২ পরিচারিকা। তা ত আস্‌বারই কথা, তা ত আস্‌বারই কথা। —বলি মেয়ে না কি শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছে?

১ পরিচারিকা। যাচ্ছে বৈকি—মেয়ে কি বিয়ে করে, বাপের বাড়ী থাক্‌বার জন্য? শ্বশুর বাড়ী যাবে বৈকি।

২ পরিচারিকা। —তা ত যাবেই! তা ত যাবেই।—আহা খাসা মেয়ে!

১ পরিচারিকা। রাজজামাতা তা'কে নিতে এসেছে, এখন না গেলে চলে?

২ পরিচারিকা। ও মা! তা কি চলে?

১ পরিচারিকা। চল্। আর একটু হেঁটে চল্ না। চল্‌ছিস যেন সমস্ত মাটি মাড়িয়ে যাচ্ছিস্। যেন গতর খাটিয়ে খেতে আসিস্ নি।

২ পরিচারিকা। ও মা সে কি গো। তবে কি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে এসেছি? তা'লে কি আর মুনিব মাইনে দিত?—ও মা বল কি গো?

১ পরিচারিকা। চল্ চল্, এখন চল্।

২ পরিচারিকা। এই চল না গা। ধমক দাও কেন?

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—আরাবলী পদপ্রান্ত গ্রাম। কাল—অপরাহ্ণ।

শূরতান ও তাহার রাজ্ঞী। দূরে পাঠনিরতা তারা।

শূরতান। সংসারের লীলা খেলা; সৌভাগ্যলক্ষ্মীর
চঞ্চলতা; নিয়তিচক্রের আবর্ত্তন!
আজি মহারাজ, কল্য ভিক্ষুক। প্রেয়সী!
ইহা মাত্র প্রকৃতির খেয়াল!

রাণী।　　　　　　　　খেয়াল?
জানিনা। ক্ষত্রিয় নারী আমি এই নীতি
বুঝি না; আমিত জানি, স্বীয় বাহুবলে
গড়ে আপনার ভাগ্য, মনুষ্য—

শূর।　　　　　　　　প্রেয়সী!
গড়ে আপনার ভাগ্য! সাধ্য কি তাহাব
রোধিতে বিপক্ষগতি বিশ্বনিয়মের?
চতুর্দ্দিকে, ঘটনার বিপুল প্রবল।
ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে, কি করিবে একা
মনুষ্যের ক্ষীণ বাহুবল?

বাণী।　　　　　　　　কি করিবে?
করিবে সংগ্রাম;—ভীরু সৈনিকের মত
নাহি পলাইবে কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে।

শূর।　　　　　　　　যদি
পরাজিত হয়?

রাণী।　　　　　　মরিবে বীরের মত।
প্রেরিত হয় না নর, বিশ্বে, তৃণসম
ভাসিয়া যাইতে, যে দিকে লইয়া যায়
তরঙ্গ; তরীর মত যাইতে হইবে
বাহিয়া বিপক্ষে তার, প্রয়োজন যদি।

শূর। ধীরে, কিছু ধীরে, রাণী।—যদি তাই হয়,
কেন তবে নল, রাজ্যভ্রষ্ট পত্নীভ্রষ্ট,

রাজা ঋতুপর্ণের সারথী—

রাণী। আত্মদোষে।

প্রকৃতির খেয়ালে নহে সে! আত্মদোষে,

স্বেচ্ছায়, অবৈধ অক্ষক্রীডায় কুঠার

মারিয়াছিলেন তিনি আপনার পদে—

শূর। স্বেচ্ছায় নহে সে প্রিয়ে দৈবেচ্ছায় ;—কলি—

রাণী। কলি? আসিয়াছিল কি কলি ছিদ্র বিনা?

কে দিয়াছিল সে ছিদ্র ?

শূর। কেন অনুযোগ

কর প্রিয়ে! কি দুঃখ এখানে? রম্যস্থান

এ বিদর্ভ, আরাবলীশৈলপদতলে।

বহে' যায় নির্ঝর সুমিষ্ট স্বচ্ছতোয়া,

সুন্দর। প্রচুর শস্য। অনন্ত আরাম।

রাণী। পিঞ্জর স্বর্ণের যদি হয়, প্রিয়তম !

তথাপি পিঞ্জর তাহা। স্বেচ্ছায় মানুষ

হয় বনবাসী। কিন্তু পরের আজ্ঞায়,

প্রাসাদে নিবাস হয় স্পৃহাকারজনক?

শূর। প্রেয়সী একটু তুমি অধিক মাত্রায়

অসংস্কৃত বাক্য আজি করিছ প্রয়োগ ;

তাহা যে স্বামীর প্রতি সম্মানসূচক,

বলিয়া হয় না বোধ। শাস্ত্রে আছে বটে,

যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত যবে, বনবাসী,—

দ্রৌপদী এরূপ ভাষা পাণ্ডবের প্রতি
করিয়াছিলেন উচ্চারণ !—ভগবতী
—এরূপ প্রবাদ আছে, একদা এহেন
করিয়াছিলেন দ্বন্দ্ব ভৈরবের সনে।
তথাপি স্বীকার্য্য ইহা প্রিয়তমে ! সতী
হিন্দুরমণীর মুখে এইরূপ ভাষা
শোভা নাহি পায়।

বাণী　　　　স্বামী ! শোভা পায় বটে
ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন !
—নিযুক্ত পুরুষজাতি, বিধান করিতে
নিয়ত, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য নারীর ;—
আপনার কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন।
—হায় স্বামী ! যদি তুমি যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে
নাহি পলাইতে, হেয় কাপুরুষ সম ;
যদি ক্ষত্রিয়ের মত মরিতে সমরে ;
ক্ষত্রিয় নারীর মত, দেখিতে, উল্লাসে
যাইতাম আমি সহমরণে ;—

পৃথ্বী ।　　　　প্রেয়সি !
আমি যদি মরিতাম সমরে, কিরূপে
দেখিতাম, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারি।
এযুক্তির ভ্রমটুকু ছাড়িয়া দিলেও,
আমার মৃত্যুর পরে, মানিলাম যদি,

যাইতে সহমরণে তুমি, কিন্তু প্রিয়ে
তাহাতে আমার লাভ ? আমি ত নিশ্চিত
যেই মরিলাম, সেই মরিলাম—

রাণী । ধিক্ !
ক্ষত্রের মরিতে ভয় সমরে ? —হা ধিক্ !

শূর । শোন অন্য যুক্তি, প্রিয়তমে । যুদ্ধে যদি
মরে বীর, সে নিশ্চিত মরে ; যুদ্ধ আর
করে না সে । কিন্তু যদি পলায়, কদাপি
পুনঃ যুদ্ধ করিলেও করিতে পারে সে ।

রাণী । বৃথা যুক্তি । ভীরুতার শত যুক্তি আছে ।
প্রকৃত বীরত্ব তর্ক করে না কদাপি ;
জয়লাভ করে কিম্বা মরে ।—হায় যদি
এ গর্ভে জন্মিত পুত্র, কন্যা না জন্মিয়া—

শূর । সে বিষয়ে একটুকু হয়েছিল ভ্রম,
কাহার জানি না ! তবে পুত্র হইলেও,
সে যে নাহি পলাইত, তাহার প্রমাণ ?

রাণী । জন্মে না সিংহীর গর্ভে শৃগাল-শাবক—

শূর । সিংহীর বিবাহ যদি হয় প্রিয়তমে,
শৃগালের সঙ্গে—তাহা হইতেও পারে ।

রাণী । করিতে চাহিনা চর্চ্চা এ বিষয়ে প্রভু । [প্রস্থান]

শূর । প্রেয়সীর মেজাজটা নবনীর মত
অত্য সুকোমল নহে, তাহা সুনিশ্চিত ।

—হা বিধি! যখন তুমি গড়েছিলে নারী,
কি দিয়া যে গড়েছিলে বলিতে না পারি। [প্রস্থান]

তারা। ধিক্!—আমি নারী!—ধিক্! কেন হই নাই
পুত্র? ধিক্ নারী জন্ম!—তাহাই বা কেন?
কিসে হীন নারীজাতি? এই নারীকুলে
জন্মে নাই দময়ন্তী, সুভদ্রা, সাবিত্রী—
জনা, খনা, লীলাবতী, প্রমীলা রূপসী?
কিসে হীন নারীজাতি? নাহি হস্তপদ?
হৃদয়, মস্তিষ্ক নাই? শক্তি, বল, তেজ,
শিক্ষায় অবশ্য সাধ্য সকলি। দেখিব
কি করিতে পারি আমি। এ মৃণাল বাহু
করিব লৌহের মত কঠিন। ধরিব
শাণিত কৃপাণ তাহে। দেখি পারি কিনা।
—ক্ষুব্ধ হইওনা মাতা। উজ্জ্বল করিব
নির্ব্বাণ গরিমা আমি! আমি উদ্ধারিব
অপহৃত রাজ্য। দেখি কি করিতে পারি।
ক্ষত্রিয়-ললনা আমি।—পুত্র হই নাই;
করিব পুত্রের কার্য্য জননী তোমার।

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বন, দূরে মন্দির। কাল—মধ্যাহ্ন।

সশস্ত্র সঙ্গ, পৃথ্বী, ও জয়মল মৃগয়া হইতে ফিরিতেছিলেন।

পৃথ্বী। পথ ভুলিনিত ?

সঙ্গ। না। এ পথ আমি জানি।

জয়। তুমি আগে এ পথে এইছিলে নাকি ?

সঙ্গ। অনেকবার।

জয়। কবে ?

সঙ্গ। পরশুই এইছিলাম।

পৃথ্বী। কেন ? এখেনে কেন ? কি খুঁজ্‌তে ?

সঙ্গ। নির্জ্জনতা—

পৃথ্বী। নির্জ্জনতা—সে ত বাড়ীতেই পাওয়া যায়। চোখ বুঁজলেই নির্জ্জনতা।

সঙ্গ। আর নিস্তব্ধতা।

পৃথ্বী। কাণে আঙুল দিলেই হোল !

গাহিতে গাহিতে চারণীর প্রবেশ।

সঙ্গ। এ কে ?

পৃথ্বী। তাই ত ! জটাইবুড়ী নাকি !

চারণীর গীত।

—সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই অসীম তিমির রাশি।
স্ফুলিঙ্গসম এ আঁধারে মোরা কোথা হ'তে ছুটে' আসি।
কতটুকু পথ আলোকিত করি,—কিছু দেখিতে না পাই।
এ আঁধারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে এ আঁধারে মিশে যাই।
অস্ফুট ভাতি উপহাস করি' প্রদীপ শিখার পাছে,
বিরাট মরণ সমান বিরাট আঁধার জাগিয়া আছে;
মহাসমুদ্র আঘাতে, ক্ষুদ্র ধরণী ভাঙিয়া যায়,
নিভে যায় ক্ষীণ নক্ষত্র ও দিগন্ত নীলিমায়।

জয়। আবার গান গায়।

পৃথ্বী। তাই ত! গানটার কিন্তু কোনই অর্থই বোঝা গেল না।

সঙ্গ। অদ্ভুত! এই নির্জ্জন বনভূমিতে একাকিনী।

জয়। কে তুই?

পৃথ্বী। হাঁ, ঠিক কে তুই?

সঙ্গ। কে তুমি মা?

চারণী। আমি বনচারিণী তাপসী।

পৃথ্বী। তাপসী? তা কখন হ'তে পারে?

চারণী। কেন হ'তে পারে না বাছা?

পৃথ্বী। তাওত বটে।—কেন যে হ'তে পারে না তা ত বোঝা যাচ্ছেনা।

জয়। না না এরা সব চোর,—দিনে তাপসী সেজে বেড়ায়, রাত্রে চুরি করে।

পৃথ্বী। ঠিক! বেটী নিশ্চয় চোর। দিনে তাপসী সেজে বেড়ায়।

চারণী। এ রকম তাপসী চোর কটা দেখেছ বাছা ?

পৃথ্বী। তাওত বটে —এ রকম তাপসী চোর ত কখন দেখিছি বলে' মনে হচ্ছে না।

জয়। তবে এ ভিখিরি।

পৃথ্বী। ভিখিরি বটে ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। ভিখিরি। নিশ্চয় ভিখিরি।

চারণী। ভিখিরি কি কর্ত্তে বনে থাক্‌বে বল না বাছা ?

পৃথ্বী। তাওত বটে, বনে ভিক্ষাই বা দেবে কে ? তবে তুমি কে সেইটে খুলে বলনা ছাই !

চারণী। আমি চারণী।

সঙ্গ। আপনি চারণী ? এখানে কি আপনার আশ্রম ?

চারণী। এখানে নয়। তবে বেশী দূরও নয়। নিকটেই আমার মায়ের মন্দির।

সঙ্গ। হাঁ পিতৃব্যের কাছে একদিন আপনার কথা শুনেছিলাম বটে।

জয়। ও তাইত বটে ! আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন না ?

চারণী। [সহাস্যে] কিছু কিছু জানি।

পৃথ্বী। ভবিষ্যৎ গুন্‌তে পারেন নাকি ? আচ্ছা, বলুন দেখি আমাদের তিন জনের মধ্যে কে মেবারের রাজা হবে ?

চারণী। [ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া] সঙ্গ মেবারের রাজা হবে।

উক্ত গীতের প্রথম চরণ গাইতে গাইতে চারণীর প্রস্থান।

পৃথ্বী। মিথ্যা কথা !—ভণ্ড !

জয়। কিন্তু নাম জান্‌লে কেমন করে ?

পৃথ্বী। তাওত বটে! তবে ত ব'লেছে ঠিক বোধ হচ্ছে!

সঙ্গ। [চিন্তিতভাবে] তাইত! চল বাড়ী চল। বেলা হ'ল।

সঙ্গ। [স্বগত] আমি বিশ্বাস করি না যে মানুষ ভবিষ্যৎ বল্‌তে পারে। যদি পার্ত্তো তা হ'লে ভবিষ্যৎ খণ্ডনীয় হ'ত; আর ভবিষ্যৎবাদ খণ্ডনীয় হয়, যদি তা হ'তেও পারে নাও হ'তে পারে, তবে তা আগে থেকে বল্‌বে কেমন ক'রে?—প্রহেলিকা প্রহেলিকা—সব—প্রহেলিকা।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সূর্য্যমলের গৃহের অন্তঃপুর। কাল—প্রাহ্ণ।

সূর্য্যমল একাকী।

সূর্য্য। তথাপি বাজিছে কর্ণে সেই এক কথা—
প্রহেলিকাপূর্ণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী—
আমি পাব রাজ্যভাগ। নিভাইতে চাহি
এই দুঃসাহসী ইচ্ছা; অমনি কৌশলে
ইন্ধন যোগায় পত্নী তমসা সতত,
মন্থরার মত।—না না, ইহা অসম্ভব!
করিব না হেন পাপ।—বৃদ্ধ রায়মল,—

স্নেহশীল, বিশ্রব্ধ উদার ; সেনাপতি
আমি তাঁর ;—হইব না বিশ্বাসঘাতক।

[নেপথ্যে অলঙ্কারধ্বনি]

আসিছে যমুনা। আজি যাইবে এক্ষণে—
পতিগৃহে ;—আসিতেছে বিদায় লইতে।

[যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। পিতৃব্য ! এখানে ? আমি আসিয়াছি, তাত !
বিদায় লইতে।

সূর্য্য। যাইতেছ এক্ষণেই ?

যমুনা। এক্ষণেই যাইতেছি। কর আশীর্ব্বাদ।

সূর্য্য। যাও মা স্বামীর ঘরে ; পতিব্রতা হও,
গুরুজনসেবাপরায়ণা হও সদা ;
পরিজনপ্রিয় হও ;—কাঁদিও না বৎসে !

যমুনা। কাঁদিব না। পিতৃব্য ! জানিনা কেন কাঁদি।
চিরকাল আমি দুষ্ট। পিতৃব্য তোমারে
করিয়াছি কত ত্যক্ত। করিও মার্জ্জনা।

সূর্য্য। যমুনা আমার কন্যা নাই ! আশৈশব
করেছি পালন তোরে স্বীয় কন্যা সম।
আজি হ'তে কন্যাস্নেহসম্পদে, যমুনা,
বঞ্চিত পিতৃব্য তোর।—বৎসে ! প্রাণাধিকে !
যাও পতিগৃহে তবে, আজি শুভদিনে,
সুলগ্নে। জানিও বৎসে, স্বামীর ভবন

নারীর আপন বাটী, পর পিতৃগৃহ !
যাও মা আপন গৃহে—যেমন পার্ব্বতী
বিজয়া দশমী দিনে যান মা কৈলাসে !—
আশীর্ব্বাদ করি, পতিসোহাগে গৌরবে
গরবিণী হও ! পতি যদি রূঢ় কহে
হইও প্রিয়ভাষিণী ; হয় যদি রূঢ়
সহিও নীরবে।—পতি জানিও সতীর
সর্ব্বস্ব, পরমাগতি জীবনে মরণে।

যমুনা। পিতৃব্য প্রণাম হই।

সূর্য্য। আয়ুষ্মতী হও।

[যমুনার প্রস্থান]

সূর্য্য। [পদচারণ সহ] সোণার প্রতিমা এই—দিয়াছেন ভাই—
সঁপিয়া চণ্ডালকরে ; এই মুক্তাহার
পরায়ে বানরগলে !—হায় পাভুরাও—
বুঝিতিস্ যদি মূল্য এ রত্নের ; তারে
রাখিতিস্ শিরে, নাহি দলিতিস্ পদে।

[দূরে শিবিকাবাহকদিগের ধ্বনি]

—ওই যায় শিবিকায় জননী আমার ;—
কোথায় চলিয়া যাস্ নিষ্ঠুর বালিকা
ছাড়িয়া পিতৃব্যে তোর।

[তমসার প্রবেশ]

তমসা। গিয়াছে যমুনা—

সূর্য্য। গিয়াছে চলিয়া দিবা, গৃহ অন্ধকার।

তমসা। কা'র জন্য নিত্য ব্যগ্র হও? অশ্রুজল
নিয়ত বর্ষণ কর? পরের কারণ
সতত ব্যাকুল! বুঝি না তোমার রীতি।

সূর্য্য। বুঝিবে কি তুমি? হায়! তাহার সহিত
রক্তের সম্বন্ধ নাই; কর নাই তা'রে
পালন, ধরিয়া ক্রোড়ে।

[দূরে সঙ্গের দ্রুতবেগে প্রবেশ]

তমসা। সঙ্গ কোথা যাও?

সঙ্গ। বৈদ্য অন্বেষণে—

তমসা। কেন?

সঙ্গ। পীড়িত মূর্চ্ছিত পিতা—

সূর্য্য। মূর্চ্ছিত? কিরূপ?

সঙ্গ। কহিতেছি; আগে ডাকি বৈদ্যে। [প্রস্থান]

সূর্য্য। যাই দেখি। [প্রস্থান]

তমসা। এই যদি সেই মূর্চ্ছা, নাহি ভাঙে যাহা—

[সারঙ্গদেবের প্রবেশ]

সারঙ্গ। মা ডাকাইয়াছিলে।

তমসা। কে? সারঙ্গ? হাঁ আমি
ডাকাইয়াছিলাম তোমারে।

সারঙ্গ। প্রয়োজন?

তমসা। আছে প্রয়োজন, গুরুতর প্রয়োজন।

সারঙ্গ বলিব ; স্থির হও। কিন্তু তার
পূর্ব্বে হও প্রতিশ্রুত, করিবে পালন
আদেশ আমার।

সারঙ্গ। প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ?
জানো না কি আজ্ঞাবহ সারঙ্গ নিয়ত
তোমার চরণে।

তমসা। জানি। তথাপি সারঙ্গ !
প্রতিশ্রুত হও।—অতি কঠিন আদেশ।

সারঙ্গ। প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে শুনি তবে
কি আদেশ।

তমসা। নহিলে শপথ করিবে না ?
মনে আছে—সেইদিন, প্রভাতে একাকী
গম্ভীবাসৈকত তুমি, ক্ষুধায় কাতর,
ছিন্নবস্ত্র, শীতার্ত্ত, চাহিয়াছিলে ভিক্ষা
আমার নিকটে ?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। মনে আছে—
তোমারে আদরে আমি চিতোরে আনিয়া
করি সৈন্যভুক্ত ?

সারঙ্গ। মনে আছে।

তমসা। তাই আজি
পঞ্চশত পদাতির সেনাপতি তুমি।

সূর্য্য । গিয়াছে চলিয়া দিবা , গৃহ অন্ধকার ।

তমসা । কা'র জন্য নিত্য ব্যগ্র হও ? অশ্রুজল
নিয়ত বর্ষণ কর ? পরের কারণ
সতত ব্যাকুল ! বুঝি না তোমার রীতি ।

সূর্য্য । বুঝিবে কি তুমি ? হায় ! তাহার সহিত
রক্তের সম্বন্ধ নাই ; কর নাই তা'রে
পালন, ধরিয়া ক্রোড়ে ।

[দূরে সঙ্গের দ্রুতবেগে প্রবেশ]

তমসা । সঙ্গ কোথা যাও ?

সঙ্গ । বৈদ্য অন্বেষণে—

তমসা । কেন ?

সঙ্গ । পীড়িত মূর্চ্ছিত পিতা—

সূর্য্য । মূর্চ্ছিত ? কিরূপ ?

সঙ্গ । কহিতেছি ; আগে ডাকি বৈদ্যে । [প্রস্থান]

সূর্য্য । যাই দেখি । [প্রস্থান]

তমসা । এই যদি সেই মূর্চ্ছা, নাহি ভাঙে যাহা—

[সারঙ্গদেবের প্রবেশ]

সারঙ্গ । মা ডাকাইয়াছিলে ।

তমসা । কে ? সারঙ্গ ? হাঁ আমি
ডাকাইয়াছিলাম তোমারে ।

সারঙ্গ । প্রয়োজন ?

তমসা । আছে প্রয়োজন, গুরুতর প্রয়োজন ।

সারঙ্গ বলিব ; স্থির হও । কিন্তু তার
পূর্ব্বে হও প্রতিশ্রুত, করিবে পালন
আদেশ আমার ।

সারঙ্গ । প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ?
জানো না কি আজ্ঞাবহ সারঙ্গ নিয়ত
তোমার চরণে ।

তমসা । জানি । তথাপি সারঙ্গ !
প্রতিশ্রুত হও ।—অতি কঠিন আদেশ ।

সারঙ্গ । প্রতিশ্রুত হইবার পূর্ব্বে শুনি তবে
কি আদেশ ।

তমসা । নহিলে শপথ করিবে না ?
মনে আছে—সেইদিন, প্রভাতে একাকী
গম্ভীরাসৈকত তুমি, ক্ষুধায় কাতর,
ছিন্নবস্ত্র, শীতার্ত্ত, চাহিয়াছিলে ভিক্ষা
আমার নিকটে ?

সারঙ্গ । মনে আছে ।

তমসা । মনে আছে—
তোমারে আদরে আমি চিতোরে আনিয়া
করি সৈন্যভুক্ত ?

সারঙ্গ । মনে আছে ।

তমসা । তাই আজি
পঞ্চশত পদাতির সেনাপতি তুমি ?

সারঙ্গ। সত্য, রক্ষাকর্ত্রী তুমি, মানি মাতা!

তমসা। তবে
প্রতিশ্রুত হও, যাহা আদেশ করিব,
করিবে পালন, কোন প্রশ্ন না করিয়া।

সারঙ্গ। হইলাম প্রতিশ্রুত।

তমসা। অনুবর্ত্তী হও।

[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য

—:•:—

স্থান—সিরোহী-রাজ্য। প্রভুরাওর বিলাস-গৃহ। কাল—রাত্রি।

পারিষদবর্গ সহিত প্রভুরাও।

পারিষদবর্গের গীত।

আমরা—ভাং খেয়ে হ'য়ে আছি চুর।
যাচ্ছি চলে'—সশরীরে—যাচ্ছি চলে' মধুপুর।
শুন্‌ছি বসে' নিশিদিন, কাণের কাছে বাজ্‌ছে বীণ;
খাচ্ছে যত অর্ব্বাচীন—ঐ গাঁজা গুলি 'চরস';
সস্তা হোক্ না, তার চেয়ে ভাং—লক্ষগুণে সরস;
নেশার রাজা সিদ্ধি, যেমন মণির মধ্যে কোহিনুর।
লিখে গেছেন পুরাণকর্ত্তা "স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ";
খেতেন তা, হয় ভোলা, কিম্বা পুরাণ কর্ত্তাই, সুতরাং।

জানে শুদ্ধ সিদ্ধিখোর, জেগে জেগে ঘুমের ঘোর ;
বেশী খেলেই নেশায় ভোর ;—আর অল্প খেলেই তাহা—
—আর কি—বসে' হাস্য কর—হাঃহা হাহা হাহা—
হোক্না কেন ফকির, ভাবে 'আমি রাজা বাহাদুর।'

প্রভু। দেখ—

পারিষদবর্গ। দেখ দেখ—

প্রভু। আমি প্রভুরাও—

পারিষদবর্গ। [নির্জীবভাবে] ইনি প্রভুরাও—

প্রভু। সিরোহীর রাজা—

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—

প্রভু। এই যথেষ্ট।

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] আবার চাও কি ?

প্রভু। তবে লোকে বলে কেন ?

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] ঠিক্।

প্রভু। বলে কেন যে "আমি কে ? না রায়মলের জামাই" ! —বলে কেন ?

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] বলে কেন ?

প্রভু। বরং বলা উচিত, যে "রায়মল কে ? না প্রভুরাওর শ্বশুর।"

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ]—প্রভুরাওর শ্বশুর।

প্রভু। —দেখ সব পারিষদবর্গ ! তোমরা সব বেজায় কুড়ে হয়ে' যাচ্ছ। খোসামোদ কর্ব্বে তাও উৎসাহের

সঙ্গে কর্ত্তে পারো না? না, আমি যা বল্‌ছি, কুড়ের মত শুধু তাই 'ইতি' করে' যাচ্ছ।—ইতে আরাম হয় না।

পারিষদবর্গ। ঠিক্! ইতে আরাম হয় না!

প্রভু। দেখ, আমি এবার যে বিবাহ করেছি সে একবারে চূড়োন্ত বাবা।

পারিষদবর্গ। [কতকটা উৎসাহের সহিত] চূড়োন্ত বাবা, একেবারে চূড়োন্ত!

প্রভু। সুন্দরী—একেবারে সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, কেবল নাচে না, এই যা!—

পারিষদবর্গ। [তদ্রূপ] হাঁ—এই যা। নাচে না এই যা—

প্রভু। —আবার!—আমি বল্‌ছি যে ফের যদি ঐ রকম 'ইতি' করে', সেরে দেবার চেষ্টায় থাক, তাহলে' পোষাবে না!—মনে রেখো!

পারিষদবর্গ। [উৎসাহে] মনে রেখো।—পোষাবে না। মনে রেখো।

প্রভু। —মেয়েটা একেবারে সাক্ষাৎ বিদ্যাধরী। —সাক্ষাৎ!—

[পারিষদবর্গ—কেহ বলিল "সাক্ষাৎ," কেহ, চুমকুড়ি দিল, কেহবা অঙ্গভঙ্গী করিল]

প্রভু। ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখ্‌লাম—কিন্তু আমার যমুনা একেবারে—

[পারিষদবর্গ অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি দ্বারা উৎকর্ষ প্রকাশ করিল]

প্রভু। দেখ্‌তে—কি রকম জানো?—যেন—যেন—না দেখ্‌লে ঠিক্ বোঝা যায় না।

পারিষদবর্গ। তা ঠিক্!—না দেখ্‌লে বোঝা যায় না!

প্রভু। দেখ্‌বে। আচ্ছা তোমাদের দেখাচ্ছি। —এই প্রহরী!

পারিষদবর্গ। প্রহরী! প্রহরী!

প্রহরীদ্বয়। [প্রবেশ করিয়া] মহারাজ!

প্রহরী। এক্ষণেই আমার রাণীরে এখানে নিয়ে আয়। —হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইলি যে!—যা!

১ পারিষদ। [মহা উৎসাহে] যা না বেটা!

প্রহরী। এখেনে মহারাজ?

প্রভু। এখেনে বৈকি! নইলে কি সেখেনে!

২ পারিষদ। [তদ্রূপ]—নইলে কি সেখেনে?—হুঁঃ—

প্রভু। বল্ রাজার হুকুম।

৩ পারিষদ। [তদ্রূপ] হাঁ হুকুম!

[প্রহরীদ্বয়ের সবিস্ময়ে প্রস্থান]

প্রভু। মেয়েটা কিন্তু আমার ভারি বাধ্য।

পারিষদবর্গ। বেজায়!

প্রভু। যেন—[অনেক ভাবিয়া] একেবারে যেন—কুকুর!—

পারিষদবর্গ। হাঁ, ঠিক্! যেন কুকুর!

প্রভু। আবার! দেখ, এ রকম কল্লে পোষাবে না বল্‌ছি। পোষাবে না।

পারিষদবর্গ। না না না। পোষাবে না।—বল্‌ছি—

[বৃদ্ধা দাসীর সহিত যমুনার প্রবেশ]

প্রভু। যমুনা এসেছো?

যমুনা। আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?

বৃদ্ধা। ওমা! সত্যিইত! আমাদের এখেনে নিয়ে এলি কেন? বলি, ও দারোগা—বলি—ও—

প্রভু। তুই বুড়ি যা!

১ পারিষদ। হাঁ তুমি যাও বৃদ্ধে—

বৃদ্ধা। কেন? আমি যাবো কেন?

২ পারিষদ। এ সভায় তুমি কোন কাজে লাগ্‌বে না বৃদ্ধে!

৩ পারিষদ। হাঁ বৃদ্ধে! বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে বটে। কিন্তু সর্ব্বত্রৈব এ রকম বিচারে ত চল্‌বে না ত বাবা।

প্রভু। মুখের ঘোমটা খোলত সোনার চাঁদ!—[স্বহস্তে যমুনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন] বলি, দেখ্‌ছো চেহারা খানা?—যমুনা!—প্রাণেশ্বরি! একবার আমার পাশে দাঁড়াও ত সোনার চাঁদ! একবার এরা সব দেখুক যে কি রকম মানায়।

বৃদ্ধা। এরা কা'রা?

প্রভু। এরা যারা'ই হোক্, তোর কি? বেরো এখেন থেকে।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] বেরো বেটী।

যমুনা। আমাকে এখেন থেকে নিয়ে চল!

বৃদ্ধা। সত্যিই ত! এখেনে নিয়ে এলি কেন? বলি ও—পোড়ারমুখো—[প্রহরীকে ধাক্কা দিল]

প্রহরী। আঃ ধাক্কা দাও কেন?

প্রভু। যমুনা! একবার আমার পাশে একবার দাঁড়াও না। —তা নৈলে যেতে দেবো না।

বৃদ্ধা। আচ্ছা একবার বাঁয়ে দাঁড়া বাছা! নৈলে ত ছাড়্‌বে না।

[যমুনা বৃদ্ধার বাক্যবৎ প্রভুরাওর বামাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।]

প্রভু। [পারিষদবর্গকে] বল! কেমন মানিয়েছে বল না।

পারিষদবর্গ। বাহবা কি মেনিয়েছে—

গাত।

(—আহা কিবা মানিয়েছে রে—
ওহো কিবা মানিয়েছে।)

১

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু,
যেন কৃষ্ণের পাশে বলরাম, (ব্রজের কুঞ্জবনে)
যেন নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটি;
আর টপ্পার সুরে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

২

যেন কপির সঙ্গে মটর শুঁটি,
যেন ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ; (বৈশাখ চৈত্রমাসে)
যেন মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা,
আর মদের সঙ্গে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

৩

যেন জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা,
যেন গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ; (ও সেই দ্বাপরযুগে)
যেন বিয়ের সঙ্গে রসন চৌকি,
আর মরণকালে হরিনাম। (বাহবারে বাহবা)

[গাইতে গাইতে নিক্রান্ত]

[সর্ব্বাগ্রে প্রভুরাও, যমুনা ও বৃদ্ধা ; তৎপশ্চাতে পারিষদবর্গ গাইতে গাইতে নিষ্ক্রান্ত]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরগৃহ। কাল—দ্বিপ্রহর রাত্রি। শয্যায় শয়ান—রাণা। পার্শ্বে বসিয়া—সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল।

রায়। কতরাত্রি সঙ্গ ?

সঙ্গ। রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর।

রায়। তবু তিনজনে বসে' আছ !—এত রাত্রি !

ঘুমাওগে ; যাও পৃথ্বী, যাও জয়মল ,
ঘুমাওগে, কত আর র'বে রাত্রি জাগি' !
তোমরা সবাই সম পিতৃভক্ত,—জানি ।
সঙ্গ বসে' থাক ; যবে অতি ক্লান্ত তুমি,
পাঠায়ো, পৃথ্বীরে, কিম্বা জয়মলে ।—ওকি !
তবু বসে' ?

পৃথ্বী । পিতৃদেব ! শ্রান্ত নহি আমি ।

জয় । জীর্ণ রুগ্ন শয্যাগত পিতৃদেবে ছাড়ি',
আসে কি নয়নে নিদ্রা ?

রায় । ধন্য পিতৃভক্তি !
—শূরতান বলিত যে "বিশ্বে দয়া মায়া—
কিছু নাই । সব ধূর্ত্ত—নিজকার্য্যে ফিরে ।"
বুঝিয়াছি, শূরতান মিথ্যা বলেছিল ।
জয়মল—জল, [জলপান] বাড়ে শীত ! বাড়ে শীত !
একি জ্বর ! ডাক বৈদ্যে, সঙ্গ !—না না থাক্ ।
কাজ নাই ঔষধে । ঔষধে—কাজ নাই ।—
ঔষধে সারায় ব্যাধি ? খাব না ঔষধ !
খাব না ঔষধ ! একি দাহ ! একি জ্বালা !
পৃথ্বী—জল ;—সঙ্গ !—না না থাক্—না না থাক্ ।
—চক্ষে নিদ্রা আসে ।—অবসন্ন হয় দেহ ।
এ কি মৃত্যু !—এত স্নিগ্ধ ! এত সুমধুর !
এ যে বিষাদের মত আলিঙ্গন করে

এই তপ্ত দেহ ।—ঘুম আসে। [নিদ্রা]

পৃথ্বী। [বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া] জয়মল।
মহানিদ্রাগত বুঝি পিতা। দেখ দেখি!

সঙ্গ। ডাকিব কি বৈদ্যে?

জয়। না না কাজ নাই। আমি
জানি কিছু নাড়ীবিদ্যা।

সঙ্গ। দেখ দেখি নাড়ী।

জয়। [নাড়ী দেখিয়া] সত্য, পৃথ্বী, নাড়ী নাই।

পৃথ্বী। বলিয়াছি ঠিক!

জয়। এযে অঙ্গ শিলাসম—হিম;—মৃত্যু বটে।

সঙ্গ। নিঃশ্বাস বহিছে?

জয় কোথা নিঃশ্বাস বহিছে?
—সব স্তব্ধ।

পৃথ্বী। কি করিবে?

জয়। বুঝিব কি তবে
রাণা সঙ্গ?

পৃথ্বী। সেই রাণা যার তরবারি
সমধিক শক্তি ধরে। হোক সপ্রমাণ—
তাহা এইক্ষণে।—সঙ্গ! লও তরবারি।

সঙ্গ। পৃথ্বী! ক্ষিপ্ত হইয়াছ?

পৃথ্বী —লও তরবারি।
—হোক স্থির এক্ষণে, কে মেবারের রাণা।

সঙ্গ। আমি রাজ্য চাহিনাক।

পৃথ্বী। রাজ্য চাহোনাক!

শুনিতে চাহিনা স্তোকবাক্য।—মিথ্যা কথা!

রাজ্য চাহোনাক বটে?—লও তরবারি।

সঙ্গ। পৃথ্বী! সত্য বলিতেছি, রাজ্য চাহিনাক।

তুমি ভোগ কর রাজ্য, কিম্বা জয়মল।

পৃথ্বী। মনে নাই চারণীর ভবিষ্যৎ বাণী?—

"সঙ্গ মেবারের রাণা!"—আমি বলিয়াছি

"রাজা হবে পৃথ্বীরাও"।—পরীক্ষা করিব

দৈববাণী বড় কিম্বা বাহুবল বড়।

—লও তরবারি। আজি হবে এই ভূমি

তব রক্তে কিম্বা মম রক্তে বিরঞ্জিত।

সঙ্গ। কি? পিতার মৃতদেহ উপরে করিব

যুদ্ধ ভূমিখণ্ডজন্য?—ক্ষান্ত হও ভাই।

চাহিনাক রাজ্য। পৃথ্বী! এ রাজ্য তোমার!

—করি এ শপথ, আমি রাজ্য চাহিনাক।

পৃথ্বী। শুনিতে চাহি না কথা; খোল তরবারি।

[পৃথ্বী তরবারি লইয়া সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন, সঙ্গ তরবারি খুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন]

সঙ্গ। ক্ষান্ত হও পৃথ্বী।—আমি করি অনুরোধ।

পৃথ্বী। হা ভীরু! মরিতে এত ভয়! এত ভয়!

সবারই ত একদিন আছে।—এত ভয়!

যুদ্ধ কর—রক্ষা নাই। [পুনরাক্রমণ]

সঙ্গ। [চক্ষে আহত] ক্ষান্ত হও, আমি
বিষম আহত।

পৃথ্বী। যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর;
ছাড়িব না জীবিত তোমারে।

[উভয়ের যুদ্ধ]

[সূর্য্যমলের প্রবেশ]

সূর্য্য। একি! একি!
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব রুগ্নপিতৃশয়নমন্দিরে!!!
—ক্ষান্ত হও পৃথ্বী! [উভয়ে ক্ষান্ত হইলেন]

পৃথ্বী। ওকি—উঠিয়া বসেছে
শব।

রায়। শব নহি। এখনও মরি নাই।
এরি মধ্যে শৃগাল কি শকুনির মত
শব নিয়ে, কাড়াকাড়ি?—পিতৃভক্ত বটে!
একি দুঃস্বপ্ন না সত্য!—পৃথ্বী! জয়মল!
সঙ্গ!—একি! এত শীঘ্র? মুহূর্ত্ত বিলম্ব
সহিল না জনকের করিতে সৎকার?
—সামান্য দরিদ্র হীন মুর্খ কৃষকের
এর চেয়ে শীলতার জ্ঞান আছে।—ধিক্!
[দীর্ঘশ্বাস সহ]—পিতা সব মুর্খ। সমস্ত জীবন ধরি'
অনশনে অনিদ্রায়, সদা লালায়িত

সন্তানের সুখ হেতু ;—চেয়েও দেখে না
সন্তান পিতার প্রতি, দুঃখে কি বিপদে ;
করে ব্যয় সুখে, যাহা দীর্ঘ অনশনে
অনিদ্রায়, করে পিতা সঞ্চয় ! হা—ধিক্ !
জয়মল ! পৃথ্বী ! সঙ্গ ! একি—

জয়। করি নাই
দ্বন্দ্ব আমি, পিতা।

রায় সত্যকথা ! সত্যকথা !
তুমি দ্বন্দ্ব কর নাই। কিন্তু পৃথ্বী !—তুমি !

পৃথ্বী। অপরাধ করিয়াছি, পিতা, ক্ষমা কর !

রায়। অপরাধ করিয়াছ শুদ্ধ ?—গুরুতর
অপরাধ ;—বুঝি নাই, কত গুরুতর।

পৃথ্বী। বুঝিয়াছি। পিতা, ধরি চরণে তোমার।—
চাহি এ মার্জ্জনাভিক্ষা, অনুতপ্ত আমি।

রায়। এইরূপ চিরদিন ব্যবহার তব।
সেদিন উঠায়েছিল অসি, শুনিয়াছি,
জয়মল বিপক্ষে।—প্রাসাদে করিয়াছি
দস্যুর গহ্বর, তব রূঢ় আচরণে।
নির্ব্বাসিত করিলাম তোমারে এক্ষণে
মেবারের রাজ্য হ'তে।—যথা ইচ্ছা যাও।
কর রাজ্য সংস্থাপিত নিজ অসিবলে।
চলে' যাও রাজ্য ছাড়ি'।

সূর্য্য। শুন মহারাজ!—

রায়। স্তব্ধ হও সূর্য্যমল! অনম্য কঠিন—
নিয়তির মত, জানো, আদেশ আমার
চিরদিন। পৃথ্বী এ মুহূর্ত্তে দূর হও।

[পৃথ্বীর অবনতশিরে প্রস্থান]

রায়। আর সঙ্গ তুমি?

সূর্য্য। সঙ্গ! জানিতাম তুমি
ধীর, স্থির, শান্ত। শেষে উন্মত্ত তুমিও?

রায়। স্তব্ধ হও সূর্য্য। সঙ্গ বুঝাউক্ আজি
তা'র নিজ ব্যবহার।—নিস্তব্ধ তথাপি?
কিছু কহিবার নাই?

সঙ্গ। পিতা কিছু নাই
বক্তব্য আমার।

সূর্য্য। [সাশ্চর্য্যে] সঙ্গ।

রায়। সঙ্গ! বুঝিয়াছি।
এতদিন যে আদরে করেছি পোষণ,
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়াছি; অথবা অধম
তার চেয়ে,—পুষিয়াছি সর্পে দুগ্ধ দিয়া,
আপনার বক্ষে।—ইহা উত্তম। উত্তম!
দুই পুত্র রুগ্নপিতৃশয্যাপার্শ্বে বসি'
অপেক্ষা করিতেছিলে তাহার মৃত্যুর।
করি' তারে মৃত অনুমান, এ কিরীট

লইয়া করিতেছিলে বিগ্রহ বিবাদ,
রুগ্নপিতৃকক্ষে ।—এই প্রতিদান বটে !
ভাবিয়াছ যদি এ আমার ভালবাসা
দিবে প্রক্ষালিয়া সর্ব্ব কালিমা তোমার ;
দিবে ঢাকি' সর্ব্বক্ষত ; করিবে মার্জ্জনা
সর্ব্ব অপরাধ ;—তবে বুঝিয়াছ ভ্রম ।
ভালবাসা বর্ষে স্নিগ্ধ জলধারা বটে !
তাহাই আবার কিন্তু উদ্গারে বিদ্যুৎ ।
শোন সঙ্গ—তুমি এই রাজ্য নাহি পাবে ।
রাজা হবে জয়মল । সূর্য্য !—এ সংবাদ
প্রচার করিয়া দাও রাজ্যের ভিতর ।

[পুনরায় শয়ন ।]

[পটক্ষেপ]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাণার অন্তঃপুর। কাল—আগতপ্রায় মধ্যাহ্ন।

অর্দ্ধশয়ান—রাণা। সম্মুখে সূর্য্যমল।

রায়মল। পাও নাই সন্ধান সঙ্গের?

সূর্য্য। পাই নাই—
এক্ষণে আমার হস্তে দিল ভৃত্য আনি'
পত্র এক। লিখিয়াছে সঙ্গ মহারাজে।

রায়। দেখি পত্র [পাঠ] পড় মন্ত্রী!—পাড়িতে না পারি,
ক্ষীণদৃষ্টি আমি।

সূর্য্য। —যথা আজ্ঞা, মহারাজ। [পত্র পাঠ]
লিখিয়াছে সঙ্গ—পিতা প্রণাম চরণে
কোটী কোটী। জানি মহারাজের বিশ্বাস—
"আমি রাজ্যাকাঙ্ক্ষী—আমি রাজ্যের কারণে
করিয়াছিলাম যুদ্ধ সেই রাত্রিকালে
রুগ্নজীবন্মৃতপিতৃশয়নমন্দিরে।"
"করিতেছি বিদ্রোহমন্ত্রণা, সৈন্যদলে
উৎকোচ দিতেছি;" কহিয়াছে জয়মল।

চলিলাম রাজ্য ছাড়ি'।—"রাজ্য চাহিনাক"
কহিয়াছি বহুবার।—পিতার বিশ্বাস
হয় নাই সেই বাক্যে;—অদ্য, আশা করি—
হইবে বিশ্বাস।—পূজ্য পিতৃব্য! যদ্যপি
করিয়াছি অপরাধ তোমার চরণে
কভু—অদ্য ভিক্ষা চাহি—করিও মার্জ্জনা।
—ভাই জয়মল!—আজ হ'ল দূরীভূত
তোমার আপদ, পথে কণ্টক তোমার।

রায়। এ উত্তম! সূর্য্য! এ উত্তম প্রতিদান!
ঈশ্বর! শত্রুর যেন পুত্র নাহি হয়।
—যাক্। যাহা হইবার হইয়াছে।—যাক্
বন্ধ কর দ্বার! অত্যাত্তম!—যাও ভাই।
শ্রান্ত আমি।—কিছুক্ষণ ঘুমাইতে চাই। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বিদোর।—কাল—প্রাহ্ণ।

শূরতান ও রাণী।

শূর। রাণী! তারা কোথায়?

রাণী। গিয়াছে মৃগয়ায়
শিকারীদলের সঙ্গে।

শূর। আশ্চর্য্য বালিকা—

রাণী। বালিকা নহে সে আর। সে পূর্ণ যুবতী।
অন্বেষণ কর পাত্র।

শূর। কোথা পাত্র রাণী?

রাণী। চিরদিন উদাসীন সর্ব্ব কর্ম্মে তুমি।

শূর। "উদাসীন"?—পৃথিবীতে, বাধা বিপত্তির
মাঝখানে ঔদাসীন্য প্রকৃত সন্ধান।

রাণী। কিরূপ?

শূর। "কিরূপ"?—যদি কার্য্য নাহি কর,
ভ্রম হইবার কোন নাহি সম্ভাবনা।
কার্য্য যদি কর, ভ্রম হইতেও পারে।

রাণী। এ যুক্তি বুঝিতে নাহি পারি।

শূর। নাহি পারো?
—তবে শোন।—পৃথিবীতে চারিদিক হ'তে
প্রতিকূল অনুকূল কিম্বা সমকূল—
শক্তিপুঞ্জ, ক্রমাগত ঘেরিয়া তোমারে,
করিতেছে সম্পেষণ সংঘর্ষণ, সদা,
পরস্পরে। তুমি তা'র মধ্যস্থলে বসি'
কেন্দ্রসম থাক যদি কোন ভয় নাই;
কেন্দ্রের বাহির যথা হইয়াছ, তথা
গিয়াছ;—ঘুরিয়া মর আবর্ত্তের সনে।

রাণী। কিরূপ?

শূর। কিরূপ জানো? দুই পত্নী যা'র
নিয়ত সপত্নীদ্বয় করিবে কলহ;
দাঁড়াইয়া দেখ যদি, নাহি কোন ভয়
যোগ দাও যদি, মহা বিপদ নিশ্চয়।

রাণী। হায় ধিক্। নিরুদাম বসিয়া রহিবে
সচল বিশ্বের মাঝে জড়জীবসম?

শূর। —তদুপরি আমি করি বিশ্বাস অন্তরে,—
যাহা হইবাব তাহা হইবেই; কেহ
অন্যথা করিতে নাহি পারে, প্রিয়তমে।

রাণী। এ উত্তম যুক্তি।—তবে বসি' নিরুদ্বেগে
রহ কার্য্যশূন্য—

শূর। —কি না যতদূর পারো।
বৃথা শক্তি ব্যয় কেন? বরং সঞ্চয়,
কর শক্তি বসে' বসে'।

রাণী। কি হেতু সঞ্চয়
যদি ব্যয় কভু নাহি করিবে?

শূর। প্রেয়সী!
দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্ব তত সোজা নয়
যত সোজা ভাবো। ইহা নারীর মস্তিষ্কে
প্রবেশ করে না শীঘ্র। কিছু শিক্ষা চাই।

রাণী। জানিনা দর্শনশাস্ত্র। জানিতে চাহিনা।

[সশস্ত্রে পুরুষবেশিনী তারার প্রবেশ]

তারা। পিতা দেখিয়াছ?

শূর। কি দেখিব?

তারা। ব্যাঘ্রশিশু।

শূর। কে আনিল ব্যাঘ্রশিশু?

তারা। সবলে ছিনিয়া—
নিবিড় গহন মধ্যে, ব্যাঘ্রের বিবর
হইতে, এনেছি তারে, আমরা শিকারী।

শূর। আনিয়াছ যদি, মহা ভ্রম করিয়াছ।
এক্ষণি আসিবে ব্যাঘ্রী তাহার সন্ধানে।
শাস্ত্রে কহে হৃতশাবা ব্যাঘ্রা ভয়ঙ্করী;
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে; ভ্রমে সন্নিহিত
প্রান্তরে, উন্মত্তবৎ। এক্ষণি আসিবে;
হয়ত বা আসিয়াছে দ্বারে এতক্ষণে

তারা। আসে যদি কিবা ভয়; করিব সংহার
ভুজবলে।

শূর। বলা যায় অবলীলাক্রমে
সংসারে অনেক কথা; করা শক্ত তাহা।
ব্যাঘ্রীর সহিত যুদ্ধ?

তারা। ব্যাঘ্রী কি করিবে?

শূর। ব্যাঘ্রীর যদিও তার ধাতুর হিসাবে
ঘ্রাণ করিবার কথা; কিন্তু সে কার্য্যতঃ

তাহার অধিক করে। জন-পরম্পরা
শুনেছিও ব্যাঘ্রজাতি সর্ব্বমাংস চেয়ে
নরমাংস-প্রিয়!

তারা। [হাসিয়া] পিতা! থাকিতে নিকটে
আমরা, তোমার ভয় নাই। দেখ এসে।

শূর। কি দেখিব? ব্যাঘ্রশিশু আকারে সম্ভব
ব্যাঘ্রের মতই; শুদ্ধ ক্ষুদ্র আয়তনে।
অনুমান করিতেছি।—আর এক কথা
তারা, তুমি নারী। এই পুরুষের বেশ,
এই পুরুষের কার্য্য শোভা নাহি পায়।

রাণী। শতবার শোভা পায়, পুরুষ যখন
ছাড়িয়াছে পুরুষের কার্য্য! নারীসম
পুরুষ যখন সর্ব্বকর্ম্মে, ব্যবহারে,—
শুদ্ধ লজ্জাহীন। আর পুরুষ যখন
নতশিরে সহে পৃষ্ঠে শত্রু-পদাঘাত।

শূর। রাণি! এই ক্রোধ এই অদ্ভুত বক্তৃতা
হইত বিস্ময়কর; তবে কিনা তুমি
পড় নাই ন্যায়শাস্ত্র।

তারা। দেখিবে না তবে
ব্যাঘ্র-শিশু পিতা?

রাণী। এস, মা, আমি দেখিব।

[রাণী ও তারার প্রস্থান]

শূর। অতীব বিস্ময়কর চরিত্র নারীর। [নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ণ।

ছদ্মবেশী সঙ্গ ও তারা।

তারা। আচ্ছা, ব্যূহ ভেদ করার চেয়ে তাথেকে বেরিয়ে আসা শক্ত।

সঙ্গ। পৃথিবীতে সব জিনিষেই তাই। তর্কে যুক্তিজাল খণ্ডন করা শক্ত নয়, কিন্তু জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসা শক্ত। প্রেমে ও—

তারা। না আমি প্রেমের কথা শুন্তে চাইনে। ও বাতুলের স্বপ্ন। আচ্ছা মোহিত সিং, মেঘনাদ কি সত্যসত্যই মেঘের অন্তরাল থেকে যুদ্ধ কর্ত্ত?

সঙ্গ। ওটা রূপক।

তারা। রাবণের দশমুণ্ডও রূপক?

সঙ্গ। রূপক বৈ কি।

তারা। তবে রাবণও রূপক?

সঙ্গ। রাবণ রূপক হ'তে যাবে কেন?

তারা। বলি হতেও ত পারে। রামায়ণের খানিকটা যখন রূপক বলে' মেনে নিলাম, তখন বাকিটুকু রূপক হ'তে পারে না কেন?

সঙ্গ। না তারা! ও যুক্তি ঠিক নয়। রামায়ণ সত্য। তবে তার যে টুকু মনুষ্যের বিশ্বাসের অতীত, তা হয় রূপক, না হয় কাব্যালঙ্কার বলে' ধর্ত্তে হবে।

তারা। কেন ধর্ত্তে হবে? হয় সমস্তই রাখ্‌বো,নয় সমস্তটাই ছাড়্‌বো।

সঙ্গ। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ সম্বন্ধে অনেক অলীকপ্রবাদ আছে; তাই বলে' কি তাঁরাই ছিলেন না বলে' মান্‌তে হবে?

তারা। [ভাবিয়া] মোহিত সিং! তুমি কত জানো। তোমার সঙ্গে খানিক কথা কৈলে কতই শিখিতে পারা যায়।

সঙ্গ। [নীরব]

তারা। তার উপরে এমন নম্র। তাই বাবা তোমায় এত ভাল বাসেন।

সঙ্গ। কেবল তোমার বাবাই ভাল বাসেন?

[রাণীর প্রবেশ]

রাণী। তারা! তোমার বাবা তোমাকে ডাক্‌ছেন।

[তারার প্রস্থান]

রাণী। মোহিত সিং, তুমি মেবারের রাজপুত্র জয়মলকে চেনো?

সঙ্গ। চিন্‌তাম।

রাণী। তিনি কি মেবাররাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী?

সঙ্গ। সেইরূপ শুনেছি।

রাণী। তিনি তারার উপযুক্ত পাত্র ব'লে বোধ হয় কি?

সঙ্গ। [চমকিয়া] কি?—না জানি না!—হবে।

রাণী। মোহিত সিং! তারার উপযুক্ত পাত্র পাই না। শৃগালের

সঙ্গে সিংহিনীকে বেঁধে দিতে পারিনে। তার যোগ্যপাত্র এক মেবারের যুবরাজ। তারা সমস্ত রাজপুতনার মধ্যে এক চিতোরেরই রাণী হ'বার যোগ্য!—কি বল?

সঙ্গ। নিঃসন্দেহ।

রাণী। চিতোরের রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র সংগ্রাম সিং ত নিরুদ্দেশ। মধ্যমপুত্র পৃথ্বীরাও নির্ব্বাসিত; সুতরাং জয়মলই তারার উপযুক্ত পাত্র।

সঙ্গ। [স্বগত] এখানেও জয়মল আমার বিবাদী?

রাণী। তুমি উত্তর দিচ্ছনা কেন? মো'হিত সিং কি ভাব্‌ছো?

সঙ্গ। আপনি যা বলছেন তাই বোধ হয় ঠিক্।

রাণী। তুমি যদি তারাকে রাজী কর্ত্তে পারো; সে বিবাহ কর্ত্তে রাজী হয় না। তোমাকে শ্রদ্ধা করে, তোমার কথা শুন্‌বে বোধ হয়।

সঙ্গ। [স্বগত] এত শ্রদ্ধা করে [প্রকাশ্যে] জয়মল বিবাহ কর্ত্তে রাজী?

রাণী। তিনি সম্পূর্ণ রাজী। তিনি তারার পাণিগ্রহণেচ্ছায় এখানে এক সপ্তাহের মধ্যে আস্‌ছেন।—চম্‌কালে যে?

সঙ্গ। না।

রাণী। আমি তাকে নিমন্ত্রণ করেছি। তারাকে বোঝালে সেও রাজী হ'তে পারে।

[প্রস্থান]

সঙ্গ। শেষে জয়মল শিরে এ রত্ন? ইহার

মূল্য কি বুঝিবে জয়মল !—কিম্বা এই
দেবীর চরিত্র যদি পাবকের মত
পবিত্র করিতে পারে সংস্পর্শে তাহারে।
—তাই হোক্—আমি ত্যাগ করিব দুরাশা।
স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্য ছাড়ি' আমি বনবাসী,
নিঃসম্পদ,—আর তারা রাজার দুহিতা
যোগ্য হইবার রাজমহিষী !—আমায়
যদি শ্রদ্ধা করে তারা—তাব স্বীয়গুণে ;
আমি রহিব না বিঘ্ন তাহার সম্পদে।
হোক্ তারা মোবারের রাণী—আর আমি !
আসিয়াছিলাম কোন ঘটনার স্রোতে
তৃণসম ভাসি' নন্দনের উপকূলে,
কুসুমিত বল্লরীর শাখায় জড়ায়ে
ছিলাম মুহূর্ত্তকাল—ঘটনার স্রোতে
আবার ভাসিয়া যাই !—

[তারার প্রবেশ]

তারা। মোহিত ! মোহিত !

সঙ্গ। আসিয়াছ তারা ?

তারা। আসিয়াছি। এতক্ষণ
কহিতেছিলেন মাতা কি গূঢ় সংবাদ
তোমারে মোহিত ?

সঙ্গ। [তারার হস্ত ধরিয়া] তারা !

তারা।　　　　　　　　কি মোহিত। একি!
　　সহসা গদ্‌গদস্বর!—
সঙ্গ। [হস্ত ছাড়িয়া] ক্ষমা কর।—তারা
　　কল্য যাইতেছি আমি বহুদূব দেশে।
তারা। সে কি? বহুদূর দেশে? কোথায়?
সঙ্গ।　　　　　　　　　　　জানি না—
　　যেদিকে এ চক্ষু যায়।
তারা।　　　　　　　কি হেতু মোহিত?
সঙ্গ। হেতু?—সুখী হও তারা! করিও না তুমি
　　জিজ্ঞাসা "কি হেতু"?
তারা।　　　একি প্রহেলিকা?—[সন্দেহে] বল
　　মাতা—হন নাই রূঢ়?
সঙ্গ।　　　　　　　অসম্ভব।
তারা।　　　　　　　　　　তবে?
সঙ্গ। বলিয়াছি করিও না জিজ্ঞাসা "কি হেতু"
　　—যাইবার পূর্ব্বে এক নিবেদন আছে।
　　রাখিবে মিনতি?
তারা।　　　　　অত্যুত্তম পরিহাস!
সঙ্গ। পরিহাস নহে তারা। তোমার মাতার
　　ইচ্ছা যে বিবাহ কর তুমি।
তারা।　　　　　　　　যাদুকর!
　　ও ঝুলির মধ্যে আরো কিছু আছে নাকি?

দেখিতে প্রস্তুত আছি।—বিবাহ ?—কাহাকে ?

সঙ্গ। শুনিয়াছ "জয়মল" নাম ? মেবারের
ভাবী অধিপতি ?

তারা। শুনি, তাঁহারে কি হেতু ?

সঙ্গ। যোগ্য হইবারে তুমি মেবারের রাণী ;—
শোভেনা এ সমুজ্জ্বল হীরককিরীট
নৃপতির শিরে ভিন্ন।

তারা। মানি, শ্রদ্ধা করি
জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম, আমি তোমারে মোহিত ;—
মানিতে পারিনা কিন্তু, "বলি দিতে হবে
মেবাবরাজ্ঞিত্বপদে জীবন আমার।
মেবাররাজত্ব ছার !—করি পদাঘাত
ইন্দ্রপুরী—কিম্বা অলকায়।—আমি তারা
বিবাহ করিব তুচ্ছ কাঞ্চনের লোভে ?

সঙ্গ। দেখিয়াছ জয়মলে ?

তারা। দেখিতে চাহিনা,—
মোহিত ! মোহিতসিংহ !—ইহা সত্য বটে
শিক্ষা করি শস্ত্রবিদ্যা তোমার নিকটে ;
এ বিষয়ে উপদেশ দিবার তোমার
দিই নাই অধিকার।—তারার বিবাহ
তারার অনিচ্ছা ইচ্ছা।

[সগর্ব্বে প্রস্থান]

সঙ্গ। [পদচারণসহ] তারা,—যদি তুমি
জানিতে কি যুদ্ধ করিয়াছি এতক্ষণ,
আপনার সঙ্গে আমি, করিতে এক্ষণে
অপ্রিয় প্রস্তাব এই ?—অথবা আমার
কি স্বত্ব তাহারে দিতে এই উপদেশ,
অযাচিত ?—[ভাবিয়া] কেন পাই ব্যথা এ অন্তরে ?
করিয়াছি এ প্রস্তাব—অযাচিত যদি—
তারার সুখের হেতু।

[তারার পুনঃ প্রবেশ]

তারা। মোহিত ! মোহিত !
আমারে মার্জ্জনা কর।

সঙ্গ। কেন রাজকন্যা ?

তারা। হইয়াছি রূঢ় আমি।

সঙ্গ। কিবা যায় আসে ?
ভর্ৎসনা করিতে ভৃত্যে আছে চিরদিন,
অধিকার প্রভুর।

তারা। মার্জ্জনা কর। আমি
নারী মাত্র।—

[সলজ্জভাবে প্রস্থান]

সঙ্গ। বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি তারা,
ওই আরক্তিম গণ্ড লজ্জায় !—না তারা।
তাহা হইবার নহে। করিব না আমি

তোমারে অসুখী কভু। রহিব না আমি
আর তব চরণে জড়ায়ে !—সুখী হও !
করিয়াছি "ত্যাগ"ব্রত, ভাঙ্গিবনা তাহা।
যেইরূপ অনায়াসে রাজ্য ছাড়িয়াছি,
ছাড়িব এ নারীরত্ন ! যায় যাক্ প্রাণ।—
আর রহিবনা হেথা—বড়ই অধিক
প্রলোভন ; এ হৃদয় অতীব দুর্ব্বল্।
চলিলাম এইক্ষণে।—নাহিক সাহস
বিদায় লইতে। তারা ! চলিলাম তবে।
উদ্দেশে তোমারে এই আশীর্ব্বাদ করি
"সুখী হও। প্রাণাধিক ! বৎসে ! সুখী হও।"

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০:—

স্থান—সরাই। কাল—রাত্রি।

বণিক ও অতিথিদ্বয়।

অতিথি। তবে এ রাজ্য কা'র ?

ণিক। আপাতত কারুই নয়। মীনেরা আরাবলীর পার্ব্বত্য প্রদেশ হ'তে নেমে দেশে যা পায় লুঠ করে' নিয়ে যায়।

রাজপুতেরা এদেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়।

১ অতিথি। রাজপুতদের কেউ মানে না কেন ?

বণিক। তাদের একজন নেতার অভাব। সকলেই স্বস্বপ্রধান। তাদের শক্তি গুছিয়ে একত্রিত করে, এই রকম একটা লোক চাই।

১ অতিথি। রাজপুতদের সৈন্য নাই ?

বণিক। থাকবে না কেন ? তাঁ'রা নাড়োলের দুর্গে বসে' নিরুদ্বেগে নাসিকাধ্বনি সহ নিদ্রা যাচ্ছেন। তাঁদের নাকের সামনে মীনের দলপতি রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে রাজত্ব কচ্ছে, অথচ তাঁরা যেন দেখ্‌তেই পাচ্ছেন না।

২ অতিথি। [সভয়ে] ও বাবা! তবেত কালই এখান থেকে পাততাড়ি গুটতে হচ্ছে।

১ অতিথি। তা আর বলে'!

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

বণিক। এ আবার কে ? রাজপুত দেখ্‌ছি।

পৃথ্বী। তোমরা কারা ?

১ অতিথি। আমরা আবার কারা ? আমরা হচ্ছি আমরা!

পৃথ্বী। [২ অতিথিকে] মহাশয় এটা কি সরাই ?

২ অতিথি। [অনুকৃতস্বরে] হাঁগো দাদা সরাই।

পৃথ্বী। গৃহকর্ত্তা কোথায় ?

১ অতিথি। কেন ?

২ অতিথি। এই ধরনা আমিই গৃহকর্ত্তা।

পৃথ্বী। এ পরিহাস কর্ব্বার সময় নয়। শীঘ্র বল; নহিলে—

[তরবারি নিষ্কাসন]

১ অতিথি। এ—এ আবার কি প্রকার?

২ অতিথি। এঁ—এর ত কোন কথা ছিল না।

বণিক। মহাশয় স্থির হ'ন। গৃহকর্ত্তা এখনি আস্‌ছেন। রাজ্য অরাজক বটে, কিন্তু এত অরাজক নয়, যে আপনি যখন ইচ্ছা যা'র তা'র মুণ্ডটা কেটে ফেল্‌তে পারেন।

পৃথ্বী। না মশায় মাফ কর্ব্বেন।

[তরবারি পিধানবদ্ধ করিলেন]

বণিক। এইযে গৃহকর্ত্তা এসেছেন।

[গৃহকর্ত্তার প্রবেশ]

বণিক। ইনিই গৃহকর্ত্তা।

১ অতিথি। [গৃহকর্ত্তাকে] মশয়! ইনি এখনই আপনার খোঁজ কচ্ছিলেন।

গৃহকর্ত্তা। [পৃথ্বীকে] আপনি কি চান?

২ অতিথি। আপাতত চাচ্ছিলেন ত আমার এই মুণ্ডটা। যেন বেওয়ারিশী মাল আর কি! ঈঃ।

পৃথ্বী। আমরা আজ এখানে থাকবো।

গৃহকর্ত্তা। তা বেশ! থাকুন না!—কয়জন?

পৃথ্বী। আমি আর পাঁচজন।

গৃহকর্ত্তা। তা বেশ! থাকুন না। আহারের কি আয়োজন কর্ব্ব?

পৃথ্বী। আমার কাছে কিন্তু এক কপর্দ্দকও নাই।

গৃহকর্ত্তা। তাইত! সে ত শুভবার্ত্তা নয়। আপনার চেহারাখানি নেহাইত মন্দ নয়। তবে শুদ্ধ এ চেহারাখানি দেখে, এ সহরে যে কেউ রসদ জোগাবে, তা ত বোধ হয় না।

পৃথ্বী। এখানে কেউ বণিক আছেন?

বণিক। কেন?

পৃথ্বী। এই হীরার আংটিটি বচ্‌বো।

বণিক। দেখি [দেখিয়া চমকিয়া] বুঝেছি, আপনি কি—

পৃথ্বী। [সগর্ব্বে] আমি পৃথ্বী। আমি নাড়োলে বাস কর্ত্তে এসেছি।

বণিক। উত্তম! নাড়োল আজ সরাজক হল। [গৃহকর্ত্তাকে] ইঁহাদের জন্য যথাদেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ বাস-স্থানের জন্য দাও। সর্ব্বোত্তম খাদ্যের আয়োজন কর। মূল্য আমি দিব।

গৃহকর্ত্তা। [সবিস্ময়ে] তাইত; [পৃথ্বীকে] আসুন মশায়; আপনার সঙ্গীরা কি বাইরে!

পৃথ্বী। আজ্ঞা।

গৃহকর্ত্তা। চলুন। [উভয়ের প্রস্থান]

বণিক। ইনি মেবারের রাজপুত্র পৃথ্বীরাও।

২ অতিথি। [সচকিতে] বলেন কি? ইনি!!!

১ অতিথি। তাই অত রুক্ষ মেজাজ, না?

বণিক। এঁর মত বীর অদ্যাবধি রাজপুতানায় জন্মগ্রহণ করে

নাই। ইনি একবার একা শতাধিক যবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে' জয়ী হয়েছিলেন।

১ অতিথি। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] বটে !!!

২ অতিথি। আগে বল্‌তে হয়। চল চল দেখি। লোকটাকে ভালো করে' দেখে নেওয়া যাক্‌। ভালো করে' দেখা হয়নি।

১ অতিথি। চল চল। [উভয়ের প্রস্থান]

বণিক। এঁর দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হবে। নাড়োল আবার রাজপুতের হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বিদোর। কাল—অপরাহ্ণ

বৃক্ষতলে অশ্বারূঢ় জয়মল ও বৃক্ষকাণ্ডে ন্যস্তদেহা তারা।

তারা। শুনিয়াছি যুবরাজ! সেই এক কথা
—'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি'—একশতবার
শুনিয়াছি পচিয়া গিয়াছে সেই বাণী ;
ঘৃণা জন্মিয়াছে ; আর শুনিতে চাহিনা।

জয়। শুনিতে হইবে! তারা! আমি ভালোবাসি।

তারা। ভালোবাসো নাহি বাসো, কার্ যায় আসে ?

[জ]য়। কার যায় আসে! তারা! সত্য কি এ কথা?
সত্য কি, কিছুই যায় আসে না তোমার,
আমি ভালোবাসি কি না বাসি?

[ত]ারা। সত্যকথা।
অবিশ্বাস করিবার কারণ কি আছে?
শতবার বলিয়াছি, কহি পুনর্ব্বার,
একশত এক বার—তুমি ভালোবাসো
কিম্বা নাহি বাসো, কিছু নাহি যায় আসে
তারার। শুনেছ?—যাও।

[জ]য়। হা কঠিন নারী?
তোমারে রমণী করে' কে গড়িয়াছিল?

তারা। বিধাতার ভ্রম!

[জ]য়। ভালোবাসো না আপনি,
বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু ভালোবাসা
বুঝিতেও পার নাকি? জান না কি, তারা,
ভালোবাসা কারে কহে?

তারা। ভালোবাসা!—কই
কেহ শিখায় নি মোরে! শিখিয়াছি বটে
শাস্ত্র-কথা, অস্ত্রচর্চ্চা, গণিত, বিজ্ঞান।
ভালোবাসা শিখি নাই। ভালোবাসা বুঝি
ধনীর সম্ভোগ। তাহা গৃহপ্রতাড়িত
পরমুখপ্রেক্ষী দীন হীন দরিদ্রের

দুহিতা তাহারে নাহি সাজে।—বাঁধিয়াছি,
প্রাণের সমস্ত বাঞ্ছা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়—
"যতদিন নাহি উদ্ধারিব মাতৃভূমি,
অপর চিন্তারে স্থান দিবনা অন্তরে।"

জয়। কিরূপে উদ্ধার হবে তব মাতৃভূমি ?

তারা। নাহি জানি যুবরাজ। তথাপি সতত
সেই এক চিন্তা জাগে মনে। আমি নারী,
শিখিয়াছি শস্ত্রবিদ্যা ; কিন্তু কি করিব
একাকিনী আমি ? হায়! কি করিবে নারী,
যখন পুরুষজাতি নিশ্চিন্ত ; যাপিছে
জীবন জঘন্য ঘৃণ্য স্বচ্ছন্দ বিলাসে।
জানিনা কিরূপে, কি উপায়ে, কতদিনে,
হইবে কমলমীর উদ্ধার ; তথাপি
করিয়াছি পণ ; ধরিয়াছি এই ব্রত—
এ কৌমার-ব্রত, যতদিন এ সাধনা
সিদ্ধ নাহি হয়।

জয়। তাহে কি বাধা বিবাহে ?

তারা। সর্ব্বেব বাধা—এ বিবাহই রজ্জুসম
বাঁধে হস্তপদ সর্ব্ব উচ্চ সাধনার।
প্রেম বিলাসীর স্বপ্ন, সাধকের নহে।
জাগেনা বেণুর স্বরে নিদ্রিত যে জন ;
তূরীধ্বনি চাই।—ফিরে যাও যুবরাজ !

ভালো বাসিবার মোর অবসর নাই,
যতদিন মাতৃভূমি পরপদানত।

জয়। আমি যদি উদ্ধারি তোমার মাতৃভূমি?

তারা। বিবাহ করিব।—ভালোবাসি নাহি বাসি,
বিবাহ করিব। [ভাবিয়া] সত্য; বিবাহ করিব।
দিব এ যৌবনরূপ, সতীত্ব নারীর
যাহা কিছু প্রিয়, সব বলি তবপদে;—
বিসর্জ্জন করে যথা ধর্ম্মে, ক্ষুধাতুর,
খাদ্য চুরি করি'; ভাসাইয়া দেয় যথা
মাতা প্রাণাধিকাপ্রিয় কন্যা গঙ্গাজলে।

জয়। উত্তম! শিখিবে ভালোবাসিতে আমারে
বিবাহ করিলে মোরে?

তারা। —জানিনা; তথাপি
দিব এ যৌবনরূপ করিয়া বিক্রয়।
তোমার চরণে, তাহা সম্পত্তি তোমার।

জয়। তাহাই হইবে।

তারা। তবে যাও।—যতদিন
এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ নাহি কর যুবরাজ!
আসিও না ততদিন সমক্ষে আমার।
আস যদি অনিষ্ট ঘটিবে। বুঝিয়াছ?

জয়। বুঝিয়াছি।

তারা। যাও তবে। [প্রস্থান]

জয়। হায় তারা, যত
প্রত্যাখ্যান কর তুমি, তত লিপ্সা বাড়ে
নিরুদ্ধ স্রোতের মত। দেখিয়াছি আমি
শতাধিক নারী ; বশীভূত করিয়াছি
বাক্যে, অর্থবলে। কিন্তু এ হেন রমণী
দেখি নাই কভু।—সমধিক অগ্রসর
হইলে জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুতের মত,
চকিতে নয়ন ; ওষ্ঠ বিকম্পিত হয়
ক্রোধে ; ভয়ে পিছাইয়া যাই। কিন্তু তা'র
প্রত্যেক বচন, ভঙ্গী, কটাক্ষ—লিপ্সার
ইন্ধন যোগায়।—একি আশ্চর্য্য রমণী !
আকর্ষণ করে সমধিক সেইক্ষণে,
যবে সমধিক দেয় দূরে খেদাইয়া।

[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—তমসার অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি।

সারঙ্গ ও তমসা।

তমসা। বুঝেছ ?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। মালবের নবাব যোগ দেবেন স্বীকার হয়েছেন। তুমি মালবকে বল্‌বে যে, তিনি এসে যদি আমার স্বামীকে একবার বোঝান, তা'লে আরো ভাল হয়।

সারঙ্গ। কিন্তু সূর্য্যমলকে বোঝান এক প্রকার অসম্ভব। তাঁর দৃঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণতা, প্রভুভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ—

তমসা। তাঁর চরিত্র তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, প্রভুভক্ত, স্নেহশীল বটে;—কিন্তু তিনি জলের মত তরল। কখন এদিকে গড়ান, কখন ওদিকে গড়ান।

সারঙ্গ। তবে তিনি সম্মত হ'লেও বিশ্বাস কি?

তমসা। তা'র জন্য ভাবনা নাই। তিনি যদি একবার প্রতিজ্ঞা করেন, তবে তিনি প্রাণ দিয়েও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ব্বেন তা জানি। তবু প্রতিজ্ঞাপত্র দেহের রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে বলো। কি জানি, যেখানে সত্যপ্রিয়তার বিপক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেখানে সত্যভঙ্গ নিতান্ত অসম্ভব নহে।

সারঙ্গ। উত্তম!—কিন্তু জয়াশা নিতান্তই অল্প। তবে রাজা বৃদ্ধ, আর সৈন্য সূর্য্যমলের হস্তে, এই ভরসা। নহিলে—

তমসা। কোন ভয় নাই। কিন্তু এ সুযোগ অতীত হ'লে আর আসবে না।—বুঝেছো?

সারঙ্গ। বুঝেছি।

তমসা। সব কথা মনে থাকবে?

সারঙ্গ। তা থাকবে।

তমসা। আচ্ছা তবে যেতে পারো। জেনো সারঙ্গ, মনে রেখো, [সারঙ্গের স্কন্ধে হাত দিয়া সস্নেহে] তোমার জন্যই এত কর্চ্ছি।

সারঙ্গ। [অধোবদনে] আপনি আমার জন্য এত কর্চ্ছেন কেন?

তমসা। কর্চ্ছি কেন? তোমার জন্য কর্ব্ব না, সারঙ্গ!—ত আর কার জন্য কর্ব্ব?—সারঙ্গ! সারঙ্গ! জানিস্‌নে, তুই আমার কে?—না এখনো না। কাজ সিদ্ধ হ'লে বল্‌ব। তোকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তবে বল্‌ব।—সে কথা বড় প্রাণের, বড় গভীর, বড় গোপনীয়।—এখন যাও। [বেগে প্রস্থান]

সারঙ্গ। অদ্ভুত! ইনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী—তা জানি। কিন্তু কেন? আর এতদূর! মাঝে মাঝে ঘোর সন্দেহ হয়।—এতদূর! [চিন্তিতভাবে প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—তারার শয়নকক্ষ। কাল—রাত্রি।

একাকী জয়মল।

জয়মল। আসিয়াছি নিশীথে প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশে
তারার শয়নাগারে। জানিনা তথাপি

তারার সম্মতি। একি অন্ধ দুঃসাহস!
তবে কি আশায় আসিয়াছি সঙ্গোপনে
তাহার নিভৃতকক্ষে, নাহি পূর্ণ করি,'
প্রতিজ্ঞা আমার? তোড়া করিব উদ্ধার
কিরূপে? কোথায় সৈন্য? অনুরুদ্ধ পিতা
লিখিলেন স্পষ্টাক্ষরে "অন্যে কি করিবে
যা'র কার্য্য সে যদি ঘুমায় নিরুদ্বেগে?"
তারারে দেখাইলাম সেই রূঢ় লিপি;—
"অত্যুত্তম! যাও তবে; আসিওনা আর!"
কহিল সগর্ব্বে তারা!—কি কহিবে তারা
আমারে দেখিবে যবে?—ফিরাইবে মুখ?
করিবে ভর্ৎসনা? দূরে খেদাইয়া দিবে?
তাহাই সম্ভব!—অতি দৃঢ় স্পষ্টভাষে
কহিয়াছে সে, যে ভালোবাসেনা আমায়।
—না না, ভালোবাসে তারা। কে জানে? কে বুঝে
নারীর হৃদয়? নিত্য বিরোধ তাহার
কার্য্যে ও বচনে; ভালোবাসেনা বলিলে
বুঝিতে হইবে ভালোবাসে। হায় নারী!
তোমার জীবন এক কি প্রকাণ্ড ছল!
কি মধুর মিথ্যাবাদ,—বাহু প্রসারিয়া,
আহ্বান করিয়া, পরে দূরে সরে' যাও
মায়া মরীচিকা সম।—যা হবার হবে।

যখন হয়েছি অগ্রসর এতদূর,
যাইব না—না দেখিয়া শেষ ! ভালোবাসে
নাহি বাসে, ছাড়িব না তার আশা । ছলে,
বলে কি কৌশলে, বশ করিব তাহারে ।
—থাকি লুক্কায়িত এই দ্বার-অন্তরালে ;
ওই আসে তারা, কথা কহিতে কহিতে
তাহার দাসীর সঙ্গে ।—এখন লুকাই ।

[লুক্কায়িত]

[তারা ও পরিচারিকার প্রবেশ]

তারা । মাতার আদেশ ! রামা ! কহিও মাতারে,
বিবাহ করিবে তারা জয়মলে ; যদি
তাঁহার আদেশ ইহা । কহিও তথাপি,
ভালো নাহি বাসি জয়মলে । কহিয়াছি
স্পষ্টাক্ষরে তারে ।

পরিচারিকা । ভালোবাসিতে শিখিবে ।

তারা । কখন না । তার ক্ষুদ্র ভয়সঙ্কুচিত,
খল, নীচ চিত্ত ভালোবাসিতে শিখিব ?
তার চেয়ে শীঘ্র ভালোবাসিতে শিখিব
পথের কুক্কুরে কিংবা বনের শৃগালে ।

পরিচারিকা । রাজপুত্র তিনি—

তারা । তবু ঘৃণা করি তারে ।

পরিচারিকা । তিনি ভাবী রাজা মেবারের—

তারা। মন্দগ্রহ
অতি মেবারের।—তবু ঘৃণা করি তারে—

পরিচারিকা। এই স্থির ?

তারা। এই স্থির। যাও জননীরে
কহিও একথা।—কর স্তিমিত প্রদীপ।
—উত্তম। এখন যাও।

[কথাবৎ কার্য্য করিয়া পরিচারিকার প্রস্থান]

তারা। [দ্বার রুদ্ধ করিয়া গবাক্ষের নিকট গিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া] গভীর রজনী!
ক্লান্তদেহ পরিশ্রান্ত। বহিছে বাতাস
প্রবল বৈশাখী। স্তব্ধ ধরণী। অদূরে
বনগ্রাম মগ্ন অন্ধকারে। নীলাকাশে
মেঘখণ্ড নাই ; শুদ্ধ জ্বলিছে প্রদীপ্ত
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ যৌবন উদ্যমে।
—ঘুমাই। [শয়ন] না। ঘুম নাহি আসে।—চিত্তে ভাবি
পিতার নিগ্রহ, নিত্য মাতার আক্ষেপ।
কেন মাতা তিরস্কার করেন পিতারে
বারংবার ?—বুঝেন না তিনি এ লাঞ্ছনা
বাজে কত পিতৃবক্ষে। চক্ষে ঘুম আসে। [নিদ্রিত]

জয়। ঘুমায়েছে তারা। এতক্ষণ সঙ্গোপনে
শুনিয়াছি আত্মনিন্দা। সত্য যদি তাহা,
তিক্ত তবু। প্রতিশোধ লইব ইহার!

দ্বাররুদ্ধ কি না দেখি। [দ্বার পরীক্ষা করিয়া]
দ্বাররুদ্ধ বটে। [নিকটে যাইয়া পর্য্যবেক্ষণ]
[দন্তঘর্ষণ সহ] এখন !—সুন্দরী বটে ! নিখুঁত সুন্দরী !
কিবা চক্ষু ! কি ভ্রূ ! আহা ! কেশগুচ্ছ কিবা
ন্যস্ত উপাধানে ! কিবা বর্ণ ! কিবা দেহ,—
আয়ত বলিষ্ঠ দৃঢ় অথচ কোমল।
এক হস্ত ন্যস্ত গণ্ডতলে, এক হস্ত
বিলম্বিত শূন্যে। কিবা স্ফূরিত অধর—
সরস রক্তিম, যেন মাগিছে চুম্বন,
নিষ্ফল লজ্জায় প'রে উঠেছে রাঙিয়া ;
উঠে নামে বক্ষঃস্থল--আলিঙ্গন মাগি'
যেন অগ্রসর, পরে যাইছে ফিরিয়া
দীর্ঘশ্বাসি' হতাশ্বাসে।

তারা। [চমকিয়া উঠিয়া] কে তুমি ?

জয়। [সচকিতে] প্রেয়সী
আমি জয়মল দাস শ্রীচরণে।

তারা। [দাঁড়াইয়া] তুমি !
এখানে ! নিশীথে !

জয়। প্রিয়ে !—

তারা। [দৃঢ়স্বরে] বুঝিয়াছি ! যাও।

জয়। যাইব না হইয়া নিষ্ফলমনোরথ
—তারা ! [অগ্রসর হইলেন]

তারা । নীচ ! ভীরু ! কাপুরুষ !—লজ্জা নাই ?
পশিয়াছ কুমারীর শয়ন-মন্দিরে,
নিশীথে চোরের মত ? শ্লীলতাও নাই ?

জয় । হারায়েছি জ্ঞান তারা ! [পদতলে পতিত]

তারা । [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] হারাইবে প্রাণ,
যদি দীর্ঘ কর তব ঘৃণ্য উপস্থিতি ।

জয় । [উঠিয়া] কি করিবে তারা ? রুদ্ধ করিয়াছি দ্বার ।

তারা । রুদ্ধ করিয়াছ দ্বার ? ভাবিয়াছ তাই
নিরাপদ তুমি ? বটে ! অতি স্পর্দ্ধী তুমি ।
একা তারা—যুবরাজ !—শত জয়মলে
চরণে দলিতে পারে পিপীলিকা সম ।
—মূঢ় ! যাও চলি,' যদি প্রাণে মায়া থাকে ।

জয় । পূর্ণকাম হ'য়ে যাব । [কোমল স্বরে] এবার রূপসা
ফাঁকি দিতে পারিবে না আমারে । [হস্তধারণ]

তারা । [হাত ছাড়াইয়া শয্যার নিম্ন হইতে তরবারি লইয়া] অধম !
এতদুর স্পর্দ্ধা ! স্পর্শ কর !—এতদুর
সাহস ?—ক্ষত্রিয় তুমি ? বাপ্পার সন্ততি ।
বলিতেছি দূর হও, নতুবা মরিবে ।

জয় । [ত্রস্তভাবে পলায়নোন্মুখ হইয়া]
শান্ত হও নারী ! তব কৃপাণের চেয়ে
ভয়ঙ্কর তব ওই স্ফুলিঙ্গ নয়নে ।

শান্ত হও। এ মুহূর্ত্তে যাইতেছি আমি।

[দ্বারমুক্ত করিলেন]

[আলোক ও পিস্তলহস্তে শূরতানের প্রবেশ]

শূর। এ ঘোর নিশীথে, কে ও আমার কন্যার
শয়ন-মন্দিরে ?

তারা। মেবারের রাজপুত্র
জয়মল।

জয়। পথ ছাড় যাইতেছি চলি'।

শূর। যাইবে ? কন্যার কক্ষ কলুষিত করি'
কোথায় যাইবে ? আমি দরিদ্র পতিত,
সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পদাহত ; তবু আমি
রাজা, তারা রাজকন্যা ; তারে সাধ্য কা'র
করে অপমান ?—হোক্ মেবারের রাজপুত্র—
তারে কলঙ্কিত করি' যাইবে না ফিরে
সজীব স্বগৃহে।

জয়। [কম্পিতস্বরে] ক্ষমা কর।

শূর। শিখি নাই
ক্ষমা।

তারা। ছেড়ে দাও পিতা পলায়নোন্মুখ
ভয়ার্ত্ত নিরস্ত্রজনে। ক্ষাত্র প্রথা নহে
ইহা।

শূর। ঘৃণ্য চোরসম যে প্রবেশ করে

পৌরগৃহে রাত্রিকালে, সে ক্ষত্রিয় নহে ।
তার সঙ্গে পালনীয় নহে ক্ষাত্রপ্রথা ।
সে তস্কর মাত্র ।　তস্করের দণ্ড দিব ।
—জয়মল ! দাঁড়াও সম্মুখে ।

জয় ।　[জানু পাতিয়া] ক্ষমা কর ।
আর আসিব না ।

সূর ।　চোর ! দাঁড়াও সম্মুখে ।

[গুলি করিলেন]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।

রাণা ও সূর্য্যমল।

বায়মল। মরিয়াছে জয়মল। ভ্রাতা পূর্ব্বে আমি
শুনিয়াছি সেই বার্ত্তা।

সূর্য্য। কহ নাই কভু
সে কথা আমারে ?

রায়। কহি নাই কি কহিব ?
কহিবার নহে সেই কলঙ্ক কাহিনী।
শুনিলাম যবে তাহা—অমনি, লজ্জায়
রক্তিম, আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল ;
মেবারের রাজবংশে অমনি কে যেন
কালিমা ঢালিয়া দিল।—এত কাপুরুষ
বাপ্পার সন্ততি ! রায়মলের কুমার ! ! !
—এত নীচ ! ! ! অহো ধিক্—[মুখ ঢাকিলেন]

সূর্য্য। হায় জয়মল !

রায়। কহিও না "হায় জয়মল" ! লভিয়াছে
যোগ্য শাস্তি সে অধম।

সূর্য্য।　　　কেন মহারাজ ?

রায়।　　যে দুরাত্মা কলঙ্কিত করিবারে চাহে
কুমারীর শুভ্রশয্যা ; হেঁট করে নিজ
বংশের গৌরব ; করে লাঞ্ছনা নির্ভয়ে
দুর্ভাগ্য পতিতজনে ; যোগ্য দণ্ড তা'র
মৃত্যু। তা' দিয়াছে শূরতান।—দুঃখ এই
দিতে নাহি পারিলাম মৃত্যুদণ্ড তা'র
স্বহস্তে আমার।

সূর্য্য।　　　নাহি লবে প্রতিশোধ ?

রায়।　　প্রতিশোধ ? সূর্য্য ভালো মনে করিয়াছ।
লব প্রতিশোধ ! লব এই প্রতিশোধ,—
আমার রাজত্বখণ্ড দিব প্রতাড়িত
লাঞ্ছিত সে শূরতানে ;—এই প্রতিকার
সন্তানের দুষ্কৃতির, সাধ্য যতদূর
পিতার—করিব আমি।—যাও সূর্য্যমল !
মন্ত্রীরে পাঠাও রাজমন্ত্রণা ভবনে,
এক্ষণে।　　　[প্রস্থান]

সূর্য্য।　　　মহৎ অতি চরিত্র তোমার।
কিন্তু—কিন্তু—এতদূর—ভাবি নাই কভু।
[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—আরাবলীর সানুদেশ। কাল—প্রাহ্ণ।

একাকী সঙ্গ।

সঙ্গ। কোথায় মেবার রাজ্য—কোথায় সুদূরে
এই ক্ষুদ্র গ্রাম আরাবলীপদতলে।
দূরে নদী বহে; ঊর্দ্ধে চাহে ঘননীল
উদার আকাশ; নিম্নে শ্যামল ধরণী;—
চরে তাহে মেষপাল, দেখিতেছি তাহা—
আলেখ্যে চিত্রিত, যেন গিরিশৃঙ্গ হতে।
আমি মেষপালক এক্ষণে। মন্দ নহে;—
রাজপুত্র সঙ্গ আজি গোমেষ-রক্ষক
এ দরিদ্র কৃষকের। কে বলিবে আমি
রাজপুত্র?—যেই সাজে সাজিয়াছি আজি,
আপনারে আপনিই চিনিতে না পারি।
—নিয়তির চক্র!—মন্দ নহে এ জীবন।
তবে বড় শীত লাগে শীতে; গ্রীষ্মকালে
প্রখর রৌদ্রের তাপ সহ্য নাহি হয়।
কালে সহ্য হইবে।—আশ্চর্য্য! মনুষ্যের
জীবন ধারণ জন্য এতই সামান্য
প্রয়োজন!—খানি দুই দগ্ধ রুটি খাই।

—তাহাতেই দিন চলে' যায় ।—কি ভীষণ
ওই গিরিগুহা । কি সুন্দর নির্ঝরিণী—
এই ভয়াবহস্থানে ;—দৈত্যের সহিত
বিবাহিত যেন কোন কৃশাঙ্গী অপ্সরা ।

বনদেবীগণের গীত ।

একি শ্যামল সুষমা, মধুময় বিশ্ব শিশির ঋতু অন্তে ;
নবঘনপল্লবকোকিলমুখরনিকুঞ্জসুমধুরবসন্তে ।
সুন্দর ধরণী সুন্দর নীল সুনির্ম্মল অম্বর ভাতি,
অরুণকিরণঅনুরঞ্জিত তরুণ জবাবনমালতিজাতি ।
একি স্নিগ্ধ সুললিত বহে তনু শিহরি' পবন মৃদুমন্দ ;
একি স্বপ্নবিজড়িতপদে পড়ি' মূর্চ্ছিত কুসুমসুগন্ধ .
কার মুখচ্ছবি অরুণ কিরণ সহ হৃদয়ে উঠিছে ধীরে ;
কার নয়নদুটি অঙ্কিত করিছে চম্পক সরসী নীরে ।
আনে কার স্পর্শসুখস্মৃতি মলয়জ করি' অনুকম্পা ;
কার হাস্যটুকু করি' পরিলুণ্ঠন গর্ব্বিত বিকশিত চম্পা ;
কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্ম্মরতানে ।

সঙ্গ । সেই মুখখানি মনে আসে ; অবিরত
তার মধুমাখা বাণী—কর্ণে বাজে ! চাহি
ভুলিতে তাহারে কই ভুলিতে পারিনা ।
তারা !—না, ভুলিব তারে, নিশ্চয় ভুলিব ।
এতটুকু বল নাই ? ইচ্ছা শক্তি নাই
তবে কেন পশু হ'য়ে জন্মি নাই ? তবে,

কোন্ স্বত্বে ধরিয়াছি মনুষ্য শরীর ?
ভুলিব তাহারে ; আমি ভুলিব নিশ্চয়।

[কৃষকের প্রবেশ]

কৃষক। তোর দিয়ে মোর কাম চল্‌বে না।

সঙ্গ। কেন ?

কৃষক। তু ভেড়া চরাবি কি ? দুপুর রদ্দুরে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ভাবিস্।—না ?

সঙ্গ। [ছল ছল নেত্রে] হাঁ ভাবি।

কৃষক। আবার তু শুন্তে পাই যে রাতে লুকিয়ে বহি পড়িস্।

সঙ্গ। হাঁ পড়ি।

কৃষক। তা হলে কাম চল্‌বে কি করে' ? তার উপরে তু বসে' বসে' কেবল তুই রুটি খাস্। না ?

সঙ্গ। [অন্যমনস্কভাবে] হাঁ রুটি খাই।

কৃষক। আবার এমন লম্বা লম্বা কথা কহিস্ যে মুই সমজ্যাতে পারি না। তোরে বক্‌লে এমনি হাঁ করে' চেয়ে থাকিস্ যে তোবে বক্‌তে দুক্ক হয়। না তোরে আমি আর রাখ্‌ব না। তু মাহিনা নিয়ে বিদেয় হ।

সঙ্গ। যে আজ্ঞা। [কুর্নিস করিয়া প্রস্থান]

কৃষক। বাঃ ! এ ত বেশ মজার নোক দেখ্‌ছি। নকরি ছাড়িয়ে দিলাম,—ত সটাং বল্লে ,"যে আজ্ঞে" ! বেটা যেন রাজপুত্তুর—দেখি লোকটাকে বুঝিয়ে দেখি, যদি থাকে। লোকটা ভালো !

[কৃষকরমণীর প্রবেশ।]

কৃষকরমণী। তুমি অমনি ধাঁ করে' নোকটাকে ছাড়িয়া দেলে!

কৃষক। হাঁ দেলাম! তাই হয়েছে কি!

কৃষকরমণী। এখন আবার নোক দেখ!

কৃষক। তা ছাথ্‌বো! তাই কি!

কৃষকরমণী। কি আবার!—এমন নোক কোথা থেকে পাও দেখি।

কৃষক। কেমন নোক।

কৃষকরমণী। এই এমন খাসা নোক!

কৃষক। তা খাসা নোক পৃথিবীতে বুঝি ঐ একটাই জম্মেছেল?

কৃষকরমণী। আহা এমন শিষ্ট শান্ত—মুখে রা টি নেই। আর মুখখানিই বা কি! যেন ছাঁচে ঢালা! মরি মরি কি পটল চেরা চোখ! যেন সর্ব্বদাই ছলছল কচ্ছে গা।

কৃষক। ওরে আবাগীর বেটী! তোর ওর সঙ্গে আসনাই ছেল বোধ হচ্ছে। আমি ভাবছেলাম বটে যে নোক টাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাখি। কিন্তু এখন—ওকে শুধু ছাড়িয়ে দেবো? ওকে কুরুল মেরে বিদেয় করে' দেবো। দাঁড়া, আমি এক্ষণি ওর ভূত ঝাড়িয়ে দিচ্ছি।

[সবেগে প্রস্থান]

কৃষকরমণী। ওমা মোর কি হবে গো! ওগো এমন রাগ ত কখন ছাথিনি গো! ওগো, বাছা বড় ভালো মানুষ, ওকে মেরোনা গো ওকে মেরোনা। ভালোয় ভালোয় বিদেয় করে' দাও। [পশ্চাদ্ধাবন]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—প্রভাত।

পৃথ্বী ও বণিক।

পৃথ্বী। স্থাপিয়াছি নবরাজ্য স্বীয় বাহুবলে।
দেখায়াছি পিতারে এ দেহে, এ শোণিতে,
বংশের মর্য্যাদা ভিন্ন আরো কিছু আছে।
বর্ব্বর মীনের রাজ্য এই বাহুবলে
করিয়াছি করায়ত্ত। ভ্রমে রাজপুত
নাড়োলে নির্ভয়ে আজি।

বণিক। সত্য প্রিয়বর।

পৃথ্বী। পঞ্চ অশ্বারোহী সহ আসিয়াছিলাম
এ রাজ্যে, এখন পঞ্চ সহস্র সেনানী
আমার প্রভুত্ব মানে।

বণিক। [স্বগত] হায় এ বীরত্ব
যদ্যপি হইত নম্র!—এ জগতে হায়
নাহি হয় কেহ বাস্তবিক একাধারে
সর্ব্ব গুণান্বিত।

[দৌবারিকদ্বয়ের প্রবেশ]

পৃথ্বী। কি সংবাদ দৌবারিক?

দৌবারিক। মহারাজ

আসিয়াছে এক বার্ত্তাবহ এইক্ষণে
মেবারের রাজ্য হতে প্রভুর সমীপে।

পৃথ্বী। মেবারের রাজ্য হতে ? নিয়ে এস তারে।

[দৌবারিকের প্রস্থান]

পৃথ্বী। মেবারের রাজ্য হ'তে ? কি কহ বণিক ?
কি বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে বার্ত্তাবহ ?

বণিক। বুঝিতে না পারি।

[পত্রবাহের প্রবেশ ও অভিবাদন]

পৃথ্বী। তুমি আসিয়াছ দূত !
মেবারের রাজ্য হ'তে ?

দূত। আমি আসিয়াছি
মহারাজ ! মেবারের রাজ্য হ'তে।

পৃথ্বী। শুনি,
এনেছ কি বার্ত্তা ?—পিতা আছেন কুশলে ?

দূত। কহিবে এ পত্র তাহা।

পৃথ্বী। দাও পত্র খানি।
[পত্র গ্রহণ ও পাঠ] আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

বণিক। [সকৌতূহলে] কি সংবাদ ? প্রিয়বর !
জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?

পৃথ্বী। বন্ধুবর ! পিতা
লিখিয়াছেন এ পত্র, আহ্বান করিয়া
আমারে মেবার রাজ্যে।

বণিক। সহসা!—কারণ?

পৃথ্বী। কারণ? কারণ মৃত ভ্রাতা জয়মল।

বণিক। জয়মল মৃত? হেন সহসা? কিরূপে?—

পৃথ্বী। [বণিককে] পড় এই পত্রখানি [পত্র প্রদান]

[দূতকে] যাও দূত! কর

বিশ্রাম বিরামগৃহে; অপরাহ্নে এই

পত্রের উত্তর দিব।

দূত। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[সাভিবাদন প্রস্থান]

বণিক। অত্যাশ্চর্য্য বার্ত্তা!—তবে তুমি এইক্ষণে

মেবারের যুবরাজ?

পৃথ্বী। আমি যুবরাজ।

তথাপি না চাহি, বন্ধু, সে সম্পদ আমি!

গড়িয়াছি নিজ রাজ্য স্বীয় বাহুবলে।

বণিক। যাইবেনা চিতোরে ফিরিয়া?

পৃথ্বী। কদাপি না!

বণিক। অতীব বিস্ময়কর এ প্রেম কাহিনী!

শূরতান কন্যার এ প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত—

"বিবাহ করিবে তারে সে বীররমণী

যেই উদ্ধারিবে তা'র প্রিয় মাতৃভুমি।"

—হেন পণ, বন্ধুবর!—শুনিনাই কভু,

কলিকালে করিয়াছে কোন স্বয়ম্বরা।

পৃথ্বী। কিরূপ সে নারী জানো বন্ধু ?

বণিক। অনুপমা।

পৃথ্বী। তাহার কি নাম ?

বণিক। "তারা।" তারার মতই
অন্য নারী হ'তে উর্দ্ধে স্থিতা, জ্যোতির্ম্ময়ী।

পৃথ্বী। উত্তম ! আমিই তবে করিব ভ্রাতার
নিষ্ফল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ! আমি উদ্ধারিব
তোড়া।

বণিক। বুঝিয়াছি। তাহা যদি কর সথে,
লভিবে অতুল কীর্ত্তি বিশ্বে ; তদুপরি
লভিবে রমণী এক—অতুল জগতে।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। আগত মধ্যাহ্ন প্রভু।

পৃথ্বী। সত্য নাকি ! চল।
—[ফিরিয়া] আসিও পরশ্ব বন্ধু।

বণিক। উত্তম ,আসিব।

[উভয়ের বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সিরোহী রাজার বিলাস গৃহ। কাল—রাত্রি।

পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীগণ।

১ পারিষদ। রাজা কোথায় হে? এখনো যে সে বেটার দেখা নেই।

২ পারিষদ। [মদিরাজড়িত স্বরে] সে বেটা কোন্ খানায় পড়ে' আছে আর কি!

৩ পারিষদ। বেটা কখন্ যে কোথায় থাকে তার কি ঠিক আছে!

৪ পারিষদ। কোথায় যে থাকে না তা কিন্তু খুব ঠিক আছে।

১ পারিষদ। কোথায় হে?

৪ পারিষদ। নিজের অন্তঃপুরে। মাসের মধ্যে তিনি গড়ে এক দিন' সে দিকে যান।

৩ পারিষদ। আহা রাণী বেচারীর কি কষ্ট!—চিতোরের রাণার মেয়ে!

৪ পারিষদ। আহা বড় ভাল মেয়ে! দেখ্‌লে ত সে দিন।

১ পারিষদ। আহা!

২ পারিষদ। তোমাদের যে তার জন্যে শোক-সাগর উথলে উঠলো! [নর্ত্তকীদিগকে] গাও গাও—তোমরা গাও— আমোদের সময় আমোদ কর।

নর্ত্তকীগণের গীত।

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া;
বাহিরে শিশিরঅশ্রুনয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।

—ভিতরে আলোকশিখা চারিদিকে, ঠিকরিয়া পড়ে মুকুরে, স্ফটিকে ;
—বাহিরে পড়িয়া অসীম আঁধার—বনপ্রান্তর ঘন আবরিয়া।
উছলে কক্ষে সঙ্গীতরব নৃত্যলহরী, রহিয়া রহিয়া ;
— সুদূর সলায় নিঠুর শীতের কঠোর বাতাস যাইছে বহিয়া ;
তোরণস্তম্ভশিরে দোলে যবে গোলাপমালিকা কুলটাগরবে ;
—বিজন বিপিনে নিভৃত নীরবে তিমিরে শেফালি পড়িছে ঝরিয়া।

১ পারিষদ। বাঃ বাঃ এ গানটা আমাদের রাজারাণীর অবস্থার অতি সুন্দর টীকা।

২ পারিষদ। —একেবারে মল্লিনাথ !

৩ পারিষদ। কি ! কি বল্লে হে ? "তিমিরে শেফালি পড়িছে ঝরিয়া"—না ?

৪ পারিষদ। বাঃ অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর !

২ পারিষদ। আরে রেখে দাও—এ রকম যায়গায় তোমার ও বেদব্যাস ভালো লাগে না !—একটা ভালো গান গাও।

১ পারিষদ। এ গানটা বুঝলিনে ? বেটা কুলাঙ্গার ?

২ পারিষদ। আর তুই বাপের ভাবি সুপুত্র ! একেবারে কুল আলো করে' বসে' আছিস্ বেটা।

৩ পারিষদ। আরে চটো কেন ?

২ পারিষদ। দেখ দেখি ! মিশ্‌ছেন ত এই দলে, মোসাহেবী কচ্ছেন ত এক অপগণ্ড রাজার—আবার ছড়াচ্ছেন ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়। আমরা উচ্ছন্ন গিইছি স্বীকার করি। এঁরা সব উচ্ছন্নও যাবেন আবার দেখাবেন যেন এঁরা

এই সেদিন হোল ঋষ্যশৃঙ্গমুনির টোল থেকে বেরিয়েছেন।—ঝেঁটা মারো।

১ পারিষদ। ঘাট হয়েছে বাবা। বেনাবনে আর মুক্তা ছড়াচ্ছিনে!

১ পারিষদ। ওহে রাজা আস্‌ছে,—রাজা আস্‌ছে।

[প্রভুরাওর প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন]

প্রভু। [নর্ত্তকীদের প্রতি অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া] এরা এখানে কেন? বেরো বেটীরা। বেরো!

পারিষদবর্গ। বেরো বেরো। [নর্ত্তকীদিগের প্রস্থান]

প্রভু। [ক্ষণেক পাদচারণ পরে] শোন তোমরা সব শোন।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

প্রভু। পৃথ্বীরাও করেছে কি? তার গুণ গান করে' আমার রাজ্যে সকলে যে একটা হাট বসাবার যোগাড় করেছে, সে পৃথ্বীরাও করেছে কি?

পারিষদবর্গ। —তা বৈ কি! করেছে কি মহারাজ?

প্রভু। তবে বল্‌বো? বল্‌বো? বল্‌বো?

পারিষদবর্গ। হাঁ বলুন বলুন বলুন।

প্রভু। নাঃ বল্‌বো না।

পারিষদবর্গ। না আর বলে' কাজ নেই, আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি।

প্রভু। বুঝ্‌তে পেরেছ কি রকম? কি বুঝেছ বল দেখি।

পারিষদবর্গ। [পরস্পরকে] হাঁ বলত কি বুঝেছ বলত।

প্রভু। কিছুই বুঝ্‌তে পারো নি।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে মহারাজ, ভেবে চিন্তে দেখলাম যে কেউ কিচ্ছুই বুঝ্‌তে পারিনি।

প্রভু। তা পারোনি তা আমি আগেই জেনেছি। তবে শোন বলি।

পারিষদবর্গ। শোন শোন, মহারাজ বল্‌ছেন।

প্রভু। শোন সে পৃথ্বীরাও—যে আমার শ্যালক—তার বড়ভাগ্যি যে সে আমার শ্যালক—

২ পারিষদ। বেজায় ভাগ্যি। মহারাজের শ্যালক হওয়া অনেকের ভগিনীপতি হওয়ার ধাক্কা।

প্রভু। সে গোটাকতক নেড়েকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে। [প্রথম পারিষদকে]—কি বলহে।

১ পারিষদ। তা বৈ কি তবে। তবে—

প্রভু। চোপরহো।

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো।

প্রভু। সে আর শক্ত কি ! গোটাকতক নেড়েকে হারিয়েছে। শক্ত কি ?

পারিষদবর্গ। তা বৈকি !—শক্তটা কি !

প্রভু। সে নেড়ে গুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করা শক্তটা কি ? হ্যাঁ, যদি প্রভুরাওকে হারাত তবে বুঝ্‌তাম।

পারিষদবর্গ। হাঁ তা'লে বুঝ্‌তাম বটে।

প্রভু। হাঁ আসুক দেখি আমার সঙ্গে।—আমি একবার একটা যুদ্ধ করেছিলাম জানো ?

৩ পারিষদ। আজ্ঞে না। মহারাজ যে কখন যুদ্ধ করেছিলেন তা ত শুনি নি :—কবে ?

প্রভু। এই চোপরহো—

পারিষদবর্গ। এই চোপরহো—এই চোপরহো না।

প্রভু। কবে?—সে খোঁজে দরকার কি? যুদ্ধ করিছিলাম। সে কথা সকলেই জানে। [৪ পারিষদকে] কি বল —তুমি শোন নি?

৪ পারিষদ। তা মহারাজ যখন আজ্ঞে করেছেন, তবে অবশ্যই শুনিছি। তবে কিনা ঠিক মনে হচ্ছে না।

প্রভু। [চোপ্‌রহো]

পারিষদবর্গ। [সতেজে] চোপ্‌রও।

প্রভু। যুদ্ধ করিনি বটে। কিন্তু ইচ্ছে কল্লে কি আর পার্ত্তেম না?

পারিষদবর্গ। ইঃ তা কি পার্ত্তেন না?

প্রভু। মনে কল্লে—বীর হওয়া কি? লেখক, বক্তা, গাইয়ে, যা খুসী তাই হতে পার্ত্তাম। তবে কি না—তবে, কি না —গোড়ার বাঁধুনিটা একটু আলগা হয়েগিয়েছিল, এই যা!

পারিষদবর্গ। হাঁ এই যা।

গীত।

বাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ;
আর সঙ্গীন খাড়া দেখ্‌লেই মনে লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তরোয়াল দেখ্‌লেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ;
তাই বাক্যে বীরই হোয়ে রৈলাম আমি চটে, মটেইত—
তা নইলে খুব এক বড়—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা।" শুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা নইলে বেশ এক ভাল—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌লেই অক্ষরগুলো গড়মিল হয় যে সবই ;
আর ভাষাটাও তা ছাড়া মোটেই বেঁকে না রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয়নাক সে সাড়া ;
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হোয়ে রৈলাম আমি চটে মটেইত,—
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম্ রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু কিন্তু দাঁড়ালেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলিএ এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাব গুলি হে ;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে ;
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে' মটেইত ;—
তা নইলে খুব এক ভারি—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

রাজা। দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক' সামান্য বিশেষ ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চোলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগ ও বুঝি একটা যেও সেও ;
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটী আমায় দিলে নাক' কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে' মটেইত ;—
তা নইলে—বুঝ্‌লে কি না,—

পারিষদবর্গ। "হাঁ তা বটেই ত তা বটেই ত।"

[চন্দ্ররাওর প্রবেশ]

১ পারিষদ। একি চন্দররাও যে ভোরের সময় উদয় ?

চন্দ্র। মহারাজ ! এক ভারি জবর খবর এনেছি।

২ পারিষদ। কেলেঙ্কারি ত ?

চন্দ্র। ভারি কেলেঙ্কারি ! শূরতানের একটা মেয়ে আছে, তারে জানেন ত ?—মহারাজ খবরটা শুন্‌ছেন ?

প্রভু। হাঁ শুন্‌ছি।—হাঁ হাঁ তার পর !

চন্দ্র। তার শোবার ঘরে রাণার ছোট ছেলে জয়মলের মৃতদেহ পাওয়া যায়—

৩ পারিষদ। পুরোনো খবর।

চন্দ্র। আরো আছে। শোন না।

পারিষদবর্গ। শোন শোন।

চন্দ্র। এই রাষ্ট্র, যে শূরতানই তাকে মেয়ের ঘরে দেখ্‌তে পেয়ে গুলি করে—

৪ পারিষদ। বেজায় পুরোনো!

চন্দ্র। আরে শোন না। রাণা না সেই কথা শুনে—মহারাজের শ্বশুর—তাই শুনে—

প্রভু। —শূবতানকে ধরে' আস্তে সৈন্য পাঠিয়েছে ত। এই ত! —তার আর আশ্চর্য্যটা কি?

চন্দ্র। আজ্ঞে তা নয়।—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—

প্রভু। পিলে ফেটে মারা গিয়েছে। এইত! তা ত যেতেই পারে।

চন্দ্র। আজ্ঞে মহারাজ তাও নয়। রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে,—রাণা না তাই শুনে—শূরতানকে পঁচিশটা পর্গনা দিয়েছে।

পারিষদবর্গ। গুলিখুরি!

প্রভু। হাঁ!—তা কখন হ'তে পারে?

চন্দ্র। আস্থন! মহারাজ! মুকোবালা করে' দেবো। মেবার থেকে মহারাজের কাছে এক দূত এসেছে, সেই বল্লে।

প্রভু। মেবার থেকে দূত? কিসের জন্য?

চন্দ্র। মহারাণীকে না কি নিতে।

প্রভু। মহারাণীকে নিতে!

চন্দ্র। দূত বল্লে চিতোরে জনরব যে মহারাণী এখানে না কি বড় অসুখে আছেন। মহারাজ তাঁর ওপর না কি ভারি অত্যাচার কচ্ছেন।

প্রভু। বটে! তাতে রাণীর বাপের কি! আমার রাণীর উপর আমি অত্যাচার করি, না করি, আমার খুসী! তার কি? আমি ত তার মাইনে করা চাকর নই, যে হুকুম তামিল কর্ত্তে হবে! চলত সে দূতটাকে মেরে বিদায় করে' দিই।—এসত সব, এসত।—

পারিষদবর্গ। সর সর! মহারাজ যাচ্ছেন।

[নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বিদোর; নদীর তীরে বৃক্ষতল। কাল—অপরাহ্ণ।

একাকিনী তারা।

তারা। হোলনা এখনো সিদ্ধ সাধনা আমার।
কত বর্ষ এল গেল। পরপদানত
অদ্যাপি সে মাতৃভূমি! সে পূর্ণ চন্দ্রমা
হইলনা রাহুমুক্ত।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা। রাজপুত্রি! ত্বরা
আসিছেন মহারাজ, সঙ্গে রাজপুত্র
মেবারের।

তারা। রাজপুত্র মেবারের ? সেকি !
কোন্ রাজপুত্র তিনি !

পারিচারিকা। মধ্যম !

তারা। কি নাম ?
পৃথ্বীরাও ?

পরিচারিকা। হবে রাজপুত্রি !—অতদূর
পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত
এখনো আমার।

তারা। তুমি হাসিতেছ কেন ?

পরিচারিকা। "কেন" তা শুনিবে যুবরাজের নিকট। [প্রস্থান]

তারা। কি রূপ ! অপূর্ব্ব আচরণে কিঙ্করীর !!!
—শুনেছি পৃথ্বীর নাম ; কেবা শুনে নাই ?
মহিমামেখলা তাঁর পৃথ্বীর ভূষণ ;
কিন্তু তিনি এ আলয়ে আজি যে সহসা ?
—স্পন্দিত সহসা কেন বামবাহু আজি ?
পরিচয় হয় নাই তাঁহার সহিত।
জানিনা কিরূপ তিনি—দীর্ঘ কিম্বা খর্ব্ব,
গৌরাঙ্গ অথবা শ্যাম ; কৃশ কিম্বা স্থূল ;—

[শূরতান ও পৃথ্বীর প্রবেশ]

শূর। তারা ! ইনি পৃথ্বীরাও। শুনিয়াছ নাম ?

তারা। শুনিয়াছি নাম।
—মেবারের যুবরাজ !

শূর। ইনিই আমার কন্যা তারা !—পৃথ্বীরাও !
এই দীন দরিদ্রের মাথার মুকুট
আমার এ কন্যা তারা।—কন্যা ! শুনিয়াছ
পৃথ্বীরাও উদ্ধারিয়া তোড়া বাহুবলে
পাঠানের হস্ত হতে, আগত আপনি
লইয়া সে বার্ত্তা ?

তারা। তাহা শুনি নাই পিতা।

শূর। মনে আছে তারা সেই প্রতিজ্ঞা তোমার ?

তারা। [সলজ্জ] মনে আছে পিতা।

শূর। —মেবারের যুবরাজ !
স্বীকৃত যদ্যপি তুমি, আশীর্ব্বাদ করি
বরিয়া জামাতৃরূপে।

পৃথ্বী। সম্পূর্ণ স্বীকৃত,
স্বীকৃত যদ্যপি তারা।

শূর। সে ভার আমার !
[হস্তে হস্ত যোগ করিয়া]
দিলাম তারারে পৃথ্বী।—সাক্ষী নারায়ণ !—
সুখী হও তুমি বৎস ! বৎসে সুখী হও। [বজ্রধ্বনি]

পৃথ্বী। একি বজ্রধ্বনি কেন নির্ম্মল আকাশে !

শূর। বিবাহ উৎসব দিন পুরোহিতে ডাকি'
করিব এখনি স্থির।—চল বৎস, তবে,

একক্ষণে, বাহির কক্ষে। [ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া]—উঠিল ঝটিকা।

[পৃথ্বী ও শূরতানের প্রস্থান]

তারা। ইনি পৃথ্বী !!! ভগবান্ মনে শক্তি দাও,
করিতে প্রতিজ্ঞা রক্ষা !—আমি স্বয়ম্বরা,
ক্ষত্রিয় রমণী, নাহি ভঙ্গ হবে কভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ।

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা। কেন হাসিতেছিলাম
বুঝিয়াছ রাজকন্যা এতক্ষণে ?—বর
ধরিয়াছে মনে ?—একি কেন অধোমুখ ?
একি কাঁদিতেছ কেন ?

তারা। না পরিচারিকা।
কাঁদি নাই। কহিওনা মাতারে এ কথা ;
করিতেছি নিষেধ।

পরিচারিকা। কি কথা রাজপুত্রি ?

তারা। কোন কথা নহে। চল জননীর কাছে। [নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—সূর্য্যমল্লের কক্ষ। কাল—রাত্রি।

মালব ও সূর্য্যমল।

মালব। বৃদ্ধ রাজা রায়মল। এক পুত্র তাঁর

জয়মল মৃত; পুত্র সঙ্গ নিরুদ্দেশ;
স্থাপিয়াছে নবরাজ্য পৃথ্বী যুবরাজ
সুদুর কমলমীরে। শুনিয়াছি বীর
করিয়াছে অবহেলা পিতার আহ্বান
ফিরিতে মেবাররাজ্যে। অতীব সহজ
সুসাধ্য মেবার আক্রমণ। তুমি যদি
এক্ষণে সহায় হও, বীরবর, আমি
পরাস্ত করিব রায়মলে অনায়াসে।

সূর্য্য। তাহাতে আমার লাভ?

মালব। তোমারে করিব
মেবারের রাজ্যেশ্বর।

সূর্য্য। রাজ্য নাহি চাহি।
লালিত শৈশবে যাঁর ভ্রাতৃস্নেহে, তাঁর
বিপক্ষে ধরিব অস্ত্র?

মালব। লালিত শৈশবে!
—হা মূঢ়। লালন কে না করে অসহায়
নিরীহ শৈশবে? ইহা ধর্ম্ম প্রকৃতির,
নহে পালকের। বিশ্বে বাঁচিত কি কেহ,
না রহিত যদি এই মঙ্গল নিয়ম?
গাভী বৎসে দুগ্ধ দেয়, বিপদে তাহারে
রক্ষা করে প্রাণপণে; সেই বৎস যবে
গাভী হয়, হয় না সে উৎসুক সতত

স্বকীয় বংসের হেতু? জননীর পানে
দেখেনাও চাহি'। বিশ্বে কে কাহার তরে
ছাড়ে আপনার স্বত্ব?

সূর্য্য। মেবার আমার
স্বত্ব নহে, ম্লেচ্ছপতি।

মালব। কে বলিল নহে?
কে বলিবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠের চেয়ে
শ্রেষ্ঠতর? এক গর্ভে জন্ম উভয়ের।
তোমার শরীর, রায়মলের শরীর
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তারও দুই পদ,
তোমারও তাহাই, বীর! দুই হস্ত তার,
তোমারও কি নাই তাহা? সমান, তোমার
মস্তকে, শোভেনা রাজমুকুট? কি হেতু
সে ভূপতি, আর তুমি শুদ্ধ পুষ্ট হও
কৃপাদত্ত অন্নে তার? ধিক্ বীরবর!
এ বিশ্বে তাহারই স্বত্ব যার বাহুবল।

সূর্য্য। বাহুবল? আমার কি বাহুবল? আমি
সেনাপতি মাত্র, নহে এ সৈন্য আমার।
রাণার এ সৈন্য।

মালব। তিনি আনিয়াছিলেন
সঙ্গে করিয়া কি সৈন্য তাঁর জন্মদিনে?
এ সৈন্যে তোমার আছে সম অধিকার।

কিম্বা সমধিক অধিকার—যে কারণ
সেনাপতি তুমি, রাজামাত্র রায়মল।

সূর্য্য। [চিন্তা সহকারে] না না হইব না আমি বিশ্বাসঘাতক।

মালব। না, রহিবে চিরদিন ভ্রাতৃঅন্নদাস!!!
ভীরু সে, যে রহে পরভৃত্য, যবে তা'র
আছে স্বীয়ভুজে শক্তি।—জাগো বীরবর;
দূর কর এ কলঙ্ক, লও তরবারি;
দেখিবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী চাটুকার সম
তার পক্ষে রহে নিত্য, যে তাহারে আনে
ছিনিয়া স্ববলে।—তুমি পাইতেছ বটে
অদ্য মুষ্টিমেয় অন্ন ভ্রাতার প্রসাদে;
কিন্তু যবে হবে রাজা অন্যে—কে বলিবে—
তাহার প্রসাদ ভিক্ষা সে দিবে তোমারে?

সূর্য্য। কি করিব?—বুঝি অবশ্য সম্ভাব্য ইহা
ফলিবেই বুঝি সেই চারণীর বাণী।
আমি কি করিব? আমি হস্তে নিয়তির
ক্ষুদ্র যন্ত্রমাত্র।—ইহা ঘটিবেই পরে।
[প্রকাশ্যে] তাহাই হউক তবে।

মালব। [সোল্লাসে] স্বীকার?

সূর্য্য। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] স্বীকার।

মালব। না, কর শপথ।

সূর্য্য। [তদ্রূপ] করিলাম অঙ্গীকার;

মালব। [কাগজ বাহির করিয়া] এই অঙ্গীকার পত্র। দেহরক্ত দিয়া
ইহাতে স্বাক্ষর কর।

সূর্য্য। এত অবিশ্বাস ?
এই নেও করিলাম স্বাক্ষর।

মালব। উত্তম !
করিলাম পরীক্ষা যে প্রয়োজনস্থলে
রক্ত দিতে পারো কি না।

সূর্য্য। ম্লেচ্ছরাজ ! আমি
ক্ষত্রিয়।

মালব। ক্ষত্রিয় তুমি ; প্রকৃত ক্ষত্রিয়।
যাও, একত্রিত কর সৈন্য, সেনাপতি !
আমি একত্রিত করি নিজসৈন্যবল।

সূর্য্য। উত্তম !

মালব। উত্তম !—তবে আসি এইক্ষণে।

[মালবের প্রস্থান]

সূর্য্য। মেবারের অধীশ্বর আমি ! ভয় করে
ভাবিতে সে কথা। মেবারের অধীশ্বর !—
উচ্চপদ ! কিন্তু বলি দিতেছি, দিয়াছি
সে উদ্দেশ্যে সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বপুণ্যফল !
—কি উৎসর্গ ! হইতেছি বিশ্বাসঘাতক
ভ্রাতার নিকটে !—করিয়াছি সমুচিত ?
না না, করি নাই। বুঝিতেছি। করি নাই

উচিত। অন্যায় করিয়াছি, বুঝিতেছি
ক্রমে স্পষ্টতর। আমি গভীর অন্যায়
কর্ম্ম করিতেছি। কি করিব ?—করিয়াছি
অন্যায় প্রতিজ্ঞা আজি।—কেন করিলাম ?

[তমসার প্রবেশ]

পূর্ণবাঞ্ছা তব প্রিয়ে।

তমসা। শুনিয়াছি সব,
অন্তরাল হ'তে। তুমি শুন নাই, যবে
কহিয়াছিলাম আমি সে সহজ কথা।
বুঝাইল ম্লেচ্ছপতি আসিয়া,—বুঝিলে
অমনি শিশুর মত।

সূর্য্য। সত্য! বুঝিলাম
অমনি শিশুর মত; তমসা তমসা।
একি করিয়াছি? একি করিয়াছি আমি ?

তমসা। সাধিয়াছ কর্ত্তব্য আপন।

সূর্য্য। না না, আমি
করিব না ঘৃণ্যকর্ম্ম হেন!—কখন না।

তমসা। করিয়াছ, মনে নাই, আপন শোণিতে
স্বাক্ষর প্রতিজ্ঞাপত্র ? সেই জন্য আমি
পরামর্শ পাঠাইয়াছিলাম মালবে
করাইয়া লইতে প্রতিজ্ঞাপত্রখানি
স্বাক্ষর, তোমার রক্তে।

সূর্য্য। [বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে] কি বলিছ নারী!
পাঠাইয়াছিলে এই পরামর্শ তুমি?
—চক্রান্ত! চক্রান্ত!—নারী! কূট রাজনীতি
স্বতঃ ভয়ঙ্করী অতি;—স্ত্রীবুদ্ধি যদ্যপি
তাহাতে প্রবেশ করে, প্রলয় হইবে
রাজ্যে। —একি করিয়াছি! একি করিয়াছি!
করিয়াছি সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, আজি।

তমসা। যাহা করিয়াছ, করিয়াছ; সত্যভঙ্গ
করিবে না তদুপরি, আশা করি নাথ! [হস্তধারণ]

সূর্য্য। যাও, কহিওনা মিথ্যাসোহাগমিশ্রিত
চাটুবাণী। নারীজাতি অত্যুত্তম পারে
করিতে সোহাগভাণ স্বার্থ সিদ্ধি যবে
উদ্দেশ্য তাহার।—যাও, শুনিতে চাহি না!
সত্যভঙ্গ করিব না আমি।—কিন্তু নারী!
আপনারে বিসর্জ্জন দিব এই রণে। [তমসার প্রস্থান]

সূর্য্য। অবশ্য করিব এই যুদ্ধ। কিন্তু দিব
অবসর রায়মলে, করিতে সংগ্রহ
যথাসাধ্য সৈন্য আপনার। বৃদ্ধ অতি,
নিঃসহায় অভিমানী ভ্রাতা রায়মল;
নাহি চাহিবেন তাঁর সর্ব্বগুণাধার
পুত্রের সহায়। আমি বার্ত্তা পাঠাইব
পৃথ্বীরাজে! পরে যাহা করেন ভবানী। [প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

—•—

স্থান—মীনরাজ্য। কাল—জোৎস্না রাত্রি।

পৃথ্বী ও তারা।

তারা। শিখি নাই ভালোবাসা, নাহি জানিতাম
প্রেমের বিজ্ঞান, তুমি শিখায়েছ নাথ
হাতে ধরি'!

পৃথ্বী। আমি গুরু, আমি শিষ্য তব।

তারা। ভাবি নাই—ক্ষমা কর পতি, ভাবি নাই
পারিব বাসিতে ভালো তোমারে কদাপি।
পূর্ব্বে যবে শুনিতাম বীরগাথা তব
পথে চারণের মুখে, ভাবিতাম যদি
তুমি হও পতি মোর, সব সাধ মিটে।
পরে যবে দেখিলাম, লাগিল আঘাত
হৃদয়ে ও মূর্ত্তি হেন বিরূপ কর্কশ;—
ভাবিলাম আপনারে করেছি বিক্রয়।
পরে যত পরিচয় হইল আমার
তোমার সহিত, মুগ্ধ হইলাম তত
উদার চরিতে তব। আজি কায়মনে
তোমার চরণে দাসী তারা।

পৃথ্বী। প্রাণেশ্বরী!

নাহি জানিতাম ছিল কঠিন ভূতলে
এ স্থির চপলা স্নিগ্ধ, এ জ্যোৎস্না জঙ্গমা,
সজীব সৌরভ এই, শরীরী সঙ্গীত।

তারা। জানি, নহে উপচারপদ এই। তুমি
ভালোবাসো মোরে, তাই এ মূঢ় বিশ্বাস।
আমি নহি বিদ্যুৎ কি জ্যোৎস্না কি সঙ্গীত।
আমি মাত্র তারা।—দোষ আছে গুণ আছে।

পৃথ্বী। আমি ত দেখিনা দোষ।

তারা। ভালোবাসা নাহি
দেখে, শুদ্ধ ভালোবাসে! ভালোবাসা ঢাকে
সমুদ্রবারির মত গিরি ও গহ্বরে
সমভাবে; আনে বসন্তের বায়ুসম
কেবল সৌরভ আর কেবল সঙ্গীত।

গীত।

এ হৃদি কুঞ্জবনে তুমি রহহে প্রাণসখা মম জীবনভাতি!
নিখিল শান্ত নব, নিরতি নিভৃত সব, নীরব সে, দিনরাতি।
স্নিগ্ধবসন্তসুসেবিত পুষ্পিত চম্পক বেলা মালতি জাতি।
বিহর তথা মম হৃদয়বিলাসী! শতফুলগন্ধে মাতি;
রহ ঘিরি' মোরে তব ভুজডোরে হে চিরজীবনসাথী;
দিব পিককূজন, মলয়সমীরণ, কুসুমহার দিব গাঁথি'
শয়নতরে দিব শিশিরসুশীতল কিশলয়কোমল এ বুক পাতি'।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য। উপস্থিত পত্রবাহ মেবার হইতে।

পৃথ্বী। মেবার হইতে? দাও ফিরায়ে তাহারে।
তারা। ছিছি নাথ! ফিরাইয়া দিবে বৃদ্ধ তব
পিতার প্রেরিত দূতে, অবমান করি'
তাহারে?—প্রাণেশ!—জানি ইহা অভিমান।
জানি ভালোবাসো তুমি পিতারে; নহিলে
হইত না অভিমান।—কিন্তু অভিমান
রাহুসম গ্রাস করে পূর্ণ চন্দ্রে যদি,
আবার সে রাহুমুক্ত পূর্ণচন্দ্র হাসে।
পৃথ্বী। উত্তম! ডাক সে দূতে।
ভৃত্য যথাদেশ প্রভু।

[প্রস্থান]

তারা। ভালো নাহি বাসো নাথ চিতোরে?
পৃথ্বী। চিতোর
আমারে বাসে না ভালো।
তারা। তোমারে বাসে না
ভালো, কেহ হেন আছে জগতে বল্লভ?

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ! দিয়াছেন এই পত্রখানি
সূর্য্যমল, মহারাজে।
পৃথ্বী। দাও পত্র দূত।

[পত্র লইয়া পড়িয়া বিস্ময় প্রকাশ]

তারা। কি সংবাদ পত্রে?

পৃথ্বী।　　অতি অদ্ভুত সংবাদ !
—যাহা, কভু কোথা ঘটে নাই, ঘটে তাহা,
দেখিতেছি, মেবারের রাজপরিবারে।
পিতৃব্য বিদ্রোহী। সঙ্গে দিয়াছেন যোগ
মজফর ও সারঙ্গ দেব। তিন জন
সমুদ্যত আক্রমণ করিতে চিতোর।
দিয়াছেন সে সংবাদ স্বয়ং বিদ্রোহী,
আমারে করিয়া অনুরোধ, দিতে যোগ
বৃদ্ধপিতৃসহ এই যুদ্ধে।

তারা।　　অত্যদ্ভুত !
যাইবে ?

পৃথ্বী।　　না তারা ! করিবনা পদার্পণ
চিতোরে কদাপি আর।

তারা।　　কি হেতু বল্লভ ?

পৃথ্বী। দিয়াছেন পিতা মোরে বহিষ্কৃত করি'
আপনি চিতোর হ'তে। তদুপরি পিতা
করেন নি আহ্বান আমারে। পিতৃব্যের
নাহি স্বত্ব আহ্বান করিতে !

তারা।　　পুনরায়
অভিমান ?—রহিবে বসিয়া কোন্ প্রাণে,
যখন বিপন্ন বৃদ্ধ পিতা—নিঃসহায় ?
তিনি তব পিতা ; তিনি বৃদ্ধ নিঃসহায় ;—

তাঁর অভিমান সাজে ; কিন্তু তুমি নাথ ! —
পুত্র তাঁর, বীর, পূর্ণ সম্পদগৌরবে ;
এই ক্ষুদ্র অভিমান তোমারে না সাজে।
তোমারে না সাজে হেথা রহিতে এ হেন
মগ্ন সুখে, নিরুদ্বেগে, নিশ্চিন্ত হৃদয়ে,
যখন তোমার পিতা আচ্ছন্ন বিপদে।
—উঠ বীরবর ! উঠ প্রাণাধিক ! উঠ
এ কলঙ্ক কর দূর।—এ ঘন কালিমা
স্পর্শ করিবে না তব শুভ্র যশোরাশি।

পৃথ্বী। তাই হোক্—আর তুমি ?

তারা। যাইব সমরে
পতিসঙ্গে। নাথ!—আমি ক্ষত্রিয় রমণী।

পৃথ্বী। তাহাই হউক! তারা!—তুমি ধন্য নারী।—
তুলিছ গড়িয়া তুমি নিজ হস্তে প্রিয়ে
চরিত্র পৃথ্বীর।

তারা। আমি শুদ্ধ বহ্নিসম
করিতেছি অনাবিল খনিজ কাঞ্চনে।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রাহ্ণ।

একাকী সশস্ত্র রাণা।

রায়মল। বাধিয়াছে সমর। বিদ্রোহী সেনাপতি,
দিয়াছে সমরে যোগ মালবের সনে
সসৈন্যে।—হা সূর্য্যমল! সহিয়াছি আমি
নীরবে উপর্য্যুপরি তিন পুত্রশোক,
একমাত্র প্রাণাধিক কন্যার বিচ্ছেদ;—
কিন্তু এই তব আচরণ,—সূর্য্যমল—
শেলসম বাজিয়াছে বক্ষে! এত ব্যথা
কভু পাই নাই। কি করিলে সূর্য্যমল।
কি করিলে?—এ যে কভু স্বপ্নে ভাবি নাই

[দূতের প্রবেশ]

রায়। কি সংবাদ দূত?

দূত। রাণা! সমূহ বিপদ।
করিয়াছে অধিকার শত্রুদল আসি',
দক্ষিণে বাতুরো পাদ্রি।

রায়। ইহা সত্য কথা ?

দূত। সত্য কথা মহারাজ ! আসিছে এক্ষণে
আক্রমণ করিতে চিতোর। পাতিয়াছে
শিবির গম্ভীরাতীরে।

রায়। স্পর্দ্ধা এতদূব !
কি করিছে আমার সেনানী ?

দূত। পলায়িত
নব সেনাপতি সহ।

রায়। নিয়াছে উৎকোচ।—
চিতোর প্রহরিগণ ?

দূত। রক্ষা করে দ্বার
চিতোরের, পূর্ব্ববৎ।

রায়। অত্যুত্তম ! যাও ! [দূতের প্রস্থান]
স্বয়ং যাইব আমি সমরে প্রত্যূষে।
'কি করিব' ? একাকী মরিব যুদ্ধে, আমি
ক্ষত্রিয়। জানিনা ভয়। মৃত্যু আর আমি
এক ক্রোড়ে মানুষ হয়েছি। নাহি ডরি
মৃত্যুরে। মরিব আজি ক্ষত্রিয়ের মত
চিতোরের রাণার মতই, অসি করে,
যুদ্ধক্ষেত্রে মহানন্দে।—কিন্তু সূর্য্যমল ?
কি করিলে তুমি ?—রক্ষা কর মা ভবানী !—
চক্রীর চক্রান্তগত লুব্ধ সূর্য্যমলে। [প্রস্থান]

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

--:০:—

স্থান—শিবির। কাল—অপরাহ্ন।

একাকিনী তারা।

তারা। বাধিয়াছে ঘোর যুদ্ধ। মরণ কল্লোল
উঠিয়াছে চারিদিকে। দেখিয়াছি আজি,
যাহা দেখি নাই পূর্ব্বে জীবনে কখন,—
গজবাজীমনুষ্য রক্তাক্ত কলেবরে
গড়াগড়ি যায়, ভূমিতলে স্তূপীভূত
একাকার।—শুনিয়াছি—যাহা শুনি নাই
পূর্ব্বে কভু,—শস্ত্রধ্বনি, সমরচীৎকার,
মরণের আর্ত্তনাদ, বিমিশ্রিত ঘোর
অসীম বিকট কোলাহলে। করিয়াছি
যুদ্ধ আজি তুচ্ছ করি' জীবন, প্রবল
বিরাট উৎসাহে। আনিয়াছি বন্দী করি'
এই হস্তে মজফরে আজি।

[প্রহরীদ্বয়ের সহিত শৃঙ্খলিত মজফরের প্রবেশ]

প্রহরী। যুবরাণী!

তারা আমার শিবিরে!
রাখিব বন্দিরে কোথা?
—বীর তুমি মজফর! দিব মুক্ত করি'

এই যুদ্ধ অবসানে তোমারে। নির্ভয়
রহিও! আমরা ক্ষত্র! বধ নাহি করি
নিরস্ত্র বন্দীরে!

মজফর। তুমি বীরনারী বটে!

তারা। তুমি দেখ নাই পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রমণী!
ক্ষত্রিয় রমণী আমি!—যাও, নিয়ে যাও
বন্দীরে প্রহরী!— [সৈন্য সহ মজফরের প্রস্থান]

তারা। এই জয়বার্ত্তা যবে
শুনিবেন যুদ্ধ হতে ফিরি' প্রাণেশ্বর,
কত ভালবাসিবেন আমারে। আমার
আজি গৌরবের দিন।—কিন্তু এইক্ষণে
কোথা যুবরাজ? —অবসানপ্রায় দিবা।
এখনো সমরক্ষেত্র হতে, কই, তিনি
নহে প্রত্যাগত? যুদ্ধে নাথের উন্মাদ
জানি—

[সৈন্যদল সহ সেনাপতির প্রবেশ]

—একি সেনাপতি! তুমি আসিয়াছ
যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে?

সেনা। সত্য, আসিতেছি আমি
যুদ্ধক্ষেত্র হতে, রাণী!

তারা। কোথা যুবরাজ!—
হইয়াছে জয়?

সেনা। হায় রাজপুত্রি!—জয়!
প্রবেষ্টিতে যুবরাজ শত্রু সৈন্যদলে,
যুঝিছেন, বীরবর, দৃপ্ত সিংহবৎ ;
কিন্তু এতদূর অগ্রসর যুবরাজ,
ফিরিবার নাহি পথ। তাঁর সৈন্যদল
নিহত শত্রুর ব্যূহে প্রায় সর্ব্বজন।

তারা। কি কহিছ সেনাপতি ? তুমি পার্শ্ব তাঁর
ছাড়িয়া এসেছ নিরুদ্বেগে ? পলায়েছ
শৃগালের মত তবে যুদ্ধক্ষেত্র হতে,
পরাজয় সম্বাদ লইয়া ?—সেনাপতি!
ক্ষত্রিয় পুরুষ তুমি ? আমি তুচ্ছ নারী
ফিরিয়াছি যদি যুদ্ধ হ'তে, ফিরিয়াছি
জয়লাভ করি', বন্দী করি' অরাতিরে ;
এক্ষণে যাইব যুদ্ধে পুনর্ব্বার আমি,
উদ্ধারিব যুবরাজে!—কে আসিবে, এস।
প্রবল ঝঞ্ঝার মত গহন কাননে,
পড়িব শত্রুর দলে ; করিব নির্ম্মূল,
উড়াইব, ধূলিসম! বাড়বাগ্নিসম
নিঃশ্বাসে করিব ভস্ম তাহারে নিমেষে।
—যার ইচ্ছা এস সঙ্গে। যার ইচ্ছা রহ।

সেনাপতি। যুবরাণী! কে রহিবে লুকায়ে গহ্বরে,
যখন গভীরস্বরে ডাকেন জননী ?

কার প্রাণে এত মায়া ?—চল মা এক্ষণে,
বিপক্ষ শিবিরে পড়ি' করিয়া হুঙ্কার,
জিনিব সমর কিম্বা মরিব সংগ্রামে।

তারা। চল তবে, ডাক সৈন্যে, কহ 'ভয়নাই'
ঘন উচ্চৈঃস্বরে। 'ভয় নাই, আমি আছি।'
[জানু পাতিয়া] রক্ষা কর ভগবতি চণ্ডি। প্রাণেশ্বরে,
যতক্ষণ আমি নাহি আসি পার্শ্বে তাঁর।
—দাও শক্তি মহাশক্তি! যাইছে সমরে
সতী—তার প্রাণেশ্বরে করিতে উদ্ধার।

[নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—একটি সাধারণ গৃহাঙ্গণ। কাল—অপরাহ্ণ।

শান্তি-রক্ষক প্রহরী ও জনৈক সৈনিক।

সৈনিক। আঃ কি যুদ্ধটাই হোল।

শান্তিরক্ষক। হাঁ হাঁ কি রকম বল দেখি! কে জিতলে ?

সৈনিক। আঃ যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল।

প্রহরী। এঁ্যা! যুদ্ধ দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল কি রকম!

শান্তিরক্ষক। কে জিতলে ?

সৈনিক। যুদ্ধ যারে বলে!

শান্তিরক্ষক। কি রকম! কে জিতলে ?

সৈনিক। তবে শুনবে ? শোন। কিন্তু আমি যে রকম নিয়মে

বলবো, সেই রকম নিয়মে শুনে যেতে হবে। নৈলে—
এই চুপ।

উভয়ে। আচ্ছা তাই।

সৈনিক। এই শোন। এই প্রথমতঃ মনে করো খুব যুদ্ধ হচ্ছে। মনে করো।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। মনে কচ্ছো?

উভয়ে। কচ্ছি।

সৈনিক। মনে কচ্ছো?

উভয়ে। কচ্ছি, তারপর?

সৈনিক। ওরকম "তারপর" বল্লে চল্‌বে না। শুদ্ধ শুনে যাও।

উভয়ে। আচ্ছা।

সৈনিক। উত্তর দিক থেকে মজফর, দক্ষিণ দিক থেকে সারঙ্গদেও, পূর্ব্ব দিক থেকে সূর্য্যমল আর পশ্চিম দিক থেকে রায়মল, চিতোর আক্রমণ কল্লে।

শান্তিরক্ষক। সে কি! আমাদের রাণা রায়মল চিতোর আক্রমণ কল্লে কি রকম?

সৈনিক। কি রকম আবার!—ঐ রকম।

প্রহরী। রায়মল চিতোরের রাণা, চিতোর আক্রমণ কর্ত্তে যাবে কেন?

সৈনিক। তাওত বটে। তবে পশ্চিম দিক থেকে কে এল? তিন

দিক ত মিলে যাচ্ছে, পশ্চিম দিকটা কি একবারে ফাঁক ছিল ? ও দিক থেকে কে এল ?

উভয়ে। তা আমরা কি জানি ?

সৈনিক। এই ধর—রোস—মনে করে নেও আমি যেন—আমি যেন মজফর ; তুমি সূর্য্যমল ; আর তুমি যেন সারঙ্গদেও ; —আর রায়মল কে হবে ?

উভয়ে। তা কি জানি।

সৈনিক। আচ্ছা রোস—[সহসা বাহিরে গিয়া পথবর্ত্তী একজন কৃষককে ধরিয়া আনিয়া]—এই—দাঁড়া।

কৃষক। এজ্ঞে, মুই ত কিছু করিনি।

সৈনিক। আরে, কে বল্‌ছে যে করিছিস্‌।

কৃষক। এজ্ঞে তবে—

সৈনিক। তোকে একটু দরকার আছে। তুই রাণা রায়মল হতে পার্ব্বি ?

কৃষক। এজ্ঞে না।

সৈনিক। আজ্ঞে না কিরে ! দাঁড়া, তোকে রাণা রায়মল হতে হবে।

কৃষক। এজ্ঞে —

সৈনিক। আরে দাঁড়ানা। একটু খানিকের জন্যে একবার তোকে রাণা রায়মল হতে হচ্ছে। ছাড়্‌ছিনে।

কৃষক। এজ্ঞে, কি কর্ত্তে হবে ?

সৈনিক। কিছু কর্ত্তে হবে না। শুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাক্‌। মাঝে মাঝে একবার কাস্তে ঘোরাতে হবে। বুঝিছিস্‌।

কৃষক। এজ্ঞে।

সৈনিক। আচ্ছা, সূর্য্যমল কে ?

শান্তিরক্ষক। আমি।

সৈনিক। বেশ! [প্রহরীকে] আর তুমি মজফর—না না, আমিত মজফর। তুমি হচ্ছ সারঙ্গদেও। [কৃষককে] ঠিক হয়ে দাঁড়া। সূর্য্যমল পূর্ব্বদিকে থাক। সারঙ্গদেও—উত্তরদিকে, না না দক্ষিণদিকে—আর আমি মজফর উত্তর দিকে। রায়মল মধ্যে। ধর খুব যুদ্ধ হচ্ছে—[কৃষককে] কাস্তে ঘোরা, কাস্তে ঘোরা—যুদ্ধ হচ্ছে।

উভয়ে। যুদ্ধ হচ্ছে।

সৈনিক। সারঙ্গদেও! দক্ষিণ দিক থেকে এস। সূর্য্যমল পূর্ব্বদিক থেকে এস। আর আমি এই—রায়মলকে আক্রমণ কর।

[সকলে আসিয়া কৃষককে প্রহার আরম্ভ করিল]

কৃষক। এজ্ঞে—

সৈনিক। তোর কোন ভয় নেই। পৃথ্বীরাজ এলো বলে'; মাথার উপর কেবল কাস্তে ঘোরা। দেখিস যেন আমাদের গায়ে না লাগে। ঘোরা—পৃথ্বীরাজ ও তারা এলো বলে'। [কৃষক চিৎকার করিতে লাগিল ও কাস্তে ঘোরাইতে লাগিল]

[লাঙ্গল হস্তে অন্য এক কৃষক ও কৃষকপত্নীর প্রবেশ

২ কৃষক। সাধুসাকে মার্চ্ছিস্ কেন সব? মাতাল হয়েছিস্ নাকি? বেরো বেটারা।

সৈনিক। [ফিরিয়া দেখিয়া] এই যে পৃথ্বীরাজও এয়েছে—তারাবাইও এয়েছে। এই তারা আমাকে বন্দী কল্লে। [কৃষক পত্নীর গলধারণ] আর পৃথ্বী! ঐ বেটা সূর্য্যমল—ওঁর ঘাড়ে মার্ কোপ। আমাকে মারিস্ কেন? আমি যে মজফর। এই যুদ্ধ খতম্। পালা সূর্য্যমল, পালা সারঙ্গ দেও, পালা পালা—পৃথ্বী এয়েছে। দৌড় দৌড়।

[তিন জনে পলায়ন]

২ কৃষকপত্নী—কি, সাধুসা তোমাকে মাচ্ছিল কেন?

১ কৃষক। কি জানি—আমারে—আমারে রাণা রাইমল সাজাইছিল।

২ কৃষক। বেটারা তাড়ি খেয়েছে নিশ্চয়। চল্।

১ কৃষক। [যাইতে যাইতে] ভাগ্যিস্ এইছিলি ভাই। নইলে মোর জান যেত।

[নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—সূর্য্যমলের শিবির। কাল—রাত্রি।

সূর্য্যমল ও তাহার পত্নী তমসা।

তমসা। নিদ্রা হয় নাই?

সূর্য্য। নিদ্রা? সুমস্ত—দিবস
করিয়াছি শয্যা পরিক্রমণ। বেদনা—

বিষম বেদনা স্কন্ধে। তমসা! তমসা!
—কেন হইল না মৃত্যু?—পৃথ্বী প্রিয়তম!
মানুষ করেছি—ক্রোড়ে করে'; সমুচিত
পুরস্কার দিলি আজ। তোর খড়্গা শেষে
পড়িল এ স্কন্ধে? কিম্বা তুই কি করিবি?
এ দৈবের প্রতিশোধ। রায়মল ভাই—
সেও ত আমারে ক্রোড়ে ধরে', কত স্নেহে
লালন করিয়াছিল। তদন্নে বৰ্দ্ধিত—
আমি হইয়াছি তার বিশ্বাসঘাতক;
তার পুত্র লইয়াছে প্রতিশোধ। তবে,
—কেন হইল না মৃত্যু:

তমসা। হয়ো না অস্থির।

সূর্য্য। অস্থির? হইব স্থির অচিরে প্রেয়সী।

[জনৈক সৈনিকের প্রবেশ]

সৈনিক। উপস্থিত দ্বারে মেবারের যুবরাজ।

সূর্য্য। পৃথ্বী! পৃথ্বী!—নিয়ে এস ত্বরা সসম্মানে।

[সৈনিকের প্রস্থান]

তমসা। [স্বগত] উপনীত পৃথ্বীরাও কি হেতু শিবিরে?

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য পত্নী, প্রণাম চরণে।

সূর্য্য। এস প্রিয়তম বৎস!—দীর্ঘজীবী হও!
[তমসাকে] কর আশীর্ব্বাদ।—কেন ফিরাইছ মুখ!

ইহা যুদ্ধ ক্ষেত্র নহে ; এ আমার গৃহ।
পৃথ্বী প্রাণঘাতী শত্রু নহে এইক্ষণে ;
সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। স্নেহের সামগ্রী।
কর আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে,—কর অভ্যর্থনা ;
—এস বৎস ! প্রাণাধিক। দীর্ঘজীবী হও।

তমসা। দীর্ঘজীবী হও।

পৃথ্বী। ক্ষত কিরূপ ? পিতৃব্য।

সূর্য্য। বেদনা বিষম ; তবু বহু উপশম
হইয়াছে, তোমারে দেখিয়া প্রাণাধিক,
এতদিন পরে।

তমসা। পৃথ্বী—সাধিয়াছ ভালো
পিতৃব্যে তোমার কাজ।

পৃথ্বী। মা, তোমার চেয়ে
বাজিয়াছে এই দুঃখ আমারে অধিক।
(মুখ ঢাকিলেন)

সূর্য্য। সাধন করেছ তুমি কর্ত্তব্য তোমার।
পিতার রক্ষার হেতু উঠায়েছ অসি
বিদ্রোহীর স্কন্ধে। তুমি করিয়াছ স্বীয়
কর্ত্তব্য।—করিনি আমি কর্ত্তব্য আমার।
আমি যার অন্নে পুষ্ট তাহারি মস্তকে
করিয়াছি লক্ষ্য অসি ! আমি করি নাই
কর্ত্তব্য আপন।

পৃথ্বী।　　হায়! পিতৃব্য, কিহেতু
এ প্রমাদ?

সূর্য্য।　　শুধায়োনা বৎস, সেইকথা।
—ভুলিয়াছি জিজ্ঞাসা করিতে এতক্ষণ,
ভ্রাতার কুশল বার্ত্তা।

পৃথ্বী।　　দেখা হয় নাই
এখনো পিতার সঙ্গে।—পিতৃব্য, এক্ষণে
বিষম ক্ষুধার্ত্ত আমি। খাদ্য কিছু আছে?

সূর্য্য। আছে খাদ্য কিছু? দাও তমসা।

তমসা।　　দিতেছি।
[স্বগত] থাকিত যদ্যপি ভস্ম দিতাম ও মুখে।

[প্রস্থান]

সূর্য্য। ধন্য তুমি পৃথ্বীরাজ! আর ধন্য তব
নবোঢ়া বনিতা তারা;—প্রচণ্ড বিক্রমে
করিয়াছে বন্দী মজফরে বীরনারী।
—কোথা তারা?

পৃথ্বী।　　শিবিরে

তমসার খাদ্য লইয়া প্রবেশ।

সূর্য্য।　　এনেছ?

তমসা।　　যাহা ছিল
এনেছি [পৃথ্বীর সম্মুখে—খাদ্য রাখিলেন]

সূর্য্য। তমসা খাইতে বল।—খাও বৎস তবে।
তমসা জানোই স্বল্পভাষিণী স্বতঃই।
পৃথ্বী। [আহার করিতে করিতে]
যুদ্ধ করিয়াছ আজি সিংহের বিক্রমে,
পিতৃব্য।
সূর্য্য। যদ্যপি স্কন্ধে নাহি পাইতাম
সাঙ্ঘাতিক এ আঘাত সহসা, হইত
অদ্যকার সমরের ফল অন্যরূপ।
তথাপি দুঃখিত নহি।—পরাজিত আমি
স্বহস্তে লালিত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিক্রমে।
পৃথ্বী। দাও বারি।
তমসা। [জল দিলেন]
পৃথ্বী। পান আছে
তমসা। এই লও। [প্রদান]
পৃথ্বী। তবে
যাই আমি, পিতৃব্য, সমরক্লান্ত আমি ;
—আবার হইবে দেখা সমরপ্রাঙ্গণে,
প্রভাতে, ভরসা করি।
সূর্য্য। নিশ্চয়, যদ্যপি
ক্ষণমাত্র এই ক্ষত অপশম হয়।
পৃথ্বী। পিতৃব্য, পিতৃব্য-পত্নী, প্রণাম চরণে।

সূর্য্য। যাও, যুদ্ধে জয়ী হও যশস্বী, সর্ব্বদা,
বংশদীপ—মেবারের যুবরাজ !

[পৃথ্বীর প্রস্থান]

তমসা। বুঝিনা তোমার রীতি।

সূর্য্যমল। বুঝিবে তমসা,
একদিন !—কোথায় সারঙ্গ দেব ?

তমসা। স্বীয়
শিবিরে।

সূর্য্যমল। আসিতে বল আমার শিবিরে।
করিতে হইবে শীঘ্র যুদ্ধের মন্ত্রণা।

[তমসার প্রস্থান]

সূর্য্যমল। জ্বালায়েছি অগ্নি যদি—সে অগ্নি জ্বলিবে,
জ্বালাইবে পুরপল্লী ! কিন্তু যদি হয়
জয়লাভ ? কি করিব ? বসিব আপনি
মেবারের সিংহাসনে ?—না। ছাড়িয়া দিব
সিংহাসন পৃথ্বীরাজে ! সম্পত্তি যাহার,
তাহার হউক ! আমি করিব যাপন
জীবনের শেষ, দূর অরণ্যে নিভৃতে।
ধর্ম্মকর্ম্মে প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সিরোহী, যমুনার কক্ষের ছাদ। কাল—রাত্রি।

একাকিনী যমুনা।

যমুনা। ঘোরা অমাবস্যা রাত্রি।—গগনমণ্ডলে
জ্বলিছে নক্ষত্র পুঞ্জ, ভূত কাহিনীর
সুখস্মৃতিসম, ঘন নৈরাশ্য-সাগরে।
—নিস্তব্ধ ধরণী। শুদ্ধ দূরে বংশীধ্বনি
উঠিছে বিলাপসম রজনীর মুখে।
—এস নিশীথিনী! এস প্রিয় সখী মম।
দুঃখিনী আমরা বসি' কাঁদি এ নির্জ্জনে।

গীত।

এস তারাময়ী নিশি এস ধরা মাঝারে।
ব্যথিত পীড়িত প্রাণে ডাকি আমি তোমারে।
হুহু করি' হৃদিতলে দেখ কি আগুন জ্বলে,
তব শান্তিজলে দেবি নিভাও গো তাহারে।
হয় যে সময় হৃদে হৃদয়ে যে শেল বিঁধে—
তোমা বিনা শান্তিময়ি জানাইব কাহারে।

—গাঢ় হতে গাঢ়তর অন্ধকার রাশি
ঢেকে আসে পৃথ্বী। গাঢ় হতে গাঢতর
ঢেকে আসে নৈরাশ্য অন্তরে। নাহি জানি
হইবে কোথায় পরিসমাপ্ত নাটিকা।

"সতীর দেবতা পতি" পিতৃব্যের এই
উপদেশ করিয়াছি জীবন আশ্রয়।
দুঃখে, শোকে, অপমানে, চিত্তের বিপ্লবে,
অকূল সমুদ্রে, করিয়াছি ওই মন্ত্র
জীবনের ধ্রুবতারা। তবু মাঝে মাঝে
ঢেকে যায় সেই জ্যোতি নিবিড় জলদে ;
আবার দেখিতে পাই তারে। কিন্তু হায়,
বুঝিয়াছি এ সমুদ্রে কূল পাইব না।
বুঝিয়াছি নাহি এই দুঃখের অবধি।
তবু ধৈর্য্য ধরে' থাকি। করি এই ব্রত
নীরবে নিভৃতে একা দুঃখে উদ্‌যাপনা।
--তবু পারি না যে ভালোবাসিতে পতিরে ;
করিতে তাঁহাবে ভক্তি, দিতে অন্তরের
পূজা ;—পারি না যে। দয়াময়! শক্তি দাও,
শক্তি দাও যমুনার দুর্ব্বল হৃদয়ে।
—এই যে আসেন পতি! আজি যে সহসা?

[প্রভুরাওর প্রবেশ]

প্রভু। যমুনা।—

যমুনা। [স্বগত] স্বর মদিরাজড়িত দেখ্‌ছি।

প্রভু। তোমার নাম যমুনা? তোমার বাপকে আমি চিনি নাত। তোমার বাপের নাম কি?

যমুনা। আমার পিতা মেবারের রাণা রায়মল।

প্রভু। বটে বটে! সেই বেটাই তোমার বাপ বটে। ঐ যে কি নাম বল্লে তার। তোমার ঐ বাপ, প্রেয়সী—তোমার বাপ চোর—বেজায় চোর।—রাগ করো না;—প্রমাণ দিচ্ছি—

যমুনা। প্রভু! আমার পিতা সাধু কি চোর, তা তোমার মুখে শুন্তে চাই নে।

প্রভু। প্রমাণ দিচ্ছি—এই সেই পাজি বদমায়েস বুড়ো তার বেহাই শূর্ত্তনকে রাজ্যের খানিক ছেড়ে দিলে। আর আমি কি বাবা ভেসে এসেছিলাম। দেখ যমুনা তোমার ভাই ওই যে শালা পৃথ্বী—শালা একেবারে নীচ খোসামুদে জোচ্চোর হাড়হাবাতে বেশ্যাসক্ত—

যমুনা। পায়ে ধরি প্রভু! আর থাকুক। আমার মনে ব্যথা দিওনা। বড় ব্যথা পাই।

প্রভু। ওঃ! উনি ব্যথা পান ত আমার ঘুম হচ্ছে না। সত্যি কথা বলব, তার আর ভয় কি; নিশ্চয় বল্‌বো। আমি প্রমাণ করে' দিচ্ছি, যে তার স্ত্রী দস্তুর মত বারাঙ্গনা ছিল। তোমার ভাই জয়মল তাকে রেখেছিল। তার শোবার ঘরে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। তোর ভাই পৃথ্বী—সাধের ভাই পৃথ্বী—তোর: প্রাণের ভাই পৃথ্বী—তাকে বিয়ে করেছে কি না?—যাবি কোথায়? শুনে যা—

যমুনা। তা আমার কাছে বলে' কি হবে?

প্রভু। কি হবে? হবে এই যে আমি তোকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পীঠে চড়িয়ে—দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।

এমন বাপের মেয়ে, এমন ভায়ের বোনকে আমার ঘরে রাখলে কলঙ্ক হয়।

যমুনা। তাই হোক।

প্রভু। কিন্তু তার আগে তোর সামনে এই তোর বাপকে এক পয়জার; তোর ভাইকে দুই পয়জার।—

(উদ্দেশ্যে পাদুকা প্রহার)

[যমুনা পায়ে ধরিতে উদ্যত প্রভু তাহাকে সবলে আঘাত ও যমুনার পতন]

প্রভু। কেমন! হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান]

যমুনা। এই স্বামী আমার দেবতা। মা জগদম্বে!—এ অন্ধকারে পথ দেখাও, আর পারি না যে। [প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বনস্থশিবির; স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে।

কাল—রাত্রি।

সূর্য্যমল ও সারঙ্গ।

সূর্য্য। আমার যথাসাধ্য তা করেছি। নগর হতে নগরে, বন হতে বনে বিতাড়িত হ'য়ে শেষে এই বাতুরো জঙ্গলে আশ্রয় নিইছি। আমার কাজ আমি করেছি।

সারঙ্গ। তোমার কাজ তুমি করোনি।

সূর্য্য। আমার কাজ আমি করিনি? হায় ভগবান! ভাইয়ের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেছি; ভাইপোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করেছি। আর তুমি? তুমি লুঠ নিয়ে ব্যস্ত!

সারঙ্গ। নইলে সৈন্যদের বেতন কোথা থেকে আসত সুরয? তোমার কোষাগার নেই; গচ্ছিত ধন নেই।

সূর্য্য। এরূপ অযথা উপায়ে এ সমর নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে জান্‌লে, আমি এতে প্রবৃত্ত হতাম না।

সারঙ্গ। প্রবৃত্ত হয়েছিলে কেন? কার দোষ?

সূর্য্য। তোমার দোষ। তোমার মন্ত্রণায় এই সর্ব্বনাশ।

সারঙ্গ। যা হবার তা হয়েছে। এখন ভবিষ্যতের উপায় চিন্তা কর।—ও কি ঘোড়ার পায়ের শব্দ না?—শত্রু নাকি?

সূর্য্য। এ নিশ্চয়ই ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বী। তরবারি কই?

(তরবারি গ্রহণ)

(বেগে পৃথ্বী ও তারার প্রবেশ)

পৃথ্বী। এই যে (সূর্য্যমলকে আক্রমণ ও সূর্য্যমলের পতন)

সারঙ্গ। ধিক্ পৃথ্বী! তোমার পিতৃব্যের গায়ে আর সে শক্তি নাই।

পৃথ্বী। স্তব্ধ হ' বিদ্রোহী। (সূর্য্যকে) পরাভব স্বীকার কর?

সূর্য্য। পরাভব স্বীকার করি, পৃথ্বী!

পৃথ্বী। (সূর্য্যকে ছাড়িলেন)

সূর্য্য। পৃথ্বী! তোর কাছে পরাভব স্বীকার করি, তাতে আমার লজ্জা নাই! আমি তোকে ক্রোড়ে করে' মানুষ করেছি। ঐ সুন্দর সুপেশী বলিষ্ঠ দেহ ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকলার মত বাড়তে

দেখেছি। প্রত্যেক অবয়ব, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী আমার কাছে পরিচিত। তাতে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে আমার বুক ফেটে যায় রে পৃথ্বী।

পৃথ্বী। কি কর্ব্বে পিতৃব্য! যখন এই কালানল জ্বালিয়েছ—

সূর্য্য। ভাবিস্‌নে পৃথ্বী, যে আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলছি। চিতোরের বীরমণ্ডলীকে নিয়ে আয়; এখনও যুদ্ধ কর্ত্তে পারি কি না দেখ্। কিন্তু তোর সঙ্গে আর না।

পৃথ্বী। কেন পিতৃব্য যুদ্ধে জ্ঞাতিত্ব নেই।

সূর্য্য। নেই বটে! কিন্তু ভেবে দেখেছি যে তোর সঙ্গে যুদ্ধে আমার জয়েই বেশী লোকসান। যুদ্ধে আমি যদি মরি, আমার কি? আমি অপুত্রক। আমার জন্য কেউ কাঁদিবার নেই। কিন্তু তুই যদি মরিস, তাহলে চিতোরের কি হবে?—আমার মুখে চিরকালের জন্য চূণকালি পড়্‌বে। তোর সঙ্গে আর না। চিতোরের বেছে বেছে একশত বীর নিয়ে আয়। একা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্ব। কিন্তু তোর সঙ্গে আর না।

পৃথ্বী। [অবনত মস্তকে] বুঝেছি পিতৃব্য, এত দিনে বুঝেছি। যুদ্ধে কেন তোমার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, যখন আমার দেহে অস্ত্রের দাগটি লাগেনি তা—এখন বুঝেছি।—পিতৃব্য ক্ষমা কর।

সূর্য্য। ক্ষমা কর্ব্ব কি রে? তোর উচিত কাজ তুই কচ্চিস্। আমি বিদ্রোহী; আমিই ক্ষমার পাত্র।

পৃথ্বী। সে ক্ষমার উপায় আমি কর্ব্ব।—না পিতৃব্য, আর না, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

সূর্য্য। [আশীর্ব্বাদ করিলেন] এ বালকটি কে ?

পৃথ্বী। ইনি আমার পত্নী, তারাবাই !

সূর্য্য। মা তুমি তারা ! তুমিই সেই বীরনারী, যে স্বহস্তে মজফরকে বন্দী করেছিলে ! হায় মা, যে দেশে হেন বীরনারী জন্মে সে দেশে কি হেন কাপুরুষ পুরুষ জন্মে—যে আপনার ভায়ের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর্ত্তে হেয় যবনের সহায়তা গ্রহণ করে ? —মা তুমি আয়ুষ্মতী হও।

সারঙ্গ। তবে কি বুঝবো যে এ যুদ্ধ এইখানেই সমাপ্ত।

পৃথ্বী। পিতৃব্যের সঙ্গে যুদ্ধ এইখানেই শেষ।

তারা। পিতৃব্যপত্নী কোথায় পিতৃব্য

সূর্য্য। কালীর মন্দিরে গিয়েছিল। (সারঙ্গকে) এখনো ফিরে নাই কি ?

সারঙ্গ। জানি না। [স্বগত] মাঝে মাঝে তাঁকে উন্মাদিনী বোধ হয়। আমার প্রতি তাঁর আচরণ অদ্ভুত। অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্তভাবে আমাকে পুত্র সম্বোধন করেন।

পৃথ্বী। এখানে কালীর মন্দির আছে না কি ?

সারঙ্গ। আছে।

পৃথ্বী। উত্তম ! কাল তুমি আমি সেখানে গিয়ে, মাতাকে উৎসর্গ দিয়া এ যুদ্ধ শেষ কর্ব্ব। বলির আয়োজন আমি করিব।

সূর্য্য। তাই হোক।

তবে আজ এখানে থাক্‌ব।

সূর্য্য। নিশ্চয়!

পৃথ্বী। আমরা আস্‌বার আগে তোমরা কি কর্চ্ছিলে খুড়ো?

সূর্য্য। এই আবোল তাবোল বক্‌ছিলাম।

পৃথ্বী। তোমার মাথার উপর আমি হেন তোমাব শত্রু যখন খাড়া রইছি তখন তুমি এত উদাসীন ভাবে আবোল তাবোল বক্‌ছিলে?

সূর্য্য। কি কর্ব্ব পৃথ্বী? তদ্ভিন্ন আর উপায় কি?

পৃথ্বী। চল ভিতরে যাই। [নিষ্ক্রান্ত]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—কালীর মন্দির। কাল—মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত।

পৃথ্বী একাকী।

পৃথ্বী। কালী। জগদম্বা! আজি করিব তোমার
পূজা নরবলি দিয়া। আমার, অথবা
সারঙ্গদেবের মুণ্ড লোটাবে চরণে
তোমার, জননি, আজি! দিব মহাপূজা।
—আসিছে সারঙ্গদেব!

[সারঙ্গ দেবের প্রবেশ]

পৃথ্বী। পিতৃব্য কোথায়?

সারঙ্গ। শোণিতক্ষরণে অতিদুর্ব্বল, প্রভাতে
শয্যাগত তিনি। একা আসিয়াছি আমি।

পৃথ্বী। সে ভালোই হইয়াছে।

সারঙ্গ। কই ? বলি কই ?
পৃথ্বী !

পৃথ্বী। আছে বলি।

সারঙ্গ। কই, কিছুই দেখিনা।

পৃথ্বী। হাঁ আছে! সারঙ্গদেব! বলি মাতৃপদে
তুমি কিম্বা আমি।

সারঙ্গ। সেকি ?

পৃথ্বী। তুমি জ্বালিয়াছ
এ বিদ্রোহ। করিয়াছি প্রতিজ্ঞা, কালীর
সম্মুখে করিব এই সমরের শেষ
আজি নরবলি দিয়া তোমারে, বিদ্রোহী।
তুমি জ্বালিয়াছ এই বিদ্রোহ। তোমার
শোণিতে করিব এই বিদ্রোহ নির্ব্বাণ!
আজি মার দিব নরবলি। বুঝিয়াছ ?
সেই বলি—তুমি কিম্বা আমি। নিষ্কাসিত
কর খড়্গ।

সারঙ্গ। উত্তম তাহাই হোক! অসি
কর মুক্ত। [অসি নিষ্কাসন] পৃথ্বীরাজ! রাখিও স্মরণে,
আমি তব স্নেহাতুর কোমলস্বভাব

অথর্ব্ব পিতৃব্য নহি।—দয়া করিব না।
কঠিন কৃপাণ এই শোণিতলোলুপ।

পৃথ্বী। রক্ষা কর আপনারে বিশ্বাসঘাতক!

[যুদ্ধ ও সারঙ্গের পতন ও দূরে গিয়া তাঁহার মুণ্ড নিক্ষিপ্ত হইল]

পৃথ্বী। হোক্ এই রক্তে এই সমর নির্ব্বাণ।
লভিব পিতৃব্যাঙ্গমা পিতার চরণে—
করযোড়ে জানু পাতি', দিয়া উপহার
মূল বিদ্রোহীর ছিন্ন মুণ্ড পিতৃপদে।

[তমসার প্রবেশ]

তমসা। একি! একি! কে করিল ইহা। পৃথ্বী তুই?
কি করিলি পৃথ্বী?

পৃথ্বী। পূজা দিলাম কালীর।

তমসা। দিয়াছ কালীর পূজা!—দাওনি কালীর
পূজা, পৃথ্বী। করিয়াছ মোর সর্ব্বনাশ।
নিষ্ঠুর!—জানিস পৃথ্বী কে সারঙ্গদেব?

পৃথ্বী। চিতোরের রাজবংশে জন্ম তার জানি
পূর্ব্ব চিতোরাধিপতি 'লক্ষের' সন্ততি।

তমসা। হায় পৃথ্বী!—কহি তবে কলঙ্কের কথা
আমার।—সারঙ্গদেব সন্তান আমার।

পৃথ্বী। তোমার সন্তান?

তমসা। সত্য, আমার সন্তান।
কিন্তু—কিন্তু নহে তার পিতা সূর্য্যমল।

পৃথ্বী। কি কহিছ উন্মাদিনী ?

তমসা। নহি উন্মাদিনী।

—কর রাষ্ট্র, পৃথ্বী, এই কলঙ্ক কাহিনী
নগরে নগরে। আর করিনাক ভয়।
গিয়াছে সর্ব্বস্ব। ভয় করিব কি হেতু ?
যার কিছু রাখিবার আছে বিশ্বতলে,
সেই ভয় করে। অদ্য আমার নিকটে
এই বিশ্ব মরুভূমি। এই চিত্ত হতে
সুখ দুঃখ আশা প্রীতি গিয়াছে ধুইয়া,
এ মহাপ্লাবনে। আর কারে নাহি ডরি—
এস এস প্রলয়ের মহাদীপ্তি—তবে—
জ্বল, জ্বল, দগ্ধ কর ভস্ম করে' দাও।

[উন্মাদবৎ নিষ্ক্রান্ত]

পৃথ্বী। [হস্তে মুখাবরণ করিয়া]

নারী ! ইহা কি সম্ভব !—জায়া তুমি অবিশ্বাসী ?
নারী ! নারী ! কি করিলে, কি করিলে তুমি !
তুমি যদি সতীধর্ম্মে দাও জলাঞ্জলি,
সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হবে,
ধর্ম্মলুপ্ত হবে ;—তুমি যদি অবিশ্বাসী,
কে কাহারে করিবে বিশ্বাস বিশ্বতলে ?
আহারে রহিবে বিষ ; উপাধান তলে
লুক্কায়িত ছুরী ; গৃহী হইবে সন্ন্যাসী।

বাহিরের কর্ম্মক্লান্তি হইতে মনুষ্য
আসে স্বীয়গৃহে, ধৌত করিতে প্রত্যহ
প্রেয়সীর স্নিগ্ধ প্রেমে সর্ব্ব অবমান,
সর্ব্ব দুঃখ, সর্ব্ব পাপ। দেখে যদি আসি'
শুষ্ক সে নির্ঝর,—নর কোথায় যাইবে?
উদ্ভ্রান্ত পুরুষ ঘুরে কর্ম্ম আবর্ত্তনে!
দ্বিগ্বিদিগ্; তুমি তারে রাখিয়াছ বাঁধি,
মাধ্য আকর্ষণে জায়া। ছিন্ন হয় যদি
সেই আকর্ষণ—নর কোথায়, যাইবে!
—পবিত্র সম্বন্ধ সব মুছিয়া যাইবে
সংসার হইতে;—পিতা হবে পুত্রহীন;
পুত্র পিতৃহীন; ভ্রাতা ভ্রাতৃহীন; বন্ধু
বন্ধুহীন;—ঈর্ষায় সন্দেহে দ্বন্দ্বে, সদা
হইবে গৃহীর গৃহ ভগ্ন ধ্বংসস্তূপ,
মহা মরুভূমি, মহাশূন্য, একাকার।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ। কাল—প্রভাত।

রায়মল একাকী।

রায়মল। ফিরিয়াছে পুত্র আজি, বিজয়ী সমরে,
সঙ্গে ল'য়ে পুত্রবধূ। শুভদিন আজি।
কিন্তু এ সমরে হারায়েছি রত্ন এক
—অতুল অমূল্য রত্ন—ভাই সূর্য্যমলে।
পারিব না ভুলিতে সে আক্ষোভ জীবনে।

[পৃথ্বী ও তৎপশ্চাতে তারার প্রবেশ ও রায়মলকে প্রণাম]

রায়মল। আয়ুষ্মান্ হও বৎস!—এ ঘোর সমরে
জয়ী আজি রায়মল তোমার বিক্রমে।
—আয়ুষ্মতী হও, তারা। এস মা কল্যাণী।
তুমি আনিয়াছ শান্তি মেবারের গৃহে;
করিয়াছ দূর অভিমানব্যবধান
পিতা ও পুত্রের মধ্যে। বড় দয়াবতী

তুমি, বৎসে ; তাই আসিয়াছ অনাহূত,
অযাচিত ভাবে এই রাজপরিবারে।

তারা। পিতা! আপনার স্বত্বে আসিয়াছি আমি
আপন আলয়ে।

রায়মল। আস নাই, স্নেহময়ী,
আশ্রয় লাভের তরে ; আসিয়াছ তুমি
হাস্য মুখে—স্নেহময়ী জননীর মত—
অপরাধী পুত্রে টানিয়া লইতে ক্রোড়ে।
পৃথ্বী, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। অভিলাষ,
গ্রহণ করিব অবসর, সমর্পিয়া
রাজ্যভার তব করে ; করিব যাপন
জীবনের শেষ অঙ্ক নিভৃতে নির্জ্জনে।

তারা। কোথায় যাইবে তাত! যাইতে দিবনা।
আমরা করিব সেবা ; বহিব তোমার
বার্দ্ধক্য, যেমতি জীর্ণ বটভারে বহে
তার শাখামূল।

রায়মল। বৎসে শাস্ত্রের বিধান
ক্ষত্রের অন্তিমে যোগ্যকার্য্য যোগ। আমি
করিয়াছি অবহেলা সে শাস্ত্রীয় বিধি
এতদিন ;—তাই বুঝি এই পরিবারে
এত দ্বন্দ্ব, কোলাহল, অশান্তি, বিগ্রহ।
এইক্ষণে যাই সভাগৃহে। [প্রস্থান]

পৃথ্বী। আমি রাণা

মেবারের! নাহি তবে হইল সফল

চারণীর বাণী।—সঙ্গ হবে চিতোরের

রাণা। হা উদার সঙ্গ! কোথা তুমি আজি!

স্বেচ্ছায় রাজত্ব ছাড়ি' তুমি বনবাসী।

অবিচার করিয়াছি, হইয়াছি রূঢ়

অত্যাচারী আমি, বাহুশক্তিমদভরে।

করিও মার্জ্জনা।

তারা। কি ভাবিছ প্রিয়তম?

পৃথ্বী। ভাবিতেছি? প্রিয়তমে কবি নাই হেন

প্রতিজ্ঞা যখন, যাহা ভাবিব, তাহাই

কবিতে হইবে নিত্য তোমার গোচর।

[প্রতিহারীর প্রবেশ]

প্রতি। যুবরাজ! আসিয়াছে যুবরাজ কাছে

সিরোহী হইতে দূত এ পত্র লইয়া।

পৃথ্বী। কি? পত্র? কাহার পত্র? দেখি! যমুনার

[পত্র গ্রহণ ও পাঠ। প্রতিহারীর প্রস্থান]

যাহা ভাবিয়াছি—

তারা। পত্র কার প্রিয়তম?

পৃথ্বী। সে সম্বাদে তোমার কি প্রয়োজন—প্রিয়ে!

[বেগে প্রস্থান]

তারা। হয়েছে নাথের পরিবর্ত্তন এরূপ,

যুদ্ধ অবসানাবধি।—কথায় কথায়
উঠেন জ্বলিয়া ক্ষুদ্র—বাড়বাগ্নিসম।
কখন চাহেন হেন তীব্র, মুখপানে,
ভয় পাই ; অবনত করি চক্ষু দুটি।
এরূপ হইল কেন ? মা ভবানী কেন
এরূপ হইল।—কিছু বুঝিতে না পারি।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—গম্ভীরা নদীর তীর। কাল—সন্ধ্যা।
তমসা একাকিনী উদাসিনী বেশে।

তমসা। গেছে গেছে—সব গেছে। যা ছিল না তা হোল না। যা ছিল তা গেল। নারীর ধর্ম্ম গেল, পতির প্রেম গেল। শেষে যার জন্য এত ষড়্যন্ত্র, এত চেষ্টা, সেও গেল।—বুঝেছি এত দিনে, যে অধর্ম্মপথে সুখ হয় না। অধর্ম্মের শাস্তি একদিনে আসেই আসে। সে ইহজন্মেই হোক্ আর পরজন্মেই হোক্। গেছে, গেছে, সব গেছে। তবে আমি আর পড়ে' থাকি কেন। আজ এই গম্ভীরার জলে ঝাঁপ দিব। তার পরে ?—পরকালে নরকে পুড়বো ? হোক্! তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার জীবন্তেই নরক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে।—সারঙ্গ! সারঙ্গ!—কেন

তোরে সেদিন দেখেছিলাম ?—মায়া কাটিয়ে লোক-লজ্জার ভয়ে তোকে নদীব স্রোতে ভাসিয়ে দিইছিলাম ; কে আমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে তোকে বাঁচালো ? কেন তুই সেদিন আমাব সামনে এসেছিলি ?—আহা ! সেই সজল কাতরচক্ষে আমার কাছে অন্নবস্ত্র চাচ্ছিলি অথচ জানতিস্-না যে আমিই তোর মা ? সে কথা তোর জীবনেও কখন জান্তে পাল্লিনে। ভেবেছিলাম চিতোরেব সিংহাসনে তোকে বসিয়ে সে কথা বলবো। সে সুযোগ আর হোল না। সাবঙ্গ ! সারঙ্গ ! আমার সারঙ্গ ! আমার প্রাণাধিক পুত্র !—ওঃ—

[গাইতে গাইতে এক ফকিরের প্রবেশ ও প্রস্থান]

গীত ।

আমার আমার বলে' ডাকি, আমার এ ও আমার তা ;
তোমার নিয়ে তুমি থাক, নিওনাক আমার যা।
আমার বাড়ী আমার ভিটে, আমার যা তা বড়ই মিঠে ;
আমার নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমার নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা ;
আমার পতি, আমার পত্নী ;—সঙ্গে ত কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ, ভবে, তাও রেখে যেতে হবে ;
আমার বলে' কারে ডাকি, ?—চোখ বুজ্‌লে কেউ কারো না।

তমসা। তাওত বটে। আমি কার ? কে আমার—এসংসারে কে কার ? যাকে আমার বলে' ডাকি ; বড় আগ্রহে বড় আবেগে যাকে বুকে চেপে ধরি, বুকে চেপে তবু তৃপ্তি হয়

না; যাকে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে রাখ্‌তে চাই; সে ঐ যে যাদুকর মৃত্যু তার দণ্ডটি ছুঁইয়েছে, অমনি সে আমার একেবারে কেউ নয়—একেবারে পর!—একেবারে পর!—কেউ নয়। সে মায়া কাটিয়ে যায়, ভালবাসা ভুলে যায়, নির্দ্দয় ভাবে কোথায় চলে' যায়,—আর দেখ্‌তে পাই না। আর দেখ্‌তে পাই না! স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজে আর তাকে একবার চোখের দেখাও দেখ্‌তে পাই না। কি মানব জন্মই তৈর করেছিলে দয়াময়? [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

[দুজন সৈনিকের প্রবেশ।]

১ সৈনিক। ধরা পড়েছে।

২ সৈনিক। ধরা পড়েনি। সূর্য্যমল আপনি ধরা দিয়েছে।

১ সৈনিক। ধরা দিলে কেন?

২ সৈনিক। কে জানে, যখন ধরা দিলে জানে নিশ্চয় মৃত্যু, তখন ধরা দিলে কেন, এটা একটা সমস্যা বটে।

১ সৈনিক। না, সূর্য্যমল হাজার হোক রাণার ত ভাই, রাণা তাকে ছেড়ে দেবে।

২ সৈনিক। উঁহুঃ। রাণা সে রকম লোকই নয়। বিচারে তাঁর কাছে ভ্রাতৃত্ব জ্ঞাতিত্ব জ্ঞান নাই।

১ সৈনিক। তার বিচার হবে কবে?

২ সৈনিক। কাল।

[উভয়ের প্রস্থান]

তমসা। ধরা দিয়েছেন! শেষে ধরা দিয়েছেন!—তার আর

আশ্চর্য্য কি ? এরা জানে না তিনি কেন ধরা দিয়াছেন। আমি জানি। তিনি ধরা দিয়েছেন, মনের ক্ষোভে, যন্ত্রণায়, লজ্জায়। তাই তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্ত্তে যাচ্ছেন।—আচ্ছা, মর্ব্বার আগে একটা ভাল কাজ করে' দেখি না কেন, কি হয়। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

—০—

স্থান—রাণার সভা। কাল—প্রভাত।

রায়মল সিংহাসনারূঢ়। সভাসদ ও অনুচরবর্গ। পার্শ্বে পৃথ্বী। সম্মুখে শৃঙ্খলিত সূর্য্যমল।

রায়মল। সূর্য্যমল! তুমি আর ভ্রাতা নহ আজি,
শত্রু তুমি! বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি,
সামান্য বিদ্রোহী প্রজামাত্র। বিদ্রোহীর
শাস্তি দিব আজি বন্দী!

সূর্য্যমল। তাহাই হউক।
মহারাজ! আমি সেই শাস্তি চাহি!

রায়মল। কিছু
বলিবার আছে ?

সূর্য্যমল। কিছু বলিবার নাই।

রায়মল। সূর্য্যমল! প্রাণদণ্ড শাস্তি বিদ্রোহীর,
আছ অবগত তুমি!

সূর্য্যমল। আছি অবগত।

রায়মল। সেই প্রাণদণ্ড শাস্তি দিলাম তোমার।

পৃথ্বী। পিতা! পিতৃব্যের হেতু, নৃপতির ক্ষমা
চাহি করপুটে। কর পিতৃব্যে মার্জ্জনা!

রায়মল। পৃথ্বী! স্নেহশীল আমি! কিন্তু বসায়েছি
কর্ত্তব্যে স্নেহের উচ্চে! বসি' সিংহাসনে
অবিচার করিব না, বিচার করিব।
পৃথ্বী! এই রাজদণ্ড ক্ষমা নাহি জানে;
সম্বন্ধ না মানে। কেহ যেন নাহি কহে—
"পড়ে তাহা বজ্রসম অপরাধী শিরে,
শুদ্ধ বর্ষে আশীর্ব্বাদ জাতির মস্তকে।"
—যাও তবে সূর্য্যমল। এ শুভ্র প্রভাতে
তব রক্তে বিরঞ্জিত হবে বধ্যভূমি।

সূর্য্যমল। রাণার অসীম কৃপা! আমারে লইয়া
চল বধ্যস্থলে! আমি প্রস্তুত প্রহরী।

[প্রহরীসহ প্রস্থানোদ্যত]

রায়মল। [সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া]
কোথা যাও সূর্য্যমল! ভ্রাতার নিকটে
বিদায় না মাগি'।—ভাই, প্রিয়তম ভাই!
—উঠাও আনত মুখ; চেয়ে দেখ আমি

নহি নরপতি আর।—আমি এইক্ষণে
ভ্রাতা তব! কর আলিঙ্গন একবার
শেষবার, সূর্য্যমল।—করিয়াছি আমি
এই ক্রোড়ে লালন তোমারে প্রিয়তম,
ভাইটি আমার!—কত আগ্রহে আদরে!
এই হস্তে আজি দিতে হইল তোমারে
প্রাণদণ্ড প্রাণাধিক—বিধির বিপাকে!

সূর্য্যমল। বিধিবিড়ম্বনা ভাই! কি করিবে তুমি?

রায়মল। সূর্য্যমল! সূর্য্যমল! কেন রহিলে না
সেই সূর্য্যমল তুমি—সবল, উদার,
স্নেহশীল? কেন মুখ ফুটে বল নাই
তুমি রাজ্য চাহো ভাই? আমি অনায়াসে
ছাড়িয়া দিতাম তাহা!

সূর্য্যমল। মার্জ্জনা করিও;
আমার মৃত্যুর পরে মার্জ্জনা করিও।
ভুলে যেও অপরাধ অবোধ ভ্রাতার।
আমি মূঢ়। বুঝি নাই।

রায়মল। না না এত তুমি
নহ সূর্য্যমল!—কহ কে মন্ত্রণা দিল?—
তোমারে শিখণ্ডীরূপে রাখি পুরোভাগে,
কে হানিল এ হৃদয়ে এ বিষাক্ত শর?
কে সে? কহ—

সূর্য্যমল। কহিবনা ; বলিওনা ভাই
কহিতে সে কথা আজি।

রায়মল। কি করিলে ভাই ?
—কি কহিব ? তব এই কার্য্যে, সূর্য্যমল,
জ্বালায়ে দিয়াছ বক্ষে সর্ব্বের বিশ্বাস।
চেয়ে দেখি ঘন নীলাম্বরে ;—শঙ্কা হয়
তাহা আবরণ করে ক্রূর বজ্রশেল ;
দেখি স্বচ্ছ নির্ঝর, সন্দেহ হয় বুঝি
তাহাতে মিশ্রিত বিষ ; শুনি গীতধ্বনি,
ভাবি আছে তাহে কোন নিহিত বিদ্রূপ !
—সূর্য্যমল !—কি করিলে এ বৃদ্ধবয়সে
আমার ?

সূর্য্যমল। ভুলিয়া যাও এ দুঃস্বপ্ন বলি'।
ভাবিও এ ধূমকেতু নিশীথ আকাশে—
আসিয়া চলিয়া যায় ; কিন্তু চিরদিন
রহে স্থির অটল নক্ষত্র রাজি তাহে।
ভাবিও এ ভূমিকম্প বিপ্লব ক্ষণিক—
আসে যায়, রহে কিন্তু শ্যামল পৃথিবী,
ধীর, শান্ত, পূর্ব্ববৎ।—ক্ষমা কর ভাই,
এক্ষণে বিদায় দাও।

রায়মল। যাও সূর্য্যমল !
আমি করিয়াছি ক্ষমা। পাও যেন তুমি

বিধাতার মার্জ্জনা মৃত্যুর পরে ভাই।

[জনতা হইতে তমসার নিষ্ক্রমণ]

তমসা। কোথা যাও! যাইওনা। দাঁড়াও দেবতা

[সূর্য্যমল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান]

দাঁড়াও মুহূর্ত্তকাল; [রায়মলের পদতলে পড়িয়া]

শুন মহারাজ!

কিছু বলিবার আছে—

সূর্য্য। নারী উন্মাদিনী;

শুনিওনা এর কথা—

তমসা। শুনিতে হইবে।

সূর্য্যমল। তার পূর্ব্বে বধ কর আমারে।

তমসা। শুনিবে

তুমিও সে কথা।—তবে শুন মহারাজ!

দোষী নহে স্বামী। দোষী আমি। জ্বালায়েছি

আমি এ বিদ্রোহবহ্নি। দিয়াছি মন্ত্রণা

আমি। আমি ডাকিয়াছি মালবে চিতোরে।

আমার এ ষড়্‌যন্ত্র—আমার।

রায়মল। তোমার?

তমসা। আমার। তবে এ কার্য্য কেন করিলাম?

জিজ্ঞাসা করিবে? শুন, কেন করিলাম।

সূর্য্যমল। শুনিওনা মহারাজ!—রাখ এ মিনতি।

তমসা। শুনিতে হইবে। আমি কলঙ্ক কাহিনী

রটাইব আপনার, উদ্গারিব বিষ ;
করিব স্বীকার পাপ—শুন মহারাজ !
জানিতে সারঙ্গদেবে ?—সে পুত্র আমার !
তথাপি তাহার পিতা নহে সূর্য্যমল।

রায়মল। সত্য ! উন্মাদিনী নারী !—

তমসা। উন্মাদিনী আমি,
কিন্তু যাহা কহিতেছি, নহে সে প্রলাপ।
—তাহাকে করিতে এই মেবারের রাণা
করিয়াছিলাম আমি এ গূঢ় মন্ত্রণা।
—ব্যর্থ হইয়াছে তাহা। না আসিত যদি
পৃথ্বী এ সমবে, তাহা সফল হইত।
কে দিল পৃথ্বীকে জানো বিদ্রোহ সংবাদ,
অনুরোধ করি' যোগ দিতে এ সংগ্রামে,
আসিয়া রাণার পক্ষে ?—এই সূর্য্যমল।

রায়মল। সূর্য্যমল !!! আপনি বিদ্রেহী !!! সত্যকথা
সূর্য্যমল ?—

তমসা। সত্যকথা। পতিত যগুপি
এই ষড়্যন্ত্রজালে স্বামী, তবু তিনি
বুঝিলেন যেইক্ষণে স্বকীয় প্রমাদ—
লিখিলেন এক পত্র ভ্রাতুষ্পুত্রে, আসি'
দিতে এ সমরে যোগ চিতোরের সনে।

পৃথ্বী। ইহা সত্য কথা পিতা। জানিনা কি হেতু

করিনাই এই সত্য পিতাব গোচর
এতদিন।

তমসা। করিলাম সত্য অনাবৃত।
এই মূল বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড দাও।

রায়মল। অবধ্য রমণী।

সূর্য্যমল। কেন কহিলে তমসা,
আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কলঙ্ক কাহিনী?

তমসা। কেন কহিলাম! পূর্ব্বে কদাপি জীবনে
করিনাই পুণ্য কর্ম্ম,—আজ করিলাম।
ভাবিওনা স্বামী, চাহি মার্জ্জনা তোমার।
সেই অধিকার রাখি নাই। আজীবন,
করিয়াছি ছল, ভাণ করিয়াছি প্রেম,
শুদ্ধ স্বার্থসিদ্ধি হেতু।—চাহিনা মার্জ্জনা;
তবে পুণ্য কভু করি নাই; নাহি জানি
কি সুখ তাহার, তাই দেখিলাম আজ।
দেখিলাম তাহে সুখ আছে, বড় সুখ;
পাপ কর্ম্ম লব্ধ সুখ চেয়েও অধিক
সে সুখ।—আরম্ভ করিলাম জীবনের
নূতন অধ্যায় আজি। নারীর জীবন
যাহা এত তুচ্ছ, ঘৃণ্য—রাজদণ্ড, সেও,
তাহারে করিতে স্পর্শ ঘৃণা বোধ করে;—

সে জীবন, যথাসাধ্য, উৎসর্গ করিব
আজি হতে পুণ্য কর্ম্মে, পরহিত ব্রতে। [প্রস্থান]

রায়মল। প্রহরী এক্ষণে মুক্ত কর সূর্য্যমলে। [নিষ্ক্রান্ত]

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রাণার অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—প্রভাত।

শূরতান ও তাহার রাণী।

শূরতান। তোমাকে বরাবর বলে' এসেছি রাণী, যে চুপ করে' বসে' থাক; ঘটনাগুলি আপনিই ঠিক থাপে থাপে বসে' আসবে। দেখ, তাই হোল কি না। ঘটনাপরম্পরা এমন মোলায়েম ভাবে ঘটে' আস্‌ছে, যে এর পরে যে কি হবে বোঝা যাচ্ছে না।

রাণী। আবার কি হবে?

শূরতান। এক চিতোরের রাণাও হতে পারি, চাই কি তুর্কীর বাদ্‌শাহও হতে পারি। এই দেখ তোড়া উদ্ধার হল; আমি এখন যে রাজা সেই রাজা। তার উপরে মেয়ের এমন এক পাত্র জুটলো যে আমি এক নিঃশ্বাসে একেবারে রাজা রায়মলের বেহাই হয়ে' পড়্‌লাম। তার উপরে আবার শুনছো যে রাণা ঘোষণা করেছেন যে তিনি মাসাধিক পরে পৃথ্বীকে যৌবরাজ্যে

অভিষিক্ত কর্ব্বেন। তা'লেই দাঁড়াল এই, যে পৃথ্বী হোল মহারাণা, তারা হোল মহারাণী—আমি আর একদৌড়ে একেবারে মহারাণার শ্বশুর।

রাণী। এই গৌরব নিয়ে অহঙ্কার কর্ত্তে লজ্জা করে না? এ পরদত্ত সাম্রাজ্য ভোগ করার চেয়ে বনবাসী থাকা ভালো।

শূরতান। এই স্ত্রীলোক জাতটাকে কোন রকমেই সন্তুষ্ট করা যায় না। যখন বনবাসী ছিলাম তাতেও ঘ্যানর ঘ্যানর। আর আজ রাণার বেহাই স্বরূপ নিমন্ত্রিত হ'য়ে, চিতোরে এসে যে রাজভোগ খাচ্ছি; তাতেও সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। ফলকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে—ঘ্যানর ঘ্যানর করাই স্ত্রী-জাতির স্বভাব,—"যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ।" আচ্ছা, এ পরদত্ত রাজ্য না হয় চুলোয় যাক—এই রাজ-ভোগ চুলোয় যাক্। কিন্তু তারার এর চেয়ে কি সৎপাত্র মিলতো?

রাণী। সে সৎপাত্র বিধাতা জুটিয়ে দিয়েছেন।

শূরতান। যোগ্য ব্যক্তিকেই বিধাতা ঐরকমই জুটিয়ে দেন।

রাণী। তুমি ত সে বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলে।

শূরতান। আর তুমি তৎপর হ'য়ে ত সবই করেছিলে। ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে ত এক রায়মলবিভ্রাট ঘটিইছিলে।

রাণী। কেন সে কি মন্দ হত?

শূরতান। মন্দ! তারার তার চেয়ে, ওই যে দেখ্‌ছ একটা ষাঁড়, ঐ

ষাঁড়টাকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল। বিয়ে কল্লে আর কি!

রাণী। বিয়ে কর্ত্ত কিনা দেখ্‌তে, যদি ঐ মোহিত সিংহ অন্তরায় না হোত।

শূরতান। এঃ স্ত্রীজাতিটা নিরেট। যদি তার মাথার উপর গৌতম মুনির তর্কশাস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে মারা যায় তা'লে সে ন্যায়-শাস্ত্রটাই চূর্ণ হয়, তার মাথার কিছু হয় না।—মোহিত সিং কি কল্লে! সে ত জয়মল আসার আগেই চলে' গিইছিল।

রাণী। চলে' গিইছিল বটে। কিন্তু আমি পরে জেনেছি যে সে তারার হৃদয়ে তার মূর্ত্তি মুদ্রিত করে' রেখে চলে' গিইছিল!

শূরতান। বটে! তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত করে' চলে' যাইনি ত?—[গম্ভীর ভাবে]—রাণী তা হোত না।

রাণী। কি হোত না?

শূরতান। মোহিতকেও বিয়ে কর্ত্ত না, জয়মলকেও বিয়ে কর্ত্ত না। তার নজর আমি চিরকাল দেখেছি রয়েছে ঐ চিতোর সিংহাসনের দিকে।—আর সে জানে যে পৃথ্বী একদিন না একদিন সে সিংহাসনে বসবেই। একি ছেলের হাতের মোয়া! তারা আমার মেয়ে ত বটে।—আমি বরাবর ওঁত পেতে আছি, তাই এতদিন চুপ করে' ছিলাম।

রাণী। তুমি আবার কি কল্লে। ঘটনা পরম্পরায় এরকম ঘটে' গেল।

শূরতান। রাণী! যারা চুনোপুঁটি ধরে তারা জল ঘুলিয়ে পাঁকের দুর্গন্ধ উঠিয়ে পুকুরময় জাল ফেলে বেড়ায়। কিন্তু যারা রুই কাৎলা ধরে, তারা জালটি পেতে চুপ করে' বসে' থাকে।—এখন চল রাজভোগের যথাযোগ্য ব্যবহার করা যাক্ গে—,সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচালনা করে' স্থূল শরীরটা—একটু কাতর হ'য়ে পড়েছে।

রাণী। [সহাস্যে] বিধাতা তোমাকে ভোজনপ্রিয় ব্রাহ্মণ না করে' ক্ষত্রিয় কল্লেন কেন?

শূরতান। বিধাতার ও রকম ভুল আরও দুই একটা তোমাকে দেখিয়ে দেব। একটা মাত্র এখন দেখিয়ে দিচ্চি—এই তিনি যদি তোমাকে নারী না করে' পুরুরাজের হাভিলদাররূপে সৃষ্টি কর্ত্তেন,তা'লে সম্ভবত সেকেন্দার সাব সঙ্গে যুদ্ধে পুরুরাজ হার্‌তেন না।—চল।

[উভয়ের প্রস্থান]

[বিপরীত দিক্ হইতে পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। আমি শুন্তে চাইনি। হঠাৎ কাণে এল। বুঝিছি সব-বুঝিছি। জলের মত সাফ হ'য়ে গিয়েছে। আমি এদের পার্থিব উন্নতির পথে সোপান মাত্র?—ষড়্‌যন্ত্র! ষড়্‌যন্ত্র! না। তাই বা বলি কেন? আমি নিজেই ত ধরা দিইছি। মোহিত সিং কে?—এ মোহিত সিং তবে

তারার প্রণয়ী ছিল।—আরও কত প্রণয়ী ছিল কে জানে!—তা নৈলে জয়মল তারার শয়নাগারে প্রবেশ কর্ত্তে সাহস করে?—তা নৈলে তারা একটা রাজ্যের জন্য আপনাকে বিক্রয় করে? পিতৃব্য পত্নীর মুখে সেই ভীষণ স্বীকারকাহিনী শোনার পরে আর কিছুই অবিশ্বাস হয় না। সবই সম্ভব! তারার ইতিহাস দেখ্‌ছি অবিকল সেই একই ইতিহাস!—সব স্ত্রীরই কি তাই? এত আদর, আগ্রহ, সেবা, শুদ্ধ স্বামীর অর্থের মানের ক্ষমতার জন্য? ঘৃণা জন্মে' গিয়েছে। এই সমস্ত নারী জাতিটার উপরেই ঘৃণা জন্মে' গিয়েছে—এই যে তারা আস্‌ছে।

[তারার প্রবেশ ও সঙ্কুচিতভাবে দ্বারদেশে অবস্থিতি]

পৃথ্বী। কি চাও?

তারা। [নীরব]

পৃথ্বী। নীরব রৈলে যে?

তারা। তুমি কি কোথাও যাচ্ছ?

পৃথ্বী। হাঁ যাচ্ছি—সিরোহী রাজ্যে—।

তারা। কেন? সহসা?

পৃথ্বী। কেন!—[স্বগত] আচ্ছা না হয় বল্লামই বা।—[প্রকাশ্যে] সেদিন যমুনা চিঠি লিখেছিল জানো?—যমুনা একবার আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছে।

তারা। [অধোমুখে] আমি সঙ্গে যাবো?

পৃথ্বী। না।

তারা। কেন নাথ?

পৃথ্বী। সব কথা শুনে কোন ফল নাই, তারা।

তারা। [ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া] নাথ! একদিন ছিল, যে আমাকে সব কথা খুলে বল্‌তে।

পৃথ্বী। সে দিন আর নাই, তারা।

তারা। কেন স্বামী! কি দোষ করেছি?

পৃথ্বী। [স্বগত] ঠিক এক রকম। পিতৃব্যপত্নীও ঠিক এই রকম বল্‌তেন।

তারা। আমি লক্ষ্য করেছি নাথ, যে এই মাসাধিক কাল আমার প্রতি তোমার সে প্রেম, সে নির্ভর, সে বিশ্বাস নাই।

পৃথ্বী। কিছুই চিরদিন থাকে না তারা।

তারা। থাকে। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ চিরদিন থাকে। এ ভঙ্গুর সংসারে এই এক সম্বন্ধ চিরস্থায়ী—পর্ব্বতের মত অটল, সমুদ্রের মত গভীর, নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল। এ সম্বন্ধ ইহকালের, এ সম্বন্ধ পরকালের! এ সম্বন্ধ ঘোচেনা প্রভু।

পৃথ্বী। উঃ কি ভয়ঙ্কর!

তারা। আমি যদি কোন অপরাধ করে' থাকি ক্ষমা কর। তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাসী। তোমার কাছে আমার অপরাধ পদে পদে।—ক্ষমা কর।

পৃথ্বী। [স্বগত] পিতৃব্যপত্নীও, ঠিক এই রকম বল্‌তেন।—ভারি মিল্‌ছে। [প্রকাশ্যে] তারা!—[দীর্ঘনিঃশ্বাস]

তারা। [পদতলে পড়িয়া] বল, আমি কি দোষ করেছি।

পৃথ্বী। ওঠ তারা, বল্‌ছি কি দোষ করেছো। [সস্নেহে তারার হাত দুইটি ধরিয়া]—তারা! তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে কেন?

তারা। তুমি জানোত সব।

পৃথ্বী। [হস্ত ছাড়িয়া কঠোর স্বরে] জানি সব জানি। আর তুমি ভাবচ আমি যা জানি না, তাও জানি।

তারা। কি জানো?

পৃথ্বী। তোমার ভূত জীবনের ইতিহাস। সে কথা যাক্!—তারা! তুমি চেইছিলে তোমার পিতার হৃত রাজ্য, তা পেয়েছো। তোমার যে দাম চেইছিলে, তা পেয়েছো। আর কি চাও? তোমার পিতা মাতা তোমার রূপের ফাঁদ পেতেছিলেন, রাণার বেহাই হবার জন্য। সে ফাঁদে পড়ে' অবোধ বেচারী ভাই জয়মল মারা যায়; সে ফাঁদে আমি ধরা পড়িছি।—তোমরা সবাই যা চেয়েছিলে তা পেয়েছো। আরো কি চাও? বল দিচ্ছি।—হা ঈশ্বর!—নারীরূপের কি ফাঁদই তৈর করেছিলে! [প্রস্থান]

তারা। নাথ! এ কথা না বলে' বুকে ছুরি বিঁধিয়ে গেলেনা কেন?—অহো ভগবন্!—এতদূর!

[নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—প্রভুরাওর বিলাস কক্ষ।—কাল—রাত্রি।

প্রভুরাও ও পারিষদবর্গ।

সম্মুখে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য।

প্রভু। বাহবা বাহবা! নাচো আবার নাচো! রূপের ফোয়ারা তুলে দাও।

পারিষদবর্গ। [সঙ্গে সঙ্গে] ফোয়ারা তুলে দাও।

প্রভু। মর্ত্ত্যে নামিয়ে নিয়ে এস স্বর্গরাজ্য। জীবনের সার হচ্ছে সৌন্দর্য্য। আর সৌন্দর্য্যের সারই হচ্ছে নারী।—এই ঢালো।

পারিষদবর্গ। এই ঢালো।

প্রভু। নারী শব্দে ১৫ থেকে ২০ বৎসরের বয়স পর্য্যন্ত চলনসৈ অসম্পর্কীয়া সব নারী বোঝায়।—কিন্তু স্ত্রীবাদ।

পারিষদবর্গ। হাঁ হাঁ অমরকোষে এই রকম লেখে বটে।

প্রভু। লেখে বটে?—হিঃ হিঃ হিঃ!

পারিষদবর্গ। হিঃ হিঃ হিঃ!

প্রভু। স্ত্রী জিনিষটা কি রকম জানো!—এই বেজায় একঘেয়ে!

পারিষদবর্গ। বেজায়, মহারাজ।

প্রভু। কিন্তু নারী জিনিষটা কিরকম জানো? এই পঞ্জিকা রকম আর কি;—অন্তত বছর বছর একখানা করে' নূতন চাই। হিঃ হিঃ হিঃ!

পারিষদবর্গ । হিঃ হিঃ হিঃ !

১ পারিষদ । মহারাজের মুখে আজকে রসিকতার খৈ ফুটছে দেখছি।

২ পারিষদ । আর মদ নৈলে যা প্রকৃত রসিকতা কি হয় দাদা ।

প্রভু । বটে--তবে আরো ঢালো—এই রূপসিরা—

পারিষদবর্গ ও নর্ত্তকীদিগের গীত ।

ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো, আরো ঢালো ।
রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরা লাগে ভালো, ভারি লাগে ভালো ।
স্বর্ণ পাত্রে ঝর তুমি সুরা,
সরসরক্ত অধর মধুরা,
চুম্বন দাও, শিরায় শিরায লালসা বহ্নি জ্বালো জ্বালো ।
আমরা ঢালিব রূপের আহুতি, জ্বলিবে দ্বিগুণ কামানল ;
কামের সাগরে উঠেছি আমরা উর্ব্বশী, তুমি হলাহল ;
আমরা ঝড়ের মত বয়ে' যাই ;
বন্যার মত এস তুমি ভাই ;
সর্ব্বনাশটি না করিয়া আজ যাবনা লো সখি যাবনা লো ।

[চন্দ্ররাওর প্রবেশ]

প্রভু । চন্দ্ররাও যে ! খবর কি ?

চন্দ্র । ভারি সুখবর, মহারাজ, ভারি সুখবর ।

প্রভু । কি রকম !—কি রকম !

চন্দ্র । পৃথ্বী—

প্রভু । আবার "পৃথ্বী" । 'জ্বালাতন কল্লে যে ।—"পৃথ্বী" ছাড়া কি আর কথা নেই ?

চন্দ্র। তাইত বোধ হচ্ছে! রাস্তায় ঘাটে, মাঠে, যেখানে যাই কেবল "পৃথ্বী" রবই শুনছি। কুলবধূদের মুখে ঐ নাম, চারণ কবিরা ঐ নাম গাচ্ছে; সভায় মন্দিরে—

প্রভু। থাক্ থাক্। তার কি হয়েছে বলে' ফেল। সে মরেছে বল্‌তে পারো?

চন্দ্র। আজ্ঞে সে ছেলেই নয়! বরং এই সপ্তাহ দুই পরে তার অভিষেক। রাণা অবসর নিচ্ছেন। এখন পৃথ্বীই রাণা হচ্ছে।

প্রভু। পৃথ্বী রাণা?

চন্দ্র। কেন রাণার ছেলে রাণা হবে এর মধ্যে আশ্চর্য্যটা কি দেখ্‌লেন? আপনার দুঃখ কিসের!

প্রভু। পৃথ্বী আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। আবার তুমি বল আমার দুঃখ কিসের?—প্রতারণা! প্রতারণা!—সঙ্গ সন্ন্যাসী, জয়মল মৃত, পৃথ্বী নির্ব্বাসিত, এতে আমার রাণা হবার কথা ছিলনা?—প্রতারণা! চুরি! ধাপ্পাবাজি! —আমি তাই রাণার মেয়েকে এত দিন পুষেছি। আজ, আমি তাঁকে মেরে বাড়ীর বার করে' দেবো।—এই কে আছিস্?

[দৌবারিকদ্বয়ের প্রবেশ।]

প্রভু। যা রাণীকে এখানে এক্ষণেই নিয়ে আয়। শুধু নিয়ে আসবিনে, কুকুরের মত শিকল দিয়ে, বেঁধে নিয়ে আয়।

দৌবারিকদ্বয়। যে হুকুম মহারাজ [প্রস্থান]

চন্দ্র। মহারাজ!

প্রভু। চোপ রহো!

[পারিষদবর্গ নিস্তব্ধ]

চন্দ্র। আমি তবে আসি মহারাজ। [প্রস্থান]

প্রভু। —ষড়যন্ত্র!—রাণা ছেলেকে নির্ব্বাসিত করেছিল। তা'কে আবার ডেকে পাঠিয়েছে শুদ্ধ আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য।—এতদূর জোচ্চোরি!—ঢালো—এই ঢালো।

পারিষদবর্গ।—এই ঢালো।—চলুক গান চলুক।

নর্ত্তকীদিগের গীত।

"ঢালো, আরো ঢালো" ইত্যাদি

প্রভু। এই চোপরও।

পারিষদবর্গ। চোপরও।

প্রভু। আমি আজ প্রতিশোধ নেবো! প্রতিশোধ নেবো [পরিক্রমণ] জোচ্চোরি!

[শৃঙ্খলাবদ্ধ যমুনার প্রবেশ]

দৌবারিক। মহারাজ! এনেছি।

প্রভু। এনেছিস্ বেশ করেছিস্।—এই যমুনা!

যমুনা। [নীরব]

প্রভু। আমি আজ তোকে অপমান কর্ব্ব।

যমুনা। অপমান রোজত কর্চ্ছই। বাকি রেখেছো কি?

প্রভু। যে টুকু বাকি রেখেছি, সে টুকু আজ কর্ব্ব। আজ তোকে জুতো মেরে আমার বাড়ী থেকে বের করে' দিব।

যমুনা। তাই দাও! এ আপদ দূর হোক। তাই দাও! আর সহ্য হয় না।

প্রভু। না; তোকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলে শুধু হচ্ছে না। তোকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো।

যমুনা। আমার অপরাধ কি মহারাজ?

প্রভু। তোর অপরাধ যে রায়মল তোর বাপ, আর পৃথ্বী তোর ভাই।

যমুনা। এই অপরাধ! এ অপরাধ আমি স্বীকার করি, মহারাজ! তার জন্য যা শাস্তি দিবে দাও, মাথা পেতে নেবো। তাই এ জীবনের সান্ত্বনা অপমানে অহঙ্কার। আমি যে তোমার এত অত্যাচার সহ্য কচ্ছি, তা এই মনে করে', যে আমি রাণার মেয়ে, পৃথ্বীর বোন; আমার অপমান নাই; তা এই মনে করে' যে ইচ্ছা কল্লেই এ অপমানের প্রতিকার কর্ত্তে পারি। তবে প্রতিকার করিনা—কারণ তুমি যাই হও, আমার স্বামী;—প্রতিকার করিনা কারণ আমি হিন্দুনারী—যে হিন্দুধর্ম্মে শিক্ষা দেয় যে স্বামী পাষণ্ড হলে'ও সে নারীর দেবতা।—তাই এত দিন এত সহ্য করেছি;—অপমান গা পেতে নিইছি। বুক ফেটে গিয়েছে তবু সহ্য করেছি, প্রাণ জ্বলে' গিয়েছে তবু সহ্য করেছি, চখের জলে বুক ভেসে গিয়েছে তবু

সহ্য করেছি। নৈলে আমি কি মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য তোমার দুয়ারে পড়ে' আছি মনে কর?—আমি—যার বাপ রাণা রায়মল, যার ভাই ভুবনবিখ্যাত পৃথ্বীরাজ?

প্রভু। বটে! তোমার অহঙ্কার চূর্ণ কচ্ছি। আমি যদি তোকে এখেনে পদাঘাত করি, তোর বাপই বা কি কর্ত্তে পারে। আর তোর ভাইই বা কি কর্ত্তে পারে?

[কেশাকর্ষণ ও পদাঘাত; যমুনার পতন]

[পঞ্চ সৈনিক সহ বেগে পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। প্রভুরাও একি? [গলদেশ ধারণ ও পারিষদবর্গের চীৎকার করিয়া পলায়ন]

প্রভু। কে? এ্যাঁ পৃথ্বীরাজ? ছাড়ো।

পৃথ্বী। [ছাড়িয়া, অসি নিষ্কাশিত করিয়া] খোল তরবারি।

প্রভু। এ্যাঁ তরবারি খুলবো কেন? এই—কে আছিস্?

পৃথ্বী। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন? মর বীরের মত মর। আজ তোমার অন্তিম দিন। কি! তরবারি খুলিবেনা? [গলদেশে ধাক্কা ও প্রভুর পতন তাঁহার উপরে বসিয়া] প্রভুরাও এই তোমার শেষ মুহূর্ত্ত। ইষ্টদেবের নাম জপো। [তরবারি উত্তোলন]

প্রভু। [সকাতরে] ক্ষমা কর পৃথ্বীরাজ।

পৃথ্বী। ক্ষমা চাও যমুনার—তার পায়ে ধরে' ক্ষমা চা' কাপুরুষ

প্রভু। যমুনা! পায়ে ধরি, ক্ষমা কর।

যমুনা। মেজদাদা! ইনি যাহাই হোন্ আমার স্বামী। এই মুহূর্ত্তে এঁকে ছেড়ে দাও।

পৃথ্বী। [ছাড়িয়া স্বগত] এঁ্যা! রমণী এরূপও দেখ্‌ছি হয়!—তাইত।—[প্রকাশ্যে] আচ্ছা। ছেড়ে দিলাম এবার, প্রভুরাও। মনে থাকে যেন যে এবার যমুনার কৃপায় তুমি প্রাণ পেলে। [ধাক্কা দিয়া] কেমন মনে থাক্‌বে?

প্রভু। থাক্‌বে।

পৃথ্বী। ভবিষ্যতে শুনিছি যে এর গায় আঁচড়টি লেগেছে, কি তুমি গিয়েছ জেনো। যমুনা পৃথ্বীর বোন্; মনে থাক্‌বে?

প্রভু। খুব থাক্‌বে।

পৃথ্বী। চল যমুনা গৃহাভ্যন্তরে। এ মাতালের আড্ডা থেকে চল।

[পৃথ্বীর ও যমুনার প্রস্থান]

প্রভু। [দন্ত ঘর্ষণসহ] পৃথ্বী! এর প্রতিশোধ নেবো!—উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবো। না নেই, আমার নাম প্রভুরাও নহে। [প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

স্থান—উদ্যান। কাল—সায়াহ্ন।

একাকিনী তারা।

গীত।

কে পারে নিবারিতে হৃদয়েরি বেদনা,
সে বিনে নিজ করে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে নিবারে, যে তারে গেছে প্রাণে ঘিরে' সে বিনে ঃ

তারা। কেন আজ হৃদয় আকুল বারংবার
নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু। কাঁপে বক্ষঃস্থল।

[পদবিক্ষেপসহ পুনরায় গীত]

নাহি আর মধু রে মধুর অধরে;
শরত চাদিমা চরণে লুটায় অনাদরে;
হাসে কি গগন, ঘন ঘন আবরিলে তারে?
বিফলে চন্দ্রমা তারা রাজি ভায় তায় রে।
কে পারে—

সত্য!—ভাবিলেন তিনি, এত নীচ আমি!
মনেও আসিল তাঁর?—হায়!—

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরিচারিকা। যুবরাণী—

তারা। আমি যুবরাণী নহি—আমি শুদ্ধ "তারা"।

পরিচারিকা। কেন রাজপুত্রি ?

তারা। "কেন" বলিতে চাহিনা।
নহি যুবরাণী, নহি রাজপুত্রী।—আমি
শুদ্ধ "তারা"!—ততোধিক সম্মান চাহি না।

পরিচারিকা। আমরা সামান্য নারী! বুঝিনাক অত
নামের মহিমা। যাহা বলিয়া এসেছি
এত দিন, তাহাই বলিব। রাজপুত্রী!
চাহে একজন নারী সাক্ষাৎ তোমার!

তারা। কিরূপ সে নারী ?

পরিচারিকা। অতি দুঃখিনী।

তারা। দুঃখিনী ?
নিয়ে এস [পরিচারিকার প্রস্থান]

তারা। করিয়াছ বড়ই অন্যায়
দোষারোপ। প্রাণেশ্বর!—আমি রাজ্য চাহি!
বুঝিলেনা এতদিনে আমারে প্রাণেশ!

[পুনরায় গীত।]

কে পারে—।

[তমসা ও পরিচারিকার প্রবেশ]

তারা। কে তুমি ?

তমসা। চিনিতে নাহি পারিবে।—নাহিও
চিনিবার প্রয়োজন।

তারা। কি চাহো রমণী!

তমসা। তোমার মঙ্গল চাহি!—

তারা। আমার মঙ্গল?

তমসা। তোমার মঙ্গল।—তারা! কোথা পৃথ্বীরাজ?

তারা। সিরোহী নগরে।

তমসা। তুমি সঙ্গে যাও নাই?

তারা। আমি সঙ্গে যাই নাই।

তমসা। এক্ষণেই যাও।

তারা। কি হেতু রমণী!

তমসা। সব বুঝিতে নারিবে।
তবে এইমাত্র কহি—যমুনার স্বামী
প্রভুরাও, ভাল নাহি বাসে পৃথ্বীরাজে।
তাহার স্বভাব হেন, বিষ দিতে পারে
আহারে, ছুরিকা পৃষ্ঠে বসাইতে পারে।

তারা। জানো 'তারে'?

তমসা। খুব জানি! ভাল করনাই
সঙ্গে যাও নাই তুমি।. এক্ষণেই যাও। [প্রস্থান]

তারা। বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি।—তাই মুহুর্মুহু
কাঁপে বক্ষঃস্থল; চক্ষে ভরে' আসি বারি;
কেন ছেড়ে দিলাম প্রাণেশে। যেইখানে

যাইতেন, যাইতাম সঙ্গে ; এইবার
কেন নাহি যাইলাম ?—একি বারংবার
কহিছে কে কর্ণে যেন থাকিয়া থাকিয়া
"আর দেখা হইবেনা।"—জগদীশ হেন
হোয়োনা নিষ্ঠুর। দিও ফিরায়ে তারারে
তাহার নয়নতারা।—যাই, আমি যাই,
তোমার সকাশে নাথ। রাখিও, ভবানী !
প্রাণেশ্বরে, যতক্ষণ আমি নাহি আসি।
—আর নাই অভিমান ; আর ক্রোধ নাই ;
লাঞ্ছনার ক্ষত নাই ; অপমান নাই।
নাথের বিপদ, আর মূঢ় অভিমানে,
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আমি বসিয়া এখানে ?
ক্ষমা কর জীবন সর্ব্বস্ব !—প্রাণেশ্বর
ক্ষমা কর। আসিতেছি আসিতেছি, আমি।

[নিষ্ক্রান্ত]

সপ্তম দৃশ্য।

স্থান—প্রভুরাওর সজ্জিত অন্তঃপুর কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন।

একাকী পৃথ্বী।

পৃথ্বী। [পাদচারণ সহ] হৃদয় ব্যাকুল ফিরে যাইতে চিতোরে।
টানিছে আমারে গৃহে নিত্য অভিমানে,
সজল নির্ম্মল স্বচ্ছ নীল চক্ষুদুটি।
বুঝিয়াছি ভ্রম—করিয়াছি অবিচার!
ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরি! চিরদিন আমি
হেন উগ্র অসংযত।

[প্রভুরাওর প্রবেশ]

প্রভু। পৃথ্বী! তবে তুমি
অদ্যই যাইবে?

পৃথ্বী। আমি অদ্যই যাইব।

প্রভু। ভাবিও না আসিয়াছ কুটুম্বের বাড়ী—
এ তোমার বাড়ী, পৃথ্বী। আরো দুইদিন
থেকে যাও।

পৃথ্বী। না অদ্যই যাইতে হইবে।

প্রভু। [স্বগত] যাইতে হইবে বটে। আর ফিরিবে না
[প্রকাশ্যে] বুঝিয়াছি; চিতোরের বাতায়ন পথে,
পথ চেয়ে আছে কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুদুটি।

পৃথ্বী। সত্য কথা, প্রভুরাও!

প্রভু। [স্বগত] থাকুক না চেয়ে ;
এ জীবনে ঘুচিবেনা সেই চেয়ে থাকা।

[যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। দাদা যাইতেছ ?
পৃথ্বী। বোন্! যাইতেছি আমি।
—তবে যাই !
যমুনা। বল "আসি।"—কর মিষ্টমুখ ;
স্বহস্তে মিষ্টান্নপাক করিয়াছি আমি,
আনিয়া দিতেছি ভাই। [প্রস্থান]
প্রভু। আমিও এনেছি—
সিরোহীর সর্ব্বোত্তম মোদকের হস্তে
প্রস্তুত করায়ে, শ্রেষ্ঠ মদক এক্ষণে,
তোমার—তারার জন্য,--দেখ দেখি ভাই,
কিরূপ করিল।
পৃথ্বী। দাও, সঙ্গে লয়ে' যাই।
প্রভু। না এখানে খেয়ে দেখ, আমার সম্মুখে ;
নহিলে কি তৃপ্তি হয় ?
পৃথ্বী। থাকুক না প্রভু।
প্রভু। না, খাও, নহিলে ছাড়িব নয়।
পৃথ্বী। দাও তবে,
অবিলম্বে।

প্রভু। এই লও [মিষ্টান্ন প্রদান]

পৃথ্বী। [মিষ্টান্ন ভক্ষণ]

প্রভু। কিরূপ করিল।

পৃথ্বী। উত্তম !—সামান্য কটু।

প্রভু। [স্বগত] পূর্ণ মনস্কাম,
এতদিনে পৃথ্বীরাজ !

পৃথ্বী। যাইবে ত তবে
তুমি অভিষেকদিনে।

প্রভু। নিশ্চয় যাইব।

পৃথ্বী। একি বড় ঘুরিতেছে মস্তক।

প্রভু। [স্বগত] ঔষধ
ধরিয়াছে।

[মিষ্টান্ন-পাত্র হস্তে যমুনার প্রবেশ]

পৃথ্বী। ঘুরিতেছে মস্তক—যমুনা
জল আন।

যমুনা। ঘুরিতেছে মস্তক ! কি হেতু ?

[প্রস্থান]

পৃথ্বী। [অস্থিরভাবে] প্রভুরাও ! সত্য কহ—একি প্রবঞ্চনা ?
মিষ্টান্নে দিয়াছ বিষ ?

[জল লইয়া যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। এই জল নাও।

পৃথ্বী। [জলপান করিয়া] সত্য বল প্রভুরাও—একি প্রবঞ্চনা ?

প্রভু। আর বঞ্চনায় নাহি কোন প্রয়োজন!
সত্য পৃথ্বী! খাইয়াছ যে মদক আজি
বিষাক্ত মদক তাহা।

পৃথ্বী বিষাক্ত? কে দিল
বিষ?

প্রভু। আমি দেওয়ায়েছি।

পৃথ্বী। একবার তবে
কহিয়াছ সত্যকথা, প্রভুরাও, তুমি
এজীবনে!—জানিতাম তুমি নীচ ক্রূর,
কিন্তু এত নীচ, এত ক্রূর, ভাবি নাই।
—কেন দিলে বিষ প্রভুরাও?

প্রভু। পৃথ্বীরাজ!
লইয়াছি প্রতিশোধ তোমার দাম্ভিক
অপমানরাশির।—হইয়াছিল প্রায়
কর্ণরোধ, শুনিতে শুনিতে পথে গৃহে
অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত, পৃথ্বীর যশোগীতি;
হইয়াছি নিয়ত হিংসায় জর্জ্জরিত;
পৃথ্বীরাজ! আজি লইয়াছি প্রতিশোধ।

পৃথ্বী। অত্যুত্তম প্রতিশোধ। প্রভুরাও!—হায়!—
যমুনার স্বামী তুমি। কি আর বলিব!—

যমুনা। ডাকি বৈদ্যে।

প্রভু। নাহি বৈদ্য এ তিন ভুবনে,
এ বিষের প্রতিকার করিতে যে পারে।

পৃথ্বী। কাজ নাই বৈদ্যে আর।—যমুনা! যমুনা!—
ছাড়িয়া যেওনা শেষ সময়ে আমারে।
অধিক বিলম্ব নাই আমার মৃত্যুর;
বিশ্ব অন্ধকার হয়ে' আসে।

প্রভু। সত্যকথা—
অধিক বিলম্ব নাই যমুনা! প্রেয়সি!
বড় যে করিতে গর্ব্ব পৃথ্বীর।—এখন!

যমুনা। [জানু পাতিয়া] জগদীশ! রক্ষা কর; বুঝিতে পারি না
স্বামী মোর নর, কিম্বা নরকের কীট।
মানুষ কি এও হয়? এত নীচ হয়?
এত খল হয়? এত কাপুরুষ হয়?
দিতে পারে যেই নর, হেন অনায়াসে
বিষাক্ত মদক তুলি অতিথির মুখে;
বিশ্রব্ধ অতিথি—যে অতিথি এক দিন
তার প্রাণদাতা; যে অতিথি এত উচ্চ,
উদার, মহৎ, যে এ নিখিল বিশ্বকে
সরল উদার ভাবে।—দেব!—ওকি নর?
বোধ হয় অন্যরূপ। বোধ হয় যেন
দেখিতেছি রহিয়াছে অদূরে পড়িয়া
ঘৃণ্য সরীসৃপ কোন মিশিয়া কর্দ্দমে।

পৃথ্বী। যমুনা—যমুনা।

প্রভু। যমুনা ডাকিছে ভাই।
"প্রাণের ভাইরে" বলে' ডাক একবার। [প্রস্থান]

পৃথ্বী। যমুনা যমুনা! ছোট বোনটি আমার—

যমুনা। [পৃথ্বীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া]
ক্ষমা কর ভাই। আজি আমার আহ্বানে,
আসিয়া আমার গৃহে, আমার অতিথি
আমার পালন হস্তে—তোমার এ দশা?
তুমি রক্ষা করিলে আমারে, কিন্তু আমি
নাহি পারিলাম রক্ষা করিতে তোমারে। [ক্রন্দন]

পৃথ্বী। কাঁদিওনা বোন্—এক মিনতি আমার—
কহিও তারারে,—আমি মরণ সময়ে—
চাহিয়াছিলাম—তার মার্জ্জনা।—যমুনা—
—চক্ষু হ'তে—নিভে যায়—নিখিল জগৎ—
কহিও সে কথা—ভুলিওনা—তবে যাই। [মৃত্যু]

যমুনা। [উচ্চ স্বরে] দাদা দাদা! দাদা!—দীপ নিভিয়া গিয়াছে
সোনার পিঞ্জর হ'তে সন্ধ্যার আকাশে
উড়িয়া গিয়াছে পাখী। কি করিব রাখি'
পিঞ্জর ধরিয়া ক্রোড়ে—[মস্তক ভূমিতলে রাখিয়া
দাঁড়াইয়া] তবে যাও ভাই—
যাও সে অমর ধামে। আসিতেছি পিছে
আমরা;—ঔদার্য্য বীর্য্য স্নেহের আধার

ছিলে তুমি। তব যশোগীতি রাজস্থানে,
পথে ঘাটে মাঠে গিরিসঙ্কটে, গহনে
গাইবে চারণ কবি।—যাও স্বর্গধামে।
—এ কে আসিছে! এযে উন্মাদিনী তারা।

[তারার প্রবেশ]

তারা। কই! প্রাণেশ্বর কই! যমুনা! আমার
কোথায় জীবিতেশ্বর!

যমুনা। [নীরব]

তারা। —এইযে এখানে।
ভূতলে পড়িয়া হেন কেন প্রাণাধিক?
জীবন সর্ব্বস্ব? কেন বিবর্ণ?—যমুনা—

যমুনা। তারা! তারা! কি দেখিতে আসিয়াছ আর!
পৃথ্বী এ জগতে নাই।

তারা। পৃথ্বী কোথা নাই?
যমুনা কি বলিতেছ?

যমুনা। কি আর বলিব!
কিছু বলিবার নাই।—হত্যা হত্যা—তাঁরা!—
হত্যা করিয়াছে।

তারা। হত্যা?—কে হত্যা করিল?

যমুনা। হায় তারা! এই হতভাগিনীর পতি।

তারা। কিরূপে?

যমুনা। দিয়াছে বিষ।

তারা। বিষ ? বিষ ? [স্তম্ভিতভাবে] তবে
নাই পৃথ্বী ? সত্য কথা ? ইহা সত্য কথা ?
—উঠিয়াছে শরীরের সমস্ত শোণিত
মস্তকে। বুঝিতে নাহি পারি। পৃথ্বী নাই ?

যমুনা। নাই, অভাগিনী। আয় গলা ধরাধরি'
আমরা দুজনে বোন কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে।
আমি হারায়েছি ভাই, তুই পতি, আয়
সম বেদনায় মোরা কাঁদি দুইজনে।

তারা। চলে' গেছে ?—এত ক্রোধ !—এত অভিমান !
একবার কহিলে না কথা ? একবার
চাহিলেনা মুখ'পরে !—এত অপরাধী আমি ?

যমুনা। কহিয়াছিলেন মরিবার পূর্ব্বে ভাই
"কহিও তারারে, আমি মরণ সময়ে
চাহিয়াছিলাম তার মার্জ্জনা।"

তারা। মার্জ্জনা !—
মিথ্যা কথা ! যমুনা ! এ মিথ্যা কথা ! তিনি
বড় অভিমানী ! বড় নিষ্ঠুর ! চলিয়া
গিয়াছেন না বলিয়া—না বলিয়া ভাই।
—নাথ ! প্রাণেশ্বর !—ফাঁকি দিয়াছ এবার।
—করি নাই নয়নের অন্তরাল কভু—
—এক বার করিয়াছি, অমনি, কপট—
সময় বুঝিয়া ফাঁকি দিয়েছ !—উত্তম !
দেখিব তথাপি, ফাঁকি দাও কি প্রকারে !
আমিও যাইব।—বনে, সমুদ্রে, পর্ব্বতে,
থাক তুমি ; আমি গিয়া মিলিব তোমার
সঙ্গে আজি !—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল খুঁজিয়া

বাহির করিব, যেথা থাক প্রতারক !—
ভাবিছ কাঁদিব আমি নিষ্ফল বিলাপে
ধরায় তোমার লাগি' ?—ভাবিছ চলিয়া
গিয়াছ যেখানে, আমি নারিব যাইতে ।
না না শঠ ! পারিবে না !—আমিও যাইব ?—
সলিল দাবাগ্নি দিয়া, মৃত্যু পথ দিয়া,
প্রলয়ের মধ্য দিয়া,—আমিও যাইব ।
সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে
জীবনে মরণে তারা রহিবে তোমার
সঙ্গিনী ।—দেখি কে রোধে ।
[বক্ষে তরবারি দিয়া পৃথ্বীর পদতলে পতন]

যমুনা । —একি সর্ব্বনাশ !
তারা তারা ! কি করিলে ? কি করিলে তুমি ?

তারা । নারীর—সতীর—স্ত্রীর—কার্য্য করিয়াছি ।
সে মৃত্যু—এত স্নিগ্ধ, এত—সুমধুর,
তুমি বন্ধু !—নিয়ে চল নাথের সমীপে
সতীরে সুহৃৎ !—[যমুনাকে]
তবে বিদায় ভগিনি !
চলিয়াছে সতী তার নাথের উদ্দেশে ।

যমুনা । কি করিলে তারা—একি ?

তারা । নূতন বাসর !
প্রিয় ভগ্নি !—এ আমার নূতন বাসর [সহাস্যে মৃত্যু]

যমুনা । অন্ধকার ! অন্ধকার ! ঘোর অন্ধকার ! [পতন]

যবনিকা পতন ।